কনক প্রতিমা।

(গার্হস্থ্য উপন্যাস।)

শ্রী সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

১০৭ নং অপার চিৎপুর রোড "বাল্মিকী পুস্তকালয়"

শ্রীনবকুমার দত্ত

প্রকাশক।

কলিকাতা।

২৪ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট "নূতন গুপ্তযন্ত্রে"

বিজ্ঞাপন।

মনুষ্য হৃদয়ের সুরুচি ও সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত করিয়া দেখানই উপন্যাসের কার্য্য। কিন্তু সুপাঠ্য ও যাহাতে লোক সংসারের সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, প্রেম বিরহ বুঝিতে পারে, এরূপ উপন্যাস অল্পই আছে। যাহা মানব জীবনের সারভূত ও যাহা লইয়া মানবের দৈনন্দিন ঘটনা তাহাই এই উপন্যাসে চিত্রিত হইয়াছে—এ চিত্র সাহিত্য জগতে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না! কিন্তু ভারতীয় হিন্দুর ঘরে ঘরে বিরাজিত। কেমন করিয়া সাধু হৃদয়ও কুপথে গিয়া পড়ে ও কেমন করিয়া লোক সান্ধ্য মল্লিকার মধুর সৌরভ ত্যজিয়া কিংশুকে প্রাণ ঢালে, তাহা ইহাতে স্পষ্ট দেখান হইয়াছে এবং পাপের পরিণাম, কুলত্যাগিনী পাপময়ী রমণীর ভীষণ পরিণাম ও ভয়াল মৃত্যুর ছবি চিত্রিত হইয়াছে। যে যাহারে চায়, তার সহিত আত্মার মিলন, আত্মায় আত্মায় প্রতিঘাত, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ, অসতীর জীবন ও সতীর জীবন, সুখ দুঃখ, প্রেম বিরহ, সান্ধ্য গগনের বিমল ছবি, নিদাঘদাবাদহের বিকট ছবি, প্রভাত সমীরণের মধুর ভাব ইহাতে সবই আছে। এক্ষণে ইহার ভাল মন্দ বিচারের ভার পাঠকপাঠিকার হস্তে অর্পিত হইল।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমি শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট বিক্রয় করিলাম, ইহাতে আমার নাম ব্যতীত অন্য কোন সত্ব থাকিল না। ইতি

অনন্তপুর
১২৯৭ বঙ্গাব্দ
১৬ই জ্যৈষ্ঠ। } শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

কনক প্রতিমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেবেন্দ্রনাথ।

"কেমনে জানাব মম মন,
যে করে আমার প্রাণ বিনা তব অদর্শন।
নিধুবাবু।

কয়েক বৎসর গত হইল, আড়ংঘাটা ষ্টেশনে রেলওয়ে দুর্ঘটনায় অনেক লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে যে কতলোক মরিয়াছিল, তাহার হিসাব দেওয়া দুঃসাধ্য না হইলেও অনায়াস সাধ্য নহে। আর সে ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যেই নহে। আমি উপন্যাস লেখক বেচারী—অত কষ্ট স্বীকার কি আমি করিতে পারি? আরও বিশেষতঃ সে তালিকায় আমার উপন্যাসের কোন অঙ্গসৌষ্ঠব হইবে না, তাহার একটিমাত্র ঘটনা আমি লিখিব। ঘটনাটী এই,

দেবেন্দ্র নাথ ঘোষাল, নিবাস যে গ্রামে তাহা গোপন রাখিয়া তাহাকে বিজয়পুর বলিয়া বর্ণনা করিব। দেবেন্দ্র সামান্য গৃহস্থ, বয়স ২৪ বৎসর, দেখিতে বেশ সুন্দর, বুদ্ধিও কিছু আছে, লেখাপড়াও জানে—তবে উপন্যাসের নায়কের মত আহা মরি রূপ, আহা মরি গুণ, আমরা তাহাতে কিছুই দেখিতে পাই নাই,—সুতরাং সোজাসুজি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি।—তুমি ভাই! কলম বন্ধ কর, কাজনাই তোমার উপ-

ন্যাস লেখায়। উপন্যাসের একটা নায়ক হ'ল, তাহার মদন-নিভ রূপ হ'ল না, বসন্তানিলান্দোলিত জাহ্নবীগর্ভ সমুদ্ভূতোর্ম্মি বক্ষ-স্থলস্থিত সূর্য্যকরসমশোভিত তাহার হৃদয় গুণরাশিতে শোভিত হইল না—আরে ছি। ও গরীব, ও মাঝারি গোছের সুন্দর ও একটু লেখাপড়ার নায়ক আমরা চাই না।—একথা যদি পাঠক বলেন, আমি নাচার। তবে এইমাত্র বলিতে চাই, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন, ভারত চন্দ্রের বিদ্যার পায়ের নখের উপমা শরতের চাঁদ, বেদের অনুবাদক বিলাত প্রত্যাগত মিষ্টার দত্ত, তন্ত্র শাস্ত্রের প্রকাশক বটতলার ঘোষজা', হরিসভার সম্পাদক আবদুল রহমন।—কোন বই লেখা নাই, কখন কাগজে লেখা নাই,—হঠাৎ যেমন সম্পাদক মহাশয়, আর বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই, আমি যেমন গ্রন্থকার,—তেমনি আমাদের দেবেন্দ্র নাথেরও রূপ নাই, গুণ নাই—অথচ উপন্যাসের নায়ক। আরও কথা আছে,—পৃথিবীতে ভাল মন্দ দুই আছে, কেবল নীলিমাময় আকাশের দিকে চাহিয়া কেহই সুখী নয়; কেবল প্রশান্ত মহাসাগরের অনন্ত গভীরতার পানে চাহিয়া সকলের মন তৃপ্ত হয় না; কেবল প্রখর দীপ্তিময় সূর্য্যের উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ কঠোর রশ্মিতে মানুষ ভুলে না,—কেবল রজনীর গভীর নীরব আঁধার লইয়া মানুষ থাকিতে চায় না। এই জন্যই কুলের ধারে ফল, পুকুরের ধারে স্ত্রী, পাহাড়ের গায়ে ঝরণা। গ্রীষ্মের কোলে শীত, শীতের কোলে গ্রীষ্ম। আঁধারের কোলে জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃর কোলে আঁধার। লালের ধারে নীল, নীলের ধারে লাল। ঋতুর কোলে ঋতু, বৎসরের কোলে বৎসর, যুগের কোলে যুগ। যেখানে পৃথিবীর সমস্তই বিচিত্র,—সেখানে অন্য উপন্যাসের উন্নত নায়কের নিকট আমাদের এ অবনত নায়ক কেন না তিষ্ঠিতে পারিবে? যাহা হউক,—দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় খবরের কাগজের আফিসে প্রুফ দেখা কার্য্য করিয়া মাসিক ত্রিংশৎ টাকা বেতন পান। বাড়ীতে তাঁহার মা আছেন, স্ত্রী আছেন আর এক ভগ্নী বিধবা,—সুতরাং সে শ্বশুর বাড়ীতেই থাকে, তবে কখন কখন দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আইসে।

আশ্বিন মাস,—বঙ্গে দুর্গাপূজা। সকল আফিসই প্রায় বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু সম্বাদ পত্র আফিস ষষ্ঠীর দিন ভিন্ন প্রায় বন্ধ হয় না;—কাজেই দেবেন্দ্র বাড়ী যাইতে পারে নাই। চতুর্থীর দিন দেবেন্দ্রের বাসায় এক পত্র আসিল। পত্র তাহার স্ত্রী লিখিয়াছেন। দেবেন্দ্র পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন,—

"দাসীর প্রণাম জানিবেন। মুহূর্ত্ত, পল, গণিয়া গণিয়া এক একটা দীর্ঘ যুগের মত এক একটা মাস কাটাইয়া, ছয় মাস অতীত করিয়াছি। যে আশার বলে প্রাণ বাঁধিয়া ধৈর্য্য সহকারে এতদিন অতীত করিয়াছি, সে আশায় আর দিন কাটাইতে পারি না। পোড়া আফিস কি আজও বন্ধ হয় নাই?

শুনেছি কলিকাতায় গেলে মানুষ নাকি ভেড়া হয়? সেখানে নাকি মালিনী মাসীরা আছে, তাহারা মানুষকে ভেড়া করিয়া ফেলে নাকি?—ভয় পাছে আমার সিংহটীকেও কেহ ভেড়া করিয়া ফেলিয়াছে।

তামাসা যাক্। তুমি কবে বাড়ী আসিবে? শারদীয় পূজা,—সকলেরই মনে আনন্দ। কিন্তু শশধরের ষোলকলা পূর্ণ না হইলে প্রকৃতি সতীর মুখে উপযুক্ত আনন্দের সময়েও কি হাসি ফুটে? আবার চাঁদ উঠিলে, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের সময়েও প্রকৃতির হাসি ধরে না। তোমার জন্য আমি বড় অস্থির হয়েছি।

তোমার দাসী কুসুম।"

পত্র পাঠে দেবেন্দ্রের হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রণয়লহরী খেলিতে লাগিল। চক্ষু দিয়া প্রতপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অঙ্গ সকল যেন শিথিল হইয়া উঠিল। দণ্ডেকের জন্য সকল ভুলিলেন। কেবল তাঁহার হৃদয় সরোবরে একটী মুখ ভাসিতে লাগিল—সে সুন্দর, সহাস্য মুখখানি কুসুমলতার। অনেকক্ষণ পরে দেবেন্দ্র পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিয়া রওনা করিয়া দিলেন।

পঞ্চমীর দিন কাগজের সংশোধন হইয়া ছাপা আরম্ভ হইল, দেবেন্দ্রেরও কাজ ফুরাইল; সেই রাত্রেই দেবেন্দ্র ৮॥০ টার ট্রেণে উঠিলেন। বাষ্পীয় শকট বহুলোক বহন করিয়া মণ্ডলীকৃত ধূম উদ্গারণ করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে ছুটিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আকস্মিক ঘটনা।

"কত কাজ আছে বাকি,
সে সব সুদূরে রাখি,
কল্পনা রচিত ছবি মুছি নিরাশায়,
সার করি শূন্য হিয়া,
অশ্রুবারি মিশাইয়া,
নীরবে চাহিয়া দেখি হে মৃত্যু তোমায়।"

পতাকা ১ম খণ্ড ১৫ সংখ্যা।

লোকে বলে যানের মধ্যে বাষ্পীয় শকটের ন্যায় দ্রুতগামী আর কিছুই নাই। দেবেন্দ্র ভাবিতেছে, লোকের কি যে ভুল। আমি এতক্ষণ?—এতক্ষণ নয় ত কি?—আমি এতক্ষণ উঠিয়াছি, তবুও এখনও যে ষ্টেশনে নামিব, সেখানে পঁহুছিতে পারিলাম না। তাঁহার মনে হইতেছে, গাড়ী আমার মনের ন্যায় যদি দ্রুতগামী হইত, তবেই বুঝি লোকের কথার সার্থকতা সম্পাদন হইতে পারিত। শীঘ্র পঁহুছান, তাঁহার মনের আকুলবাসনা—কিন্তু তাঁহার মনের আকুলবাসনা বুঝিলেও আর গাড়ী শুনেনা। যেমন যাইবে, তেমনিই যাইতে লাগিল। যেখানে সেখানে দাঁড়াইবে, সেখানে সেখানে দাঁড়াইতে লাগিল। দেবেন্দ্র তাহাতে বড়ই বিরক্ত হইতে লাগিলেন,—কিন্তু বিরক্ত হইয়া কি করিবেন? অগত্যা তাঁহাদের আফিস্ হইতে যে কাগজ বাহির হয়, তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাহাতে বর্ণাশুদ্ধি রাশি রাশি বাহির হইতে লাগিল। ক্রমার স্থানে ছেদ, ছেদের

স্থানে কমা। বুঝিলেন, সেটা তাঁহারই দোষে ঘটিয়াছে;— মনে মনে বড় লজ্জিত হইলেন। এ লজ্জার কারণ অবিবাহিত পাঠক বুঝিবেন না; আবার বিবাহিতকেও বুঝাইতে হইবে না।

কিছুক্ষণ সম্বাদপত্র পাঠ করিলেন, ভাল লাগিল না, পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে গাড়ী আসিয়া রাণাঘাট পঁহুছিল এবং সেখানে যথাশাস্ত্র নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া আবার উত্তরাভিমুখে চলিল। দেবেন্দ্র তখন কুসুম লতার চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি তখন কল্পনায় কত মাধুরীময়, কত অমৃতময়—ভাবনা ভাবিতেছেন। এমন সময় বজ্র নিনাদ-বৎ সুবিশাল শব্দ হইল, আর একখানি গাড়ী আসিয়া সে গাড়ীতে ধাক্কা লাগিল,—দুইখানিই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল! শত সহস্র প্রাণীর প্রাণবায়ু বিচ্ছিন্ন হইল; কেহ বা হস্ত পদাদি ছিন্ন, কেহবা সাংঘাতিক আহত, কেহবা মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল।

আড়ংঘাটা ষ্টেশনে ভয়ানক গোলযোগ আরম্ভ হইল। চঞ্চলা আরও চঞ্চলা হইলেন। টেলিগ্রাফের শব্দে কানে তালা লাগিল। যে বাবুরা এতক্ষণ সর্ষপতৈল সংযোগপূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন, তাঁহারাও অকালে নিদ্রাভঙ্গের দুঃখা-নুভব করিয়া সজাগ হইলেন এবং ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে কয়খানি স্পেশিয়াল ট্রেন আসিয়া পঁহুছিল। তাহার মধ্যে বড় বড় সাহেব, বড় বড় বাঙ্গালি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহারাও খানিক দৌড়া-দৌড়ি ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি করিলেন। শেষে মুমূর্ষু, হত, আহত সকল একত্র করিয়া গাড়ী বোঝাই দিয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইল। ইংরেজদের এমনই কার্য্যতৎপরতা যে, রজনী বিগতে যাহারা ঐ দুর্ঘটনা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা কখনও যে আড়ংঘাটে বিভৎস কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না; কিন্তু মনে মনে সকলেই বুঝিল—এই সমাধিক্ষেত্রে কাল কত সতীর হৃদয়দেবতা, কত অন্ধের

নড়ি, দুর্ব্বলের বল, কত চরমাদর্শ পিতার পবিত্র জীবন, কত ভ্রাতার প্রাণের কুসুমগুচ্ছ—কত জনের জীবন বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুসুম লতা।

"মুছিয়া ফেলেছি অশ্রু, এখনো আকুল আঁখি,
অজানা নিশ্বাস পড়ে, শূন্যে চাই থাকি থাকি,
শুকায়েছে ফুল-হার
একটু সুবাসে তার
থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে এখনো উঠিছে বায়ে।

অঃ বঃ।

গাড়ী মরায় দেশের মধ্যে মহাহুলস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। যাঁহার যে যেখানে আছেন, তাঁহাদের নিকট পত্র লেখালিখি হইতে লাগিল,—কারণ কাহারও কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে কিনা। উত্তর প্রাপ্তে কেহবা সুখী হইল, কেহবা অকূল শোক-সাগরে ভাসিল।

বিজয়পুরের লোকও শুনিয়াছে যে, আড়ংঘাটে গাড়ী মারা পড়িয়াছে। কুসুমলতার প্রাণের ভিতর কত শত দুশ্চিন্তা আসিয়া জুটিতেছে। সে ভাবিতেছে, স্বামী লিখিয়াছেন, আগামীকল্য বাটী যাইব। আজিও ত এলেন না;—যদি সেদিনকার রাত্রের গাড়ীতে উঠিয়া থাকেন?—প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। ভাবিলেন,—গতি কি হইবে।

দিবা দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতার সময় কুসুমলতা একা গৃহমধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। ঈষৎচঞ্চল মৃদুমারুত সংস্পর্শে তদীয় কপোলপতিত কেশদাম দুলিয়া দুলিয়া গোলাপীগণ্ড

নিঃসৃত মুক্তাফলনিভ স্বেদ নীর সমূহকে চুম্বন করিতেছে। আর একটি বিড়াল—বিড়ালটির নাম হাবু, হাবু কুসুমের বড় প্রিয়—সে মেও, মেও করিয়া কুসুমের পবনান্দোলিত বসন প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছে। কিন্তু কুসুম তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না দেখিয়া, সে ক্রমে স্বর কিছু উচ্চে তুলিল,—কড়ি-মধ্যমে কুলাইল না দেখিয়া পঞ্চমে আওয়াজ চড়াইল। এবার কুসুম তাহার প্রতি চাহিল। তাহার ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন করতঃ কহিল, "হাবু! ব'ল্‌তে পারিস্‌ মানুষ কেন বিদেশ যায়?"

হাবু সে কথার উত্তর করিল,

"মেও—মা।"

কুসুম। জান না হাবু?

হাবু হাঁ করিয়া রহিল।

কুসুম। ঠিক্‌ বলেছিস্‌ হাবু, পুড়িবার জন্য হৃদয়ের যে হৃদয়, প্রাণের যে বন্ধু, ধর্ম্মের যে সহায়, তাহাকে বিদেশে রাখিয়া প্রাণধারণ করিতে হয়। বিধাতা তা কেন দিলেন, বলিতে পার হাবু? বলিতে বলিতে কুসুমের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল।

ঘরের কোণে একটা আরসুল্লা নড়িয়া উঠিল, হাবু তখন তৎপ্রতি ধাবমান হইল।

কুসুমলতার গৃহে এই সময় গিরিবালা (দেবেন্দ্র নাথের সহোদরা) আসিয়া উপস্থিত হইল। কুসুমের ঐ অবস্থা অবলোকন করিয়া কহিল, "বৌ! কাঁদ্‌চ?"

কুসুম অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিল, "না কাঁদ্‌চি না।"

গিরি। তা দাদার জন্য ভাবনা অত্যন্তই হ'চ্চে বটে; কিন্তু টেলিগ্রাফ করা হইয়াছে,—অদ্যই সম্বাদ পাওয়া যাবে এখন। অত ভেবনা,—ভগবান্‌ কি এমনই করিবেন?

কুসুমলতা ত তাহাই ভাবিল, ভাবিল ভগবান্‌ কি এমনই করিবেন! তিনি যে দরিদ্রের বন্ধু, অনাথের নাথ।

ভগবান কুসুমলতার কথা কাণে করিলেন কিনা জানি না; কিন্তু ওদিকে কুসুমের শাশুড়ী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

গিরিবালা সে রব শুনিয়া ছুটিয়া মার কাছে গেল। সেও সেখানে পড়িয়া লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাফের উত্তর আসিয়াছে যে, "যে গাড়ী মারা পড়িয়াছে, সেই গাড়িতেই দেবেন্দ্র বাবু ছিলেন, ইহা আমরা নিশ্চয় জানি।"

গিরিবালা ও তাহার মাতা দুইজনে ধূলাতে পড়িয়া লুটিয়া লুটিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন, তাহা শুনিয়া পাড়ার পাঁচ জন আসিয়া জুটিল। কেহ তাঁহাদিগের হস্ত ধরিয়া তুলিল, কেহ বুঝাইতে লাগিল; কেহ বলিল, "গাড়ীতে যত লোক ছিল সকলেই কিছু আর মরে নাই। দেবেন্দ্র জীবিত থাকিলেও ত পারে,—আমি তাহার অনুসন্ধানে আজই যাইব। তোমরা এখন অত কেঁদ না। দেবেন্দ্রজননী যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনিও স্বীকৃত হইলেন।

তখন গিরিবালা বৌয়ের দশা দেখিতে গেল। সেখানে গিয়া দেখে,—যে পতিগতপ্রাণা কুসুম, ভাস্কর খোদিতপাষাণ-প্রতিমার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে।

যেমন শ্রাবণের কমলে বর্ষার জল পূরা থাকে, তেমনি সে নয়নকমলে জল পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সে বসন্তের চাঁদে গ্রহণ লাগিয়াছে—সে কৌমুদী বিপ্লাবিত পূর্ণিমানিশিতে সুদারুণ করাল মেঘো উদয় হইয়াছে।

গিরি ডাকিল "বৌ।" উত্তর পাইল না। তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, সে একবার চক্ষু মেলিল—বর্ষাবারি প্রপীড়িত কমল সলিল ভরে নড়িল, ঝর্ ঝর্ করিয়া জলরাশি ঝরিয়া পড়িল। কুসুমলতা অস্ফুটস্বরে কহিল, 'ঠাকুরঝি, কি হ'ল?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরিবর্ত্তন।

ঘর যেথা ভালবাসা,
তার সেথা সুখ আশা,
সুখ দুঃখ মনের খনিতে।

হঃ।

দেবেন্দ্রনাথের পরিবারগণ যে কিরূপ শোকসাগরে ভাসিতে-ছেন, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সে শোকসাগরের মাঝে তাহাদিগের যে আশাদীপ অল্পে অল্পে দেখা যাইতেছিল, তাহা হঠাৎ জলপ্লাবনে প্লাবিত হইয়া গেল। যিনি দেবেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানে গমন করিয়াছিলেন, দশ বার দিন পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "না, তাহার অনুসন্ধান কোথায়ও প্রাপ্ত হই-লাম না। গাড়ী মারা পড়িলে, যাহারা যাহারা আহত হইয়া-ছিল, তাহাদিগকে রেলওয়ে কোম্পানী হসপিটেলে দিয়াছিল, সেখানে গিয়া দেখিলাম—দেবেন্দ্র তাহার মধ্যে নাই। অন্যান্য স্থানেও অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথায়ও তাঁহার সন্ধান মিলিল না। আহত হইলে, অবশ্য হসপিটেলেই থাকিত।" সুতরাং তখন একরূপ স্থিরসিদ্ধান্তই হইয়া গেল, যে দেবেন্দ্রনাথ আর এই জগতে নাই। একমাত্র নয়নের মণি দেবেন্দ্রধনে হারাইয়া দেবেন্দ্রনাথের জননী পাগলিনী প্রায় হইলেন। ভগ্নী গিরিবালা ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন।

আর পতিব্রতা মধুরতাময়ী স্নেহময়ী কুসুমলতা? কুসুমলতার কথা লিখিতে লেখনী কম্পিত হয়। সে সারাদিন পড়িয়া পড়িয়া কেবলই কাঁদে। ইচ্ছাপূর্ব্বক আহার করে না—কেহ ধরিয়া দুই এক গ্রাস খাওয়াইয়া দিলে অনিচ্ছাসত্ত্বে গলাধঃকরণ করে।

তাহার আকুলয বিলম্বিত চুলের গোছা উসুখ্‌ডুর মত বাতাসে দোলে,—বিছানায় লোটে।

কুসুমলতার পিতা জজ্ কোর্টের উকীল এবং ধনবান। তিনি এসম্বাদ প্রাপ্ত নিতান্ত শোকাকুলিতচিত্তে বিজয়পুর আগমন করিলেন। কন্যাকে বাটী লইয়া যাইবেন, সে কথা, কুসুমের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট ব্যক্ত করায় তিনিও পাঠাইয়া দিতে সম্মতা হইলেন। কিন্তু কুসুম বাপের বাড়ি যাইতে অস্বীকার করিল। সে গোপনে গিরিবালার নিকট কহিল, “আমি আর কোথায়ও যাইব না। এইখানে থাকিয়া, তাঁহার কথা, তাঁহার রূপ,—ভাবিয়া ভাবিয়া মরিব। স্বামীহীনা স্ত্রীলোকের জুড়াইবার স্থান আর কোথায়ও নাই।

গিরিবালা আবার সে কথা কুসুমের পিতাকে বলিল। তিনি আর কি করিবেন। দুই তিন দিন সেখানে থাকিয়া, অগত্যা বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

এই ঘটনার দশ বার দিন পরে পিয়ন আসিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রখানি কুসুমের নামে। গিরিবালা সে পত্র লইয়া গিয়া কুসুমকে দিল। তাহার অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ চিত্ত যেন সজাগ হইল—বৈকালের পরিশুষ্ক প্রসূনে যেন সান্ধ্য শিশির কণা পতিত হইল। তাড়াতাড়ি পত্রাবরণ উন্মোচন করিল—সে দেবেন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর। কুসুমলতা পত্র পাঠ করিল,—

“কুসুম আমি মরি নাই, বড় কষ্ট পাইয়াছি। বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ যে, আড়ংঘাটা ষ্টেশনে গাড়ি মারাপড়ায় অনেক লোক মরিয়া গিয়াছে; আরও বোধ হয় শুনিয়াছ, আমি সে গাড়ীতে ছিলাম। এজন্য তোমরা বড় শোকাকুলিত হইয়াছ, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। আর ভাবিও না। আমি পাঁচ সাত দিন মধ্যেই বাড়ি যাইতেছি।

আর একটা কথা। গাড়ি ভাঙ্গিয়া গেলে আমি বাহিরে পড়িয়াছিলাম, আমার গাত্রে বিশেষ কোন আঘাত না লাগায় আমার কোন কষ্ট হয় নাই।। আমি বাহিরে পড়িয়াই পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিলাম; যেহেতু আমার জানা ছিল,

গাড়ি মারা পড়িলে, তাহার জীবিত আরোহীদিগকেও রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের হস্তে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দেখি একটি বালিকা—বালিকাটি বড় সুন্দর—সুদারুণ করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। দেখিয়া বড় মায়া হইল, তাহাকে কাঁধের উপর ফেলিয়া পলায়ন করিলাম। এ নয় দিন তাহাকে অনেক শুশ্রূষা করিয়াছি,—এখন সে একটু সুস্থ হইয়াছে। সে যেরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে আমি তাহাকে কখনই বাঁচাইতে পারিতাম না। সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রিয় বন্ধু জ্ঞানেন্দ্র বাবুর বাড়ি নিকটে হওয়ায় সেখানে লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি অনেক মূল্যবান ঔষধাদি দিয়া এবং রীতিমত সেবা শুশ্রূষা করাইয়া তাহার জীবন দান দিয়াছেন। তাহাকে এখন কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না—সে ব্রাহ্মণ, বাড় কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে বলে না। তোমার হুকুম প্রার্থনা, তুমি যাহা লিখিবে তাহাই করিব।"

তোমারই দেবেন্দ্র।

কুসুমলতার হৃদয় মাঝারে প্রচণ্ড উর্ম্মিমালা নাচিয়া উঠিল। সে ক্ষুদ্র হৃদয়ের অনন্ত উচ্ছ্বাস দেখিবার কেহ সেখানে ছিল না; নতুবা দেখিতে সে সময়, সে হৃদয় খানি কি আনন্দময়,—কি সুধাময় হইয়াছিল। তাহার গুটামা সুন্দর নয়ন যুগল আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কুসুমলতা, পঠিত পত্রখানি পুনরায় পাঠ করিয়া গিরিবালাকে শুনাইল। গিরিবালার হৃদয়ও আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল। শেষে কুসুমের শাশুড়ী ঠাকুরাণীও সে কথা শুনিলেন—মরুভূমিতে সহসা জল পড়িল, কাজেই ক্ষণিক বালুকাকণা উড়িয়া উড়িয়া পথিকের যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া শেষে শান্তিতে পরিণত করিয়া তুলিল।

নিরাশহৃদয় কুসুমলতার হৃদয়ে তখনি অপার বলের সঞ্চার হইল। সে তখনি পত্র লিখিতে বসিল। প্রথমে কি লিখিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে একখানি পত্র লিখিয়া গিরিবালাকে তাহা শুনাইল,—

"প্রাণাধিক কি লিখিব কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। এত মর্ম্মান্তিক দুঃখ ও শোকের সময় কি বলিয়া কোন্ ভাষায় পত্র লিখিতে হয়, তাহা তুমি আমাকে শিক্ষা দাও নাই—তবে আমি কেমনে লিখিব? আমরা নিশ্চয় জানিয়াছিলাম,—বলিতে কষ্ট বোধ হয়,—যাক্ আর সে কথায় কাজ নাই। তুমি এই পত্র পাঠ মাত্র বাড়ি আসিবে। বিলম্ব হইলে আসিয়া আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। তুমি জীবিত আছ, শুনিতে পাইয়াছি, এখন মৃত্যুচিতে, মাতার সিন্দূর, হাতের নোয়া বজায় রাখিয়া মরিতে পারিব। মরিবার কারণ,—যদি আবার অদৃষ্ট দোষে শুনিতে পাই, তুমি জীবিত নাই—উঃ! লিখিতেও কষ্ট বোধ হয়। তুমি এই পত্র পাঠ বাড়ি আসিবে।

যে বালিকাকে পাইয়াছ, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। তাহার পর অনুসন্ধান করিয়া, তাহার বাড়ি কোথায় জানিয়া তাহাকে তাহার বাড়ি পাঠাইয়া দিলেই হইবে। বাড়ি আসিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিও না।"

চিরসেবিকা কুসুম।

পত্র পাঠান্তে শিরোনামা দিয়া পত্র ডাকঘরে রওনা করিয়া দিলেন। যেমন সুদারুণ নিদাঘের সময় চাতকপক্ষী, মেঘমালা শোভিত গগনে, প্রাবৃট্ কালের আশায় কেমন একটা উদ্বিগ্ন,-অথচ তাহার মধ্যে কেমন একটা শান্তভাবে থাকে, সেইরূপ শান্ত অথচ উদ্বিগ্নভাবে এই শোক রূপ সুদারুণ নিদাঘের সময় দেবেন্দ্র গমনরূপ বর্ষাপেক্ষায় দেবেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কে তুমি?

কে এলে তুমি এখানে?—
দেখিয়া তোমারে জ্ঞান হয় মনে
হান বুঝি ছুরি পরাণে।

গ্রঃ।

দেবেন্দ্রনাথ বাটী আসিলেন। বলা বাহুল্য সে বালিকাকেও সমভিব্যাহারে আনিয়াছেন। বালিকার বয়স সপ্তদশ বর্ষ,—দেখিতে খুব সুন্দরী।

দেবেন্দ্রনাথ বাটী আসিয়া প্রথমেই মাতার নিকট গমন করিলেন, মাতা স্নেহাকুলিত হৃদয়ে দেবেন্দ্রনাথের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া সজলনেত্রে কহিলেন, "অন্ধের নড়ি, হৃদয়ের মাণিক, বাপ আমার এসেছ?"

দেবেন্দ্রনাথ মাতার চরণে প্রণিপাত করিয়া ভগ্নীর সহিত দেখা করিলেন। ভগ্নীর নিকট বালিকাটিকে রাখিয়া যে গৃহে তাঁহার হৃদয় কুসুম,—কুসুমলতা বাস করিতেছিল,—তথায় গমন করিলেন। কুসুমলতা ছুটিয়া আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের চরণ প্রান্তে লুটিয়া পড়িল, তাহার চক্ষুতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল।

কুসুমলতার হস্ত ধরিয়া তুলিয়া দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন "অত ভয় কেন, তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক ত কেহ দখল করে নাই?"

উভয়ে পালঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন। প্রায় চারিদণ্ড ধরিয়া উভয়ে উভয়ের নিকট নিজ নিজ দুঃখ ও কষ্টের কথা জানাইলেন। শেষে কুসুম কহিল, "তুমি বস আমি সে বালিকাকে ডেকে আনি।"

কুসুমলতা চলিয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বালিকার সহিত কুসুমলতা প্রত্যা বর্ত্তন করিয়া বলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কিছু খেয়েছ?"

বালিকা মৃদুস্বরে কহিল, "খেয়েছি।"

কুসুমলতা কহিল, "তোমার নাম কি?"

সে কথা কহিল না, দেবেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কুসুমলতা হাসিয়া বলিল, "মরে যাও। ওঁকে কি আর এ কয়দিন দেখনি? তোমার নাম কি বল না।"

সে তবু কথা কহিল না।

দেবেন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিলেন, "ওকে গালি দিলে?"

কুসুম। গালি কেন দিব, একটা কথায় মুখ ক'রেছি।

দেবেন্দ্র। কি কথায়?

কুসুম। বলিব কেন?

দেবেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "বুঝিয়াছি, আমার দিকে চাহিয়াছে, তাই?"

কুসুম। সেটাত উহার পক্ষে উচিত নহে।

দেবেন্দ্র। তাহাত ঠিক্।

তখন কুসুমলতা আবার বালিকাটিকে কহিল, "লক্ষ্মীদিদী আমার বল না, তোমার নাম কি?"

সে, কথা কহিল না।

দেবেন্দ্রনাথ কুসুমলতাকে ইঙ্গিত করিয়া তথা হইতে উঠিয়া বহির্বাটীতে গমন করিলেন। কুসুমলতা তাহাকে বলিল, "দেখদিদি তুমি তোমার নাম এবং বাড়ির ঠিকানাদি না বলিলে তোমাকে কেমন করিয়া তোমার বাড়তে পাঠাইয়া দিব? আমার সাক্ষাতে বল, তোমার কোন ভয় বা লজ্জার কারণ নাই।"

বালিকা এইবার কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমার নাম বসুমতী।"

কুসুমলতা অঞ্চল দ্বারা তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া কহিল,

"ছি, বোন্ কাঁদ কেন? তুমি তোমার বাড়ির ঠিকানা বল; যেরূপেই পারি, তোমাকে সেখানে পাঠাইয়া দিব।"

বালিকা জড় সড় হইল।

কুসুমলতা তাহার ভাবাদিদর্শনে কিছু কৌতূহলী হইল, ভাবিল অবশ্য ইহার ভিতর কোন একটা গূঢ় রহস্যের কথা আছে।

বস্তুতঃও তাহাই। বসুমতী বলিল, "সে কথা বলিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। আমি যখন অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম—জানি না তখন আমার কাপড় চোপড় কিরূপ অবস্থায় ছিল—ছিঃ! দেবেন্দ্র বাবু আমাকে না জানি কিরূপ অবস্থায় দেখিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার নিকট আমি আত্মপরিচয় গোপন করিয়াছি। মনে ভাবিয়াছি, কাহাকেও আর নিজ পরিচয় দিব না। সুবিধা হইলে, যে কোনরূপে হউক, এ জীবন নষ্ট করিয়া ফেলিব।"

কুসুমলতা আরও কৌতূহলী হইল। সে বলিল, "বসুমতি! তুমি আত্মহত্যা কেন করিবে? অজ্ঞানাবস্থায় ছিলে, তাহাতে দোষ কি? তোমার পরিচয় বল।"

বসুমতী অনেকক্ষণ নীরবে ভাবিতে লাগিল। চাতকপক্ষী যেমন মেঘের প্রতি চাহিয়া থাকে, এতক্ষণ কুসুমলতা তাহার মুখ প্রতি সেইরূপ করিয়া চাহিয়া রহিল। বসুমতী বহুক্ষণ অন্যমনা হইয়া ভাবিতেছে.—ভাবনা কিছু অতিরিক্ত দেখিয়া কুসুমলতা জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি, ভাবনা কি বল?"

বসুমতী কোন উত্তর করিল না। কথা তাহার কাণে গিয়াছে, এমনও বোধ হইল না। কুসুমলতা অপেক্ষা করিতে লাগিল—প্রতিভা কখন ফুটে কখন নিবে, কখন স্থির, কখন আন্দোলিত। কুসুমলতা কতকক্ষণ তাহার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল। শেষে দেখিল, বসুমতী সুস্থিরা, প্রফুল্লমুখী, ভাস্বর কটাক্ষ বিশিষ্টা রহিল। কুসুম তখন বুঝিল, এবার মেঘ বারি বর্ষণ করিবে—চাতকের তৃষা ভাঙ্গিবে।

কিন্তু তাহা হইল না—চাতকের প্রাণের তৃষা প্রাণেই

রহিল। বসুমতী কোন কথাই কহিল না। এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, এখন কুসুমলতার নিকট বসিল এবং তাহার জানুতে মস্তক রাখিয়া নীরবে থাকিল।

কুসুমলতাও কি ভাবিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া আর সে, সেকথা পাড়িল না; চিনি, চিরুণ ও অন্যান্য সাজ সজ্জা লইয়া বসুমতীর চুল বাঁধিতে বসিল। চুলবাঁধা শেষ করিয়া, সিঁদুরের কৌটা বাহির করিয়া কহিল, "সিঁদুর দিই?"

বসুমতী ঈষৎ সশঙ্ক হাসি হাসিয়া কহিল "দাও।"

বসুমতীর সীমন্তে এ কয় দিন সিন্দূরচিহ্ন ছিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বন্ধনাদি ক্রিয়া সমাধা করিয়া কুসুম স্বামীকে আহার করাইলেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে কিছু জলযোগ করাইয়া, ননদ বসুমতীও নিজে আহার করিতে বসিল।

কথায় কথায় বসুমতী জিজ্ঞাসা করিল, "গাঙ্গে এখন জল আছে একটুকু?"

ইতঃপূর্ব্বে গাঙ্গের কোন কথাই হয় নাই।

বুদ্ধিমতী কুসুমলতা মস্তক নিচু করিয়া ননদের দিকে একবার কটাক্ষ করিয়া বসুমতীর মুখপ্রতি চাহিয়া কহিল, "এখানেত গাং নাই দাঁযোড়"

বসুমতী বলিল "মিছে কথা, গাং বইকি"

কুসুম। না দাঁযোড়। আমরা এ গাঁয়ের মানুষ হয়ে জানিনি, তুমিজান?

বসুমতী। আমি দেখেছি।

কুসুম। কবে?

বসুমতি। চারি পাঁচ মাস আগে—চিরকালই।

কুসুমলতা ভাবিল, এত দেখছি এই দেশেরই মেয়ে। কথা লইবার জন্য এ কথা ও কথা নানা কথা পাড়িয়া বলিল, "আমাদের বাড়ির উনি, আগে ভয়ানক মোটা এবং কালো ছিলেন—এখন একেবারে পরিবর্ত্তন, —এই মাসের মধ্যে পাতলা ও সুন্দর হইয়াছেন।

সরলা বালিকা বসুমতী, চতুরার চাতুরী বুঝিল না। সে গল্পে ভুলিয়া বলিল, "দূর! আমি ত ইহাকে আগেও তিন চারি বার দেখেছি, কখন মোটা বা কালো দেখি নাই।"

কুসুম বলিল, "তিন চারিবার আর কোথায়?"

বালিকা বুঝিতে পারিল না যে, সে গল্পে ভুলিয়া যাহা গোপন রাখিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছে। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "একবার কেন? দাদার বিবাহের সময় একবার, তারপর খুড়ীমার ব্রত করার সময় আর একবার, বাবার ব্যারাম হইলে একবার এই তিন বার, আর একবার তিনি এলে; এই চারবার হইল না?"

কুসুম। হুঁ, তাহলেত চারি বারই বটে। বসুমতি! তোমার স্বামীর সহিত আর আমাদের ইহাঁর সহিত বড় প্রণয়—না?

"স্বামীর সহিত, আর ইহার সহিত বড় প্রণয়!" বসুমতির চৈতন্য হইল। শরীর শিহরিয়া উঠিল। চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বলিল, "আমি যাহা, অতি যত্নে এ কয় দিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিলাম। আমার কি হবে?"

কুসুমলতা কিন্তু তখনও তাহার পরিচয়ের 'প' ও প্রাপ্ত হয়েন নাই। বলিল, "তা' ভাবনা কি? এখন পরিচয় পাইলাম, কা'লই বাড়ী পাঠাইয়া দিব।"

সে, বলিল, "না, আমাকে আগেই বাড়ী পাঠাইয়া দিও না। আগে বাড়ীতে সম্বাদ দিও।"

কুসুম। কেন একেবারে পাঠাইলে কি হইবে?

বসুমতি জ্ঞান হীনের ন্যায় অনেকক্ষণ কুসুম লতার মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিয়া সুদীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল, "যদি তাহারা আমাকে আর ঘরে না নেয়।"

কুসুম। তাহা হইলে তুমি কি করিবে?

বসুমতী। বিষ খাবো! বিষ তোমাদিগের এখানে পাওয়া যায়না?

কুসুম। দূর, ঘরে নেবে না কেন?

বসুমতী। আমাকে দেবেন্দ্র বাবু লইয়া দেশে ছিলেন, এখন আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে আছি, ইহাতে যদি আমার চরিত্রের উপর দোষারোপ করে?

কে জানে কেন কুসুমলতার চক্ষুর্দ্বয় সহসা উজ্জ্বল প্রভা-বিশিষ্ট হইল, গণ্ডস্থলও যেন একটু রক্তবর্ণ ধারণ করিল। আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইল। ঢোক গিলিয়া গলা সারিয়া কুসুম কহিল, "দূর তাও কি কেহ করে। আচ্ছা, তুমি সে দিন কোথা হইতে গাড়ীতে চড়িয়া কোথায় আসিতেছিলে?"

বসুমতী। আমি আমার শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিতে ছিলাম।

কুসুম। সঙ্গে আর কে ছিল?

বসুমতি। এক দাসী, আর আমার এক খুড়তুত দেবর ছিলেন।

কুসুম। তাঁহাদের কোন সন্ধান পাইয়াছ?

বসুমতি। কিছু না, আমি তাহার কিছুই জানি না।

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, এ গ্রাম হইতে তোমাদিগের গ্রাম কত দূর?

বসুমতি বলিল, "আমি শুনিয়াছি, বিজয়পুর হইতে কেশবপুর এক ক্রোশ।"

কুসুমলতা আর কোন কথা কহিল না। এ দিকে সকলের আহারাদিও সমাধা হইয়াগেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভাবান্তর।

"সে কেন আমার পানে
চুরি ক'রে চায়?
প্রাণের হাসি, হেসে পালায়।"

নিশীথ সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ও তদীয় পত্নী কুসুমলতা শয়ন কক্ষে পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট। সে দম্পতিযুগলের মিলন শোভা অতি সুন্দর। দেবেন্দ্রনাথের মনোহর গঠন পারিপাট্য, সুন্দর অঙ্গ সমূহের সন্নিবেশ, সুডোল চক্ষু প্রভৃতি তাঁহার সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতেছে। কুসুমলতার ত কথাই নাই,—বিধাতা যেন, নিভৃতে নির্জ্জনে বসিয়া,—অতি যত্নে, অতি সাবধানে তাঁহার অক্ষয় শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিবার জন্যই, কুসুমের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছেন। সে রূপের আর তুলনা কি? সে রূপ নয়ন প্রাণ ভরিয়া দেখিতে হয়,—হৃদয়ে তাহার চোকচিকণ সুন্দররূপে অঙ্কিত হয়,—কিন্তু প্রকাশ করা যায় না। সে মনের কথা মনই বুঝে,—কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার উপমা নাই,—তুলনা নাই। আর গুণ? গুণেরও সীমা নাই।

পতিপরায়ণা সতী কুসুমলতা স্বামীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার আর সে বিরসবদন নাই,—সদাই হাস্যময়। সেই প্রফুল্ল বদন প্রতি নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে যে, সে হৃদয়ে অসীমানন্দ নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

দেবেন্দ্রনাথ প্রেমভরে কুসুমলতাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "কুসুম, এ সংসারে আমার তুল্য সুখী আর কেহ নাই। এমন পতিপ্রাণা সুন্দরী আর কাহারও আছে কি?"

কুসুম। আছে।

দেবেন্দ্র। না কুসুম, খুব কম।

কুসুম। সেটা তোমার মিছে কথা! স্বামীকে ভাল বাসে না এমন স্ত্রী নাই বা থাকিতে পারে না।

দেবেন্দ্র। ও মেয়েটির কিছু পরিচয় পাইয়াছ?

কুসুম। অনেক।

দেবেন্দ্র। কি রকম?

কুসুম। ও তোমাকে চিনে; ও বলিল তুমি উহাদিগের বাড়ী তিন চারিবার গিয়াছ। ওর বাড়ী কেশবপুর।

"বাড়ী কেশবপুর শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে অতিশয় বিস্ময় হইল। তিনি বলিলেন, কেশবপুরে ত এক ব্রাহ্মণ রুদ্ররায; ওকি রুদ্ররায়ের কন্যা?"

কুসুম। তা হ'তে পারে। ওর নাম বসুমতী।

দেবেন্দ্র। গাড়ীতে ছিল কেন, ও কোথা হইতে আসিতে-ছিল, তার কিছু কি শুনিয়াছ?

কুসুম। হাঁ শুনিয়াছি। শ্বশুরবাড়ী হইতে, বাপের বাড়ী আসিতে ছিল। সঙ্গে এক দাসী আর উহার দেবর ছিল।—তা তাহারা কোথায় গেল, জান?

দেবেন্দ্র। কেমন করিয়া জানিব? আমি গাড়ী হইতে পড়িয়া পলায়ন করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে দেখি খড়বনের মধ্যে একটা স্তম্ভের কাছে পড়িয়া ও আর্ত্তনাদ করিতেছিল, দেখিয়া বড় মায়া হইল,—তাই লইয়া গিয়াছিলাম, আর কে কোথায় ছিল, বা ঐ কে, তাহার কি অনুসন্ধান লইয়াছিলাম?

কুসুম। অত বড় ভারি মেয়েটীকে তুমি কেমন করিয়া লইয়া গেলে।

দেবেন্দ্র। কে জানে তখন কেমন করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। আমি উহাকে লইয়া একটা আম্র ও তেঁতুল গাছের বাগানের মধ্যে বসিয়াছিলাম, এমন সময় দেখি, গ্রামস্থ অনেকগুলি লোক গাড়ীভাঙ্গা দেখিতে আসিয়া জুটিল,—তাহাদিগেরই সাহায্যে বাজারে লইয়া গেলাম। সেখান হইতে অনেকটা

দয়। বাজারে গিয়া সে রাত্রি যুগলকিশোর ঠাকুরের বাড়ীর বকুলতলায় বসুমতীকে লইয়া শয়ন করিয়া থাকিলাম। পর দিবস উঠিয়া নৌকা করিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুর বাড়ী গেলাম।

কুসুম হাসিয়া কহিল, "ঠাকুর বাড়ী, দেব সাক্ষাতে, বকুল ফুলের রাশির উপর—বসুমতীকে লইয়া ফুলশয্যা করিয়াছিলে না কি?"

দেবেন্দ্রনাথ যেন একটু অন্যমনস্ক হইলেন। শেষে বলিলেন, "না কণ্টকশয্যা।"

সত্য কথা বলিতে কি, "বসুমতীকে লইয়া ফুলশয্যা করিয়াছিলে নাকি" কথাটী শুনিয়া কি এক রকম কি হইয়াছিল। বসুমতী সুন্দর নিটোল গঠন, পটল চেরা চোক, অতসী-কুসুমসম বর্ণ আর তাহার চঞ্চলতা ও সংসারানভিজ্ঞতার ন্যায় কথা, অর্দ্ধবোধগম্য চাহনি,—এ সকলে তাঁহার প্রাণের মধ্যে কয়েকদিন হইতেই কি এক রকম কি হইয়াছিল।

আর একদিন,—যে দিন বসুমতী দারুণ ব্যথায় কাতর হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে দেবেন্দ্রনাথকে কহিয়াছিল, "তুমি আমার নিকট হইতে কোথাও যেওনা—তুমি আমার কাছে থাকিলে, যেন আমার ব্যথা কম থাকে," এই কথা বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়িলে—সে ম্লান অথচ অনন্ত সৌন্দর্য্যের খনি, সে উজ্জ্বল অথচ যেন কিছু মলিনতায় আচ্ছাদিত, সে পূর্ণচন্দ্র অথচ যেন মেঘাবরিত মুখখানি দেখিয়া তাঁহার মনে কেমন একটা কি হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ সেভাব গোপন করিয়া কুসুমকে কহিলেন, "কালই সম্বাদ দিয়া উহাকে পাঠাইয়া দিব।"

কুসুম বলিল, "বসুমতী বলিতেছিল যদি উহার বাড়ীর লোক উহার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া উহাকে না লয়।"

দেবেন্দ্র। চরিত্রে সন্দেহ করিবে কেন?

কুসুম। তুমি উহাকে দেশে দেশে বনে বাগানে লইয়া বেড়াইয়াছ।

দেবেন্দ্র। একপ সন্দেহ করা তাহাদিগের নিতান্ত ভুল। মরিয়া যাইতেছিল, আমি বাঁচাইয়াছি।

কুসুম। যদিই সন্দেহ করে, তবে কি করিবে?

দেবেন্দ্র। আমি কি করিব? কি করিবে তা বসুমতীই জানে।

কুসুম। সে বলিল, তাহা হইলে বিষ খাইয়া মরিবে।

দেবেন্দ্র। মরিবে কেন?

কুসুম। খাবে কি? খেতে দেবে কে?

দেবেন্দ্র। আমি কি দিতে পারিব না?

কুসুম। লোকে যে আমার সতীন বলিবে।

দেবেন্দ্র। আমি কলিকাতায় লইয়া যাইব।

কুসুমলতার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। মাথের নাকের নোলক দোলাইয়া কহিল, "তুমি কলিকাতায় লইয়া যাইবে!—তুমি উহাকে ভাল বাসিয়াছ?"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "দূর্, তা কেন। এখন আমি যখন উহাকে যত্ন করিয়া বাঁচাইয়াছি, তখন ও না খেতে পেয়ে কি মারা যাবে? দেশে থাকিলে লোকে নিন্দা করে,—কলিকাতায় লইয়া যাইব।"

কুসুমলতার নিকট সে কৈফিয়ৎ যেন সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইল না, সে শুভ্র, সুনির্ম্মল বসন্তের আকাশে যেন একটু একটু মেঘের সঞ্চার হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মেঘ চাহিতেই জল।

কলঙ্ক হইল তবু পূরিল না আশ
মিছা মিছি মোর শুধু—হলো সর্ব্বনাশ।
গেছে হাসি—গেছে সুখ,
গেছে প্রেম—হাসি মুখ,
যা ছিল সকলি গেছে আছে দীর্ঘশ্বাস।

ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র শরীরে বেগবতী নদী বহিতেছে—তীরে আম্র, কাঁটাল, নারিকেল, খর্জ্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষ শোভিত কাননে কোকিল, দয়েল, পাপিয়া ডাকিতেছে! বাগানের পার্শ্বে কেশবপুরের বাবুদের দ্বিতল প্রাসাদ। এই দ্বিতল প্রাসাদের অধিকারী রুদ্রনারায়ণ রায়,—তাঁহারই কন্যা বসুমতী। বসুমতী আজ কয়দিন হইল বাড়ী আসিয়াছে।

বসুমতী বাড়ী আসাতে অনেকলোক অনেক কথা বলিতেছে। কোথাও দোকানে বসিয়া, কোথাও চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, কোথাও দেবমন্দিরে বসিয়া এবং কখন কখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বসিয়া, দলে দলে গ্রামবাসীরা বসুমতীর কথা লইয়া গোপনে গোপনে আন্দোলন করিতে লাগিল,—প্রথমতঃ গাড়ী মরা, দ্বিতীয়তঃ দেবেন্দ্রনাথ উহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল, তৃতীয়তঃ চাণক্য শ্লোকের অর্থকরা; যথা—পুরুষ জলন্ত অঙ্গার, আর নারী ঘৃত কুম্ভ, উভয় একত্র হইলেই গলিয়া যায়।

স্ত্রীলোকদিগেরত কথাই নাই। ফলাহারী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় নদী তীরে সারি দিয়া বসিয়া আহ্নিক করিতে করিতে

ও সালঙ্কারে এবং সবিস্তারে ঐ সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিতেছিল। এত গেল বৃদ্ধা এবং অদ্ধবয়সী-দিগের সভা। মধ্যাহ্ন সূর্য্য কিরণ ম্লান না হইতে হইতেই প্রৌঢ়া এবং যুবতীগণ,—কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ত্যাগ করিয়া, কেহ বৃদ্ধ পিতা ত্যাগ করিয়া, কেহ পীড়িত স্বামী ত্যাগ করিয়া, কেহ শাশুড়ীর অনুজ্ঞাত কার্য্যে অবহেলা করিয়া,—দলে দলে রুদ্র বাবুর বাটীর সন্নিকটে নিভৃত একটী ঘাটে পাত্র প্রক্ষালন উপলক্ষে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল এবং চারিদিকে চাহিয়া বাবুদের বাড়ির কেহ আইসে না আইসে দেখিয়া, তাহারা নানা ছাঁদে বসুমতীর নিন্দা করিতে লাগিল। অনেক অনেক তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদ এবং সমালোচনার পর তাহারা স্থির করিয়া দিল যে, বসুমতীর চরিত্র নিশ্চয় খারাপ হইয়া গিয়াছে, কেন না দেবেন্দ্রনাথ দেখিতে শুনিতে বড় সুশ্রী,—আর বসুমতিও সুন্দরী এবং যুবতী।

এক দিবস সন্ধ্যা হইয়াছে, পুষ্করিণী অধিষ্ঠাত্রী যুবতীদিগের রূপে লজ্জিত হইয়া চন্দ্রদেব একখানি রূপার থালার মত বৃক্ষ-শ্রেণীর অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছেন;—দুই চারিটী মাত্র যুবতী ঘাটে বসুমতীর নিন্দা করিতেছে, এমত সময় তথায় একখানি গামছা কাঁধে করিয়া বসুমতী একাকিনী ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল, তাঁহাকে দেখিবামাত্র নিন্দাপ্রিয় স্ত্রীলোকগণ, কিছু লজ্জিত, কিছু অপ্রতিভ ও কিছু ভীত হইয়া একে একে ঘাট হইতে উঠিয়া গেল। এখন চন্দ্রদেব নিঃসঙ্কোচে বৃক্ষ শ্রেণীর পশ্চাৎ হইতে পূর্ণ জ্যোতিতে নীলাকাশে প্রকাশ পাইলেন দেখিয়া, গাছ পালা, লতা পাতা, সরোবরের বারিরাশি, বাবুদের বাঁধান ঘাট সব হাঁসিয়া উঠিল। তাহাদিগের দেখাদেখি, আবার নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, গিরিগুহা সম্বলিত সমুদায় জগৎ হাসিয়া উঠিল।

তখন সেই নিভৃত, নির্জ্জন, নিঃশব্দ এবং চন্দ্রালোক বিধৌত সরোবরের ঘাটে বসুমতী একাকিনী কি ভাবিতে বসিলেন। কখন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় নয়নরঞ্জন চন্দ্রের প্রতি, কখন বা উজ্জ্বল

সন্ধ্যাতারার প্রতি চাহিয়া অনন্যমনে ভাবিতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিল, "কি অশুভলগ্নেই শ্বশুরবাড়ী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। নতুবা এতটা হইবে কেন? গাড়ী ভাঙ্গিয়া এতলোক মরিল, আমি মরিলাম না কেন! আমি যদি মরিতাম, তবেত এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। দেবেন্দ্রনাথ—দেবেন্দ্রনাথই আমার শত্রু ছিল, নহিলে আমাকে বাঁচাইয়া এত কষ্ট দিবে কেন? যথার্থই কি দেবেন্দ্র আমার শত্রু? না, তাহাত নহে। সে যে, কত যত্ন, কত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার সেবা, শুশ্রূষা করিয়াছে। তাহার ধার কি শোধ দিবার? কিন্তু লোকে মিছামিছি আমাকে এত দোষী করিতেছে কেন? দেবেন্দ্রনাথ সুন্দর, তাই কি আমি তাহার নিকট সতীত্ব বিক্রয় করিয়াছি। সে ত তেমন লোক নয়? সে ত সে কথা ভ্রমেও কোন দিন আমাকে বলে নাই, আমার মনে হইল, সে কথা কি দেবেন্দ্র নাথ আমাকে কোন দিন বলে নাই? বলিয়াছিল বইকি—মুখের উপর স্পষ্টভাবে যদিও না বলিয়াছে, কিন্তু কতদিন, অনিমিষনয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিয়াছে, "বসুমতি তোমাকে যতই দেখি ততই যেন দেখিতে ইচ্ছা করে। আমি তোমাকে বড় ভাল বাসিয়াছি।" দেবেন্দ্রনাথ সুন্দর,—কিন্তু আমার স্বামীর চেয়ে কি সুন্দর? না, তা নয়। আমার স্বামীর রঙ ফরসা—কিন্তু দেবেন্দ্র নাথের মুখ চোক ভাল। বিশেষ চোখ—আমরি! কি চোখ! আরও দেবেন্দ্রনাথের কথা মিষ্ট।—কিন্তু আমিত কখন স্বামীর নিকট বিশ্বাসঘাতিনী হইতে পারিব না। কিন্তু পোড়া অদৃষ্ট দোষে তিনিও আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছেন। নতুবা বাবা তাঁহাকে আনিতে পাঠাইলেন, আর তিনি বলিলেন কিনা আমি পুনরায় বিবাহ করিব! সত্যই কি তিনি বিবাহ করিবেন? যদি এ সময় একবার দেবেন্দ্র নাথের দেখা পাইতাম! পাইলে কি করিতাম?—বন্ধুভাবে তাঁহার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতাম—তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন।

মেঘ চাহিতেই জল। বসুমতি যাঁহার কামনা করিতে-ছিলেন, সেই দেবেন্দ্রনাথ একটা গাড়ু হাতে করিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বসুমতি তাঁহাকে দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন,—তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া পড়িলেন।

দেবেন্দ্র নাথ জলে নামিয়া মুখ ধুইতে ধুইতে কহিলেন, "বসুমতি। রাত্রে একা ঘাটে রহিয়াছ যে?"

বসুমতী। হুঁ, তুমি কখন এলে?

দেবেন্দ্র। সন্ধ্যার আগে এসেছি।

বসুমতী। কোন কাজ আছে নাকি?

দেবেন্দ্র। আর কিছুই নহে তোমাকে দেখিতে। প্রকাশ্যে বলিয়াছি, একটু বিষয় সংক্রান্ত গোল আছে।

বসুমতী। আমাকে দেখিতে আসিয়াছ,—তুমি দেখিতে আসিয়াছ, কিন্তু আমার স্বামী আইসে নাই,—তিনি আবার বিবাহ করিবেন।

দেবেন্দ্র। কেন, তিনি কি তোমার চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছেন?

বসুমতী। তা কি প্রকারে জানিব? বোধহয় তাই। তুমি গা ধুইবে না?

দেবেন্দ্র নাথের গা ধুইবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু বসুমতী যখন বলিল, গা ধুইবে না? তখন তিনি অবশ্য বলি-লেন "হাঁ, ধুইব।"

"তবে এস" বলিয়া নিঃশব্দে, স্থিরভাবে রাজহংসীর ন্যায় বসুমতী সাঁতার দিয়া চলিল। দেবেন্দ্র নাথও জলে নামিয়া সাঁতার দিলেন। স্থির প্রশান্ত কৌমুদীবিধৌত বেগবতীবক্ষে দেবেন্দ্র নাথ ও বসুমতী সাঁতার দিয়া চলিলেন। সাঁতারদিয়া তাহারা কোথায় যাইতেছিল তাহা জানি না,—অন্ততঃ তাহারাও সে কথা ভাল করিয়া বুঝে দেখে নাই যে, তাহারা কোথায় যাইতেছে। কখন কখন এমত ঘটে যে, চিত্তবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করা যায় না,—কোন কার্য্যের ফল বিশেষ সুখপ্রদ নহে, বরং অমঙ্গল জনক হইতে পারে,—অথচ সেই কার্য্য সাধনে চিত্ত দুর্দ্দমনীয় বেগে ধাবমান হয়।

তাহারা পাশাপাশি হইয়া যতদূর ইচ্ছা সাঁতার দিয়া চলিয়া গেল। বসুমতী সন্তরণে পটু ছিল না,—কোন দিন কলসী বুকে করিয়া, কোন দিন বা খালি হাতে অতি অল্পই সাঁতার দিত। দেবেন্দ্র নাথের সহিত আপন ভুলিয়া অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছিল, প্রত্যাগমন কালে হঠাৎ অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে জলে পৌঁছিল,—কিন্তু পৌঁছিবামাত্র অচেতনপ্রায় হইয়া ভূপতিত হইল।

আবার অনেক দিন পরে দেবেন্দ্র নাথ বসুমতীর মস্তক উরুর উপর স্থাপন করিল। বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত, বসুমতীর দেহ বাঁধাঘাটের সোপানোপরি সুশুভ্র উজ্জ্বল চাঁদের কিরণে শোভা পাইতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে সে সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলেন। শেষ সেই পক্কবিম্ববিনিন্দিত, সুধা পরিপূর্ণ, মদন-মদমোদ, হলাহল কলসীতুল্য রক্তবর্ণ মধুর অধরে অধর দিয়া চুম্বন করিলেন।

সেই সময় বিজয়পুরের বাড়ীতে কুসুমলতা মাছ ভাজিতেছিল,—হঠাৎ তাহার কটাহের তৈল ছিটাইয়া কপালে পড়িয়া কপালটা অতিশয় দগ্ধ হইয়া গেল।

বসুমতী অজ্ঞান হয় নাই। পেশী ও স্নায়ু সকলের অতিরিক্ত ক্রিয়া জন্য রক্তের গতিরোধ হইয়া তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল এবং সেইজন্যই সে ভূপতিত হইয়াছিল। যখন দেবেন্দ্র নাথ তাহার অধরে অধর সংযোগ করিয়াছিল, তখন সে বিস্ময়বিস্ফারিত চকিতনেত্রে চাহিয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বসুমতী কহিল, "তুমি আমাকে বাঁচাইলে কেন? গড়ি ভাসিয়া পড়িয়াছিলাম, মরিয়া যাইতাম—তোমার সহিত আমার এমন কি শত্রুতা ছিল, যে, আমাকে বাঁচাইয়া এত কষ্ট দিলে?"

দেবেন্দ্র। মরিয়া যাইতেছিলে,—যাতনায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিলে, তাই সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলাম—ইহাতে কি দোষ হইয়াছে?

বসুমতী। একদিনের যাতনা হইতে উদ্ধার করিয়া চির-

কালের যাতনারাশির মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছ—এখন, কিউদ্ধার করিতে পারিবে?

দেবেন্দ্র। এখন কি যন্ত্রণা?

বসুমতী। লোক নিন্দা, মা বাপের অশ্রদ্ধা, স্বামী কর্ত্তৃক ঘৃণিতা,—ইহা হইতে কি মরণ ভাল ছিল না?

দেবেন্দ্র। ছিল, কিন্তু এখন কি কোন উপায় নাই?

বসুমতী। দুইটি উপায় আছে, এক তুমি আর এই বেগবতী।

দেবেন্দ্র। যখন একবার বাঁচাইয়াছি, তখন আবার বাঁচাইব। কি জানি কোন্ লগ্নে তোমাকে দেখিয়াছি, দেখিয়া আমি আপন ভুলিয়াছি। বাড়ি ঘর দুয়ার সব যেন শূন্য, জগৎ যেন শ্মশান, হৃদয় যেন নিদাঘ দাবাদহের প্রচণ্ড মরুখণ্ড,—প্রকৃতি যেন বিধবা। এখন কুসুমলতার প্রেম আর আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। তোমাকে দেখিয়া সকল ভুলিয়াছি।

ছি, ছি! দেবেন্দ্রনাথ, তুমি নিতান্ত পাপিষ্ঠ। কোথায় স্বর্গীয় নন্দন কাননের সুরভি পরিপূরিত পারিজাত কুসুম,—আর কোথায় বিষবৃক্ষের বিষময় ফুল। কেন দেবেন্দ্র, তোমার এপাপ দুর্ম্মতি? শুধু তোমার নহে।—বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে কত যুবক যুবতীই যে, প্রাণানন্দময়ী স্বর্গপারিজাত কুসুমের সুবাস ছাড়িয়া নরকের দুর্গন্ধময় গন্ধে প্রাণ ঢালে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেন এমন হয়?—কেন লোকে সুধা বলিয়া গরল ভক্ষণ করে? কেন লোকে জানিয়া শুনিয়া গলায় পাষাণ বাঁধিয়া লবণ সমুদ্রের বিষাক্ত জলে ঝাঁপ দেয়? কেন পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতে বহ্নিপানে আকৃষ্ট হয়?—কেন এমন হয়?

মানব চিরদিন নূতনের উপাসক। নূতন স্থানে গমন, নূতনদেশে ভ্রমণ, নূতন বায়ু সেবন, নূতন আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ, নূতন বাক্যাবলী শ্রবণ ও নূতন সহবাস লাভে চিরকাল মানবের সুদারুণ পিপাসা। এই হেতু প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জগতের সমস্ত পদার্থ রূপান্তরিত হইয়া মানুষের নিকট উপস্থিত হইতেছে।

নূতনত্বের জন্য কে পিপাসিত নয়? শিশুকে কতকগুলি ক্রীড়ার সামগ্রী দাও—একদিন, দুই দিন, তিন দিন পরে সে তাহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। নূতনের প্রতি সকলেরই সমান আসক্তি—বালকই বল, যুবকই বল বা বৃদ্ধই বল,—এক বস্তু কেহই অধিকক্ষণ দেখিতে বা ভোগ করিতে ভালবাসে না। কিন্তু নূতনের প্রতি লোকের এত আসক্তি কেন?—নূতনে লোক সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। কিন্তু জগতে নূতন কিছুই নাই, তুমি যাহা দেখ, আমি তাহা দেখি না, আমি যাহা দেখি, তুমি তাহা দেখিতে পাও না। তোমার নিকট যাহা পুরাতন হইয়াছে, আমার নিকট তাহাই নূতন। তোমার নিকট এক সময়ে যাহা পুরাতন হইতেছে, অন্য সময়ে তাহাই আবার নূতন সাজ ধরিয়া উপস্থিত হইতেছে। জগতের নূতন প্রেম,—যাহাতে প্রেম আছে, তাহাতেই নূতন আছে। তোমার সন্তান তোমার নিকট যেমন সুন্দর, আমার নিকট তেমন নয়। প্রেম চির নূতন,—তাই প্রেমের চক্ষে দেখিতেছ বলিয়া তোমার নিকট তোমার স্ত্রী পুত্র অতিসুন্দর,—আমার নিকট খাঁদা, বোঁচা, কালোকুট কুচে প্রেতিনী গঠিত স্ত্রী সুন্দর। সঙ্গীতে একজনের মনমুগ্ধ হয়,—একজন হাঁসিয়া উড়াইয়া দেয়। পাহাড়ে উঠিয়া একজন কিছুই দেখে না, একজন অনন্ত সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যায়। একজন কোকিলের ঝঙ্কারে কত মধুরভাব পায়, আর একজন কিছুই পায় না। যাহার উপর প্রেম, সেই নূতন। গীতপ্রিয়দিগের নিকট সেই একই গান যখনই গায়, তখনই সে নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রেমের চক্ষে দেখিতেছ বলিয়া তুমি তাহাকে ভাবিতেছ,—এ বুঝি আমাদের বিধাতার গঠিত নহে,—এ বুঝি অন্য উপাদানে বিধির সৃজিত;—নইলে সেও যে রক্ত মাংসে গঠিত অন্যেও তাহাই। প্রেম বিধাতার কৃপাকণা, প্রেম উন্নতি পথে লইয়া যাইবার একমাত্র অবলম্বন; প্রেম অনন্তত্ব সাগরে ডুবাইবার একমাত্র আশাবায়ু, প্রেম প্রাণে প্রাণ বাঁধিবার বিধাতার এক অমোঘ রজ্জু; প্রেম পৃথিবীর শক্তি, ধর্ম্মের জীবন্তবেদ, একতার শাস্ত্র।

দেবেন্দ্রনাথের প্রেম এখন কুসুমলতার উপর নাই, তাই সে কুসুমলতা হইতে বসুমতীকে সুন্দরী দেখে। কেমনে কুসুমলতা হইতে দেবেন্দ্রনাথের প্রেম উঠিয়া গেল,সে কথা একটু গুরুতর,—ইচ্ছা করিতেছি সে কথাটা ক্রমে ক্রমে বুঝাইব। পাঠক ক্ষমা করিবেন।

বসুমতী উঠিয়া বসিল, স্তিমিতনেত্রে অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল, "আমি চলিলাম।"

আর তিলার্দ্ধও দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া পথিমধ্যে পরিচারিকা বিমলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে দেখিয়া বিমলা বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁগা, গৃহস্থের মেয়ে এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি জলে পড়ে থাক্‌তে হয়?" বসুমতী কোন উত্তর না করাতে বিমলা তাহার নিকট আসিয়া তাহার মুখ প্রতি দৃষ্টি করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল।—দেখিল, তাহার গতি অন্যমনস্কা,চুলগুলি জলে ভিজে,—তাহা হইতে জল ঝরিতেছে, যেন মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে। বিমলা মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"ছুঁড়ি দেখ্‌ছি সত্যি সত্যিই দেবেন্দ্র প্রেমে মজিয়াছে—নইলে অমন ক'রে ভেবে ভেবে মরিবে কেন? তা আর ভাব্‌লেই বা কি হবে। আর তা হইবার যো নাই, এ বড় ঘরের কথা এখান দিয়ে একটি পাখী উড়ে যাবার যোটি নাই। তাহার পর, ব্যস্ত হইয়া বসুমতীর হস্ত ধরিতে গিয়া হঠাৎ পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি পড়ায় দেখিল,—একটা মানুষ; সশঙ্কিত চিত্তে সেদিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণেক পরে সে নিকটস্থ হইলে বিমলা তাহাকে চিনিল,—সে দেবেন্দ্রনাথ!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কি করি?

অমৃত ছানিতে হায় উঠিল গরল।
হাসি ব'লে তুলে নিয়ে হলো অশ্রুজল॥
আমার এ প্রেম আশা,
মরুভূমে মৃগতৃষা,
যতন ফুরাল এবে যাতনা কেবল॥

নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে নিদ্রিত দেবেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে জানালার বসিয়া বসুমতী ভাবিতেছে, "দেবেন্দ্রনাথ, আমাকে অতিশয় ভালবাসে, আর সে আমাকে যেরূপ যত্ন করিয়া বাঁচাইয়াছে তাহাতে না ভালবাসিবে কেন?—কিন্তু তখনকার ভালবাসা এক, আর এখন এক; তখন আমার উপকার করিবার জন্য শরীরের রক্ত জল করিয়া খাটিয়াছে, তখন তাহার মনে আর কোন অভিসন্ধি ছিল না—এখন হইয়াছে। তখন যদি একপ হইত, তবে উহার স্বার্থসিদ্ধির বিঘ্ন কেহই করিতে পারিত না—কিন্তু তাহা হইলে কি আমি উহাকে ভালবাসিতে পারতাম,—কখনই নহে। এখন কি ভালবাসি? বাসি বৈকি—বড়ভালবাসি। তবে যদি স্বামী রাগ করেন। করিলেনই বা তিনিত আর আমাকে লইবেন না, তিনি ত আবার বিবাহ করিবেনই, তবে আর দেবেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতে আমার দোষ কি?

বসুমতীর মনে মনে বিশ্বাস সতীত্ব বজায় রাখা স্বামীর জন্য, তাহার নিজের জন্য নহে। ধর্ম্মপথ অবলম্বন, পরের সুখের জন্য নিজের পরলোকের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য নহে। নিজ চরিত্রের নির্ম্মলতা মলিন জন্য সতীত্ব বজায় রাখা নহে, ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মাচরণ নহে,—ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে নিজ জীবনের

পবিত্রতা সাধন জন্য সতীত্ব রক্ষা করিতে চাহে না,—অন্য কোন কারণে সতী, সে বস্তুতঃ সতী নহে। তাহাতে এবং অসতীতে বড় অধিক প্রভেদ নহে। এই ভ্রমেই বসুমতীর অধঃপতন হইল।

কিন্তু কেহ কেহ হয়তঃ বসুমতীর অধঃপতনের কারণ তাহার স্বামীকে নির্দ্দেশ করিতে পারেন। তাঁহাকে যখন আনিতে লোক গিয়াছিল, তাহার নিকট যদি তখন তিনি আবার বিবাহ করিব, এইরূঢ় কথাটা না বলিয়া দিয়া নিজে একবার আসিয়া জানিয়া শুনিয়া কথাটা বলিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হইত। দুইজনে একত্রে থাকিলে উভয়ের সন্দেহ বোধ হয় দূর হইয়া যাইত। বাচনিক বিবাদে আসল কথার মীমাংসা হইয়া যাইত। তাহা হইলে বসুমতীর এত ভ্রম ঘটিত না, এত নিরাশা জন্মাইত না।—নিরাশায় এত সর্ব্বনাশ হইত না।

যাহাকে ভালবাস, তাহার অসাক্ষাতে তাহাকে রূঢ় কথা বলিও না। তাহার প্রতি যদি সন্দেহ হয়, তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে যাহা বলিতে হয় বলিও,—বাদানুবাদে প্রকৃত সত্য বাহির হইয়া পড়িবে। তখন যেরূপ বিবেচনা হয়, তাহাই করিলে ভাল হয়। কিন্তু সর্ব্বদা ক্রোধকে পরিত্যাগ করিও। যাহার সহিত বন্ধুত্ব, হয়ত তাহার কোন দোষের কথা শুনিয়া লোক দ্বারা দুইটা কড়া কথায় শাসন বাক্য কহিয়া পাঠাইলে, সে শুনিয়া কিছুই বলিল না,—কিন্তু মনে মনে তোমাকে শত্রু ভাবিল। বিবেচনা দোষে একটা বন্ধু হারাইলে; আর তাহা হইল না। যেটা যায়, সেটা আর ফিরে না। প্রস্ফুটিত কুসুম বাস ফুটিলে আর কি সে পুনঃ ফিরিয়া যায়?

কিন্তু সে কারণ দেখাইয়া বসুমতীকে কখনই আমরা নির্ম্মল-চরিত্রা বলিতে পারিব না। সে পাপিষ্ঠা পাপিষ্ঠাই থাকিল। তবে সকলেই এসংসারে সমান নহে। যেমন ফুলের মিষ্ট হাসি আছে, পাখীর মধুর কাকলী আছে, আকাশের নীলিমায় চাঁদের স্নিগ্ধ ফুটন্ত জ্যোতিঃ আছে, উৎসের মৃদু মধুর শন্‌শন্‌ শব্দ আছে, মানুষের হৃদয়ে নবীন প্রেম আছে; তেমনি আবার আলোকের

কোলে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার আছে, হাসির ধারে ক্রন্দন আছে, আনন্দের ধারে বিষাদ আছে, জীবনের ধারে মরণ আছে, প্রেমের কোলে শু দারুণ বিরহ আছে। কে ভাল কে মন্দ সেটা পরীক্ষা করা বড় সহজ কথা নহে। আজ তুমি যাহাকে ধর্ম্মের আদর্শ, জীবনের বন্ধু, যন্ত্রণার শান্তি বলিয়া ভাবিতেছ,—যাহাকে দেখিলে তোমার হৃদয় ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসায় উৎসাহিত হইয়া উঠিত, আজ হয়ত তোমার প্রীতিপ্রদায়ক ভক্তিধন, অধঃপাতের তমোময় গুহায় প্রবিষ্ট। তাই সাবধান, সময়ে সকলি হয়, এক মুহূর্ত্ত সাবধানে রাখিতে পারিলে হয়ত একটী জীবন নির্ম্মল থাকিত,—সে হয়ত তোমার দোষে চিরদিনের জন্য অধঃপাতে যাইতে গেল। অনেক সময় অনেক মেকল জিনিসও খাঁটি থাকে, আবার সময়ের গুণে অনেক খাঁটি জিনিসও মাটি হইয়া যায়। সময়ে সকল উপস্থিত হয়। আজ রৌদ্রে ফাটিতেছে বলিয়া, কাল দুর্দ্দিন হইবে না কেন?

বসুমতীরও নির্ম্মল হৃদয়াকাশে প্রগাঢ় কাল মেঘ উঠিল—সে সব ভুলিল। দেখিতে দেখিতে সে দেবেন্দ্রনাথ প্রেমে মজিয়া উঠিল। মেঘের সঞ্চার অনেক দিনই হইয়াছিল, কিন্তু তখন স্বামী ভয় রূপ একটু বাতাসে সে মেঘের গাঢ়ত্ব সম্পাদন করিতে দিতে পারে নাই, এখন সময় পাইয়া সে মেঘে ছাইয়া ফেলিল।

সে তখন জানালায় বসিয়া কৌমুদীবিধৌত আকাশের দিকে চাহিয়া স্থির করিল, দেবেন্দ্রনাথ যেমন জগতে এমন কেহই নাই। আরও সে আমাকে যেমন ভালবাসে, এমন আর কেহ নহে। আমি তাহার চরণে জীবন সমর্পণ করিব। আমার হৃদয় জুড়াইবার স্থান দেবেন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেহ নাই। দেবেন্দ্রনাথ। প্রাণেশ্বর। আমাকে তোমার দাসী করিয়া লও। তোমা ভিন্ন আমার আর কেহ নাই।

আবার ভাবিল, তাহাকে পাইব কি প্রকারে? আমার এ আশাবহ্নি নিবিবে কি প্রকারে? কিন্তু প্রাণত সে বিনা আর জুড়াইবে না। আমার একি জ্বালা হইল। আমি কি পাপ

করিয়াছি যে, এত অল্পবয়সে আমার হৃদয়ে এত যন্ত্রণা। হে হরি, হে দীননাথ, আমার দুঃখ দূর কর। আর আমায় পোড়াইও না। আমার ধন গেল,—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি ঠাকুর—হে জগদীশ্বর। মা কালী—আমায় সুমতি দাও—আমার হৃদয় স্থির কর—আমি এ যাতনা সহ্য করিতে পারি না।

তবু সেই স্ফীত, দৃপ্ত, চঞ্চলিত, প্রেমপূর্ণ হৃদয় থামিল না। কখন ভাবিল গরল খাই, কখন ভাবিল ডুবিয়া মরি, কখন ভাবিল দেবেন্দ্রনাথকে লইয়া হৃদয় জুড়াই। তাহার উপায় স্থির করিতে গিয়া কখন ভাবিল, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া দেবেন্দ্রনাথকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই।

এইরূপ সুদারুণ ভাবনা চিন্তায় বসুমতীর সে রাত্রে নিদ্রা হইল না। প্রভাতে যখন সে উঠিল, তখন তাহার দুই চক্ষু লাল বর্ণে সুরঞ্জিত। চুলের রাশি আলু থালু। গোলাপী গণ্ড যুগল রক্তবর্ণ—সে রূপ দেখিলে প্রাণের মধ্যে কেমন এক-রূপ ভাবের আবির্ভাব হয়। আমি স্পষ্ট বলিতেছি, প্রাণ যেন কি করিতে চায়।

নবম পরিচ্ছেদ।

কি হলো?

মন্দ প্রাণের ভাব কখন গোপনে না রয় সজনী।
পাখীতে প্রকাশ করে, পাড়ায় পাড়ায় ওলোধনী।
মনে মনে দিছি দান,
আমার তাপিত প্রাণ,
কিন্তু প্রকাশহলো দেশে দেশে, হয়ত আমার সেজানিনি॥

যখন নূতন প্রভাতের নূতন রবি কিরণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল

যে, "কাল রাত্রে দেবেন্দ্রনাথ. ঘাটের ধারে বাগানে আসিয়াছিল, বসুমতীও সেখানে ছিল।"

কথাটা অবশ্য প্রথমে আসিয়া পরিচারিকা বিমলা, অমলার সাক্ষাতে অতি চুপে চুপে বলিয়াছেন, "ওলো, যেটা রটে সেটা কতক বটে, আমি নিজে স্বচক্ষে দেখে এলাম, বাগানে বসুমতী ও দেবেন্দ্র নাথ দাঁড়াইয়াছিল।"

অমলা আবার সে কথা শ্যামার নিকট অতিগোপনে বলিয়া কহিয়া দিল, "দেখ যেন আর কেহ না শুনে, তাহ'লে প্রাণ যাবে। বড় ঘরের কথা।"

শ্যামা একটু হাসিয়া কহিল, "তুই কি আমাকে এমিই পাগল পেয়েছিস্ যে, আমি সে কথা কাহাকেও বলিব। এই বলে গেল, জানিস এ কথা লোহার সিন্দুকে পোরা থাকিল।" অমলা চলিয়া গেল। শ্যামাও বাড্যান্তরে গমন করিয়া বিরজার দেখা পাইল, তখন লোহার সিন্দুকের চাবিটী একটু-খানি খুলিয়া তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া সে কথা সালঙ্কারে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিল। যাইবার সময় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিল, কেহ যেন কদাচ না শুনে। আমি যেমন শুনিয়া গোপন রাখিয়াছি,—আমার নিকট যেমন কাকে বকেও ভাঁজটী পাইবার যো নাই,—তেমনি তোমার নিকটও যেন গোপন থাকে। বিরজাও হাসিয়া একটু মুখভঙ্গি করিয়া জানাইল যে, তাহার মত কথা গোপন করিতে এ জগতে আর কেহ জানে না। কিন্তু সেও বাড়ী গিয়া কথাটা একবার তাহার মাতাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিল না। এইরূপে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সেকথা গ্রামের মধ্যে সর্ব্বত্র সকলের মুখে মুখে হইল

যখন, সমস্ত সকলের মুখে মুখে কথাটার প্রবল আন্দোলন হইতে লাগিল, তখন অবশ্য বসুমতীর মাতা ও সে কথা শুনিলেন। কিন্তু কথাটা প্রথমে কে শুনিয়াছিল, কাহার দ্বারা ইহাদৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে পারিলনা। নাই পারুক, কিন্তু কথাটা যে সত্য তাহার প্রমাণ দিতে কেহই অপারগ হইল না। বসুমতীর মাতা সে কথা শুনিয়া "মতি, মতি বলিয়া

ডাকিলেন। মতি আধ্যাধারিণী বা শ্রীমতী কি মতিরমালা আধ্যাধারিণী একাকী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে বসুমতীজননী বলিলেন, "শীঘ্র ক'রে বসুমতীকে ডেকে আনত।

মতী ওরফে শ্রীমতী ওরফে মতীরমালা তখন স্থূল দেহ দোলাইয়া বাম হস্তের রূপার তাগা মাজিতে মাজিতে যথায় বসিয়া বসুমতী নভেল পাড়িতেছিল,—কি তাহার মাথামুণ্ড ভাবিতেছিল,—তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "দিদি ঠাকুরুণ মা তোমায় ডাকচেন, শীঘ্র ক'রে চল।"

চিত্ত মধ্যে একটু পাপ থাকিলে, কেহ যদি অন্য কার্য্যের জন্যও ডাকে তবে যেন বোধহয়, আমার এই পাপকার্য্য বুঝি প্রকাশ পাইয়াছে। দুইজনে যদি একস্থানে দাঁড়াইয়া কথা কহে, তাহাতে যেন বোধহয় আমার সেই কথাই বুঝি কহিতেছে।—কাহারও সহিত দেখাহইলে, সে যদি আহ্লাদজ কি প্রণয়জ হাসি একটু হাসে, তবে বোধহয় যেন, আমার পাপকার্য্য প্রকাশ পাইয়া ব্যঙ্গ হাসি হাসিতেছে।

বসুমতীর হৃদয়ে যখন পাপবাশি স্তূপে স্তূপে বিরাজ করিতেছে, তখন তাহার ও মনে হইল, মা বুঝি একথা শুনিয়াছেন। দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলিতে পারিস্ মা কেন ডাকছে?"

মতী। তা আমি কেমন করিয়া জানিব?

বসু। জানিস্ বৈকি; বল্ না।

মতী। সত্যি বলচি আমি তার কিছুই জানিনি।

বসু। যদি সত্যি করে বলিস্, তবে আমার পরনের একখানা কাপড় তোর বেটার বৌয়ের জন্যে দিব, তুই বল।

মতী। যদি নিতান্ত নাছাড় হও, তবে একটু একটু যা শুনেছি তাই বোল্‌ছি।

শ্রীমতী তখন দেবেন্দ্র ঘটিত কথাটি বসুমতীর নিকট বলিয়া ফেলিল।

বসুমতী কিছু অপ্রতিভ, কিছু ভীত, কিছু দুঃখিত, কিছু রুষ্ট

হইয়া অনন্যমনে ভাবিতে লাগিল। ভাবনা কিছু অতিরিক্ত দেখিয়া শ্রীমতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। অনেক ক্ষণ পরে পাপিষ্ঠা বসুমতী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিল। উঠিয়া অন্য একটা গৃহে প্রবেশ করিল। শ্রীমতী সেইভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বসুমতী এক মুঠা টাকা আনিয়া খাটের উপর রাখিল। শ্রীমতী খর দৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিতে লাগিল। বসুমতী বলিল; "যা বলি তা পারবি? অতিগোপনে কাজ করিতে হইবে। যদি পারিস্ তবে এই টাকা গুলি তুই লইয়া যা। যদি নির্ব্বিঘ্নে কলে কৌশলে কাজ সম্পন্ন করিতে পারিস, তবে আরও পঁচাশ টাকা দিব।"

শ্রীমতী মনে ভাবিল—এতটাকা আমি কখন চোখেও দেখি নাই বিশেষতঃ ত্রিশটাকা ঋণের জন্য মহাজনে আমার ছেলের গরু দুইটা বিক্রয় করিয়া লইতেছে, সেই জন্যইত আমি দাসীগিরি করিতে এসেছি—এতগুলি টাকা যদি একেবারে পাই, তবে ছেলের মহাজনের টাকাও শোধ হইবে, গরু দুটাও থাকিবে, আবার দশটাকা পুঁজি করিয়া ভাত কাপড়ের সংস্থানও করা যাইবে। গরীব মানুষের যেন তেন প্রকারে দুই পয়সা এলেই ভাল। প্রকাশ্যে বলিল, "তা আমি তোমাদের যখন দাসী, তখন তুমি যদি বিপদে প'ড়ে একটু গোপনীয় কাজ করিতে বল, তা কি পারিব না? যা বলিবে তাই পারিব। কি বল?"

বসুমতী। আমি একখানা পত্র লিখিয়া দিই, তুই নিজে বিজয়পুর যাইয়া তাহা দেবেন্দ্রনাথের হাতে দিলে, তিনি কি বলেন, আমাকে এসে বলবি। দেখিস্ খুব সাবধান্।

শ্রীমতী। যেতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমি নিজে কি বলিয়া এখনি যাইব—সকলে কি বলিবে?

বসুমতী কিছু চিন্তিত হইল। তখন শ্রীমতী একটু মুচ্কি হাসিয়া কহিল, "ঠিক্ করেছি, তোমার এখান হইতে ফিরে একটু এদিক ওদিক বেড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া

বলিব, আমার বাড়ি হ'তে লোক এসে সম্বাদ দিয়ে গেল, মহাজনে আমার ছেলের গরু বাছুর সব ঘিরে ফেলেছে, সে ছেলে মানুষ, কেঁদে অস্থির হ'চ্চে, আমি এখনি বাড়ি চলিলাম; দেখে আবার এখনি ফিরে আস্‌ছি। এই বলিয়া বাড়ি যাইবার নাম করিয়া বিজয়পুর যাইব।" বসুমতী সে কথা শুনিয়া আশা পাইল এবং তাহার কৌশলকে শত শত ধন্যবাদ দিল।

আমাদিগের কোন কোন পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, লেখক! এমন একটা কৌশল সহসা কেমন করিয়া দাসীর মনে উদয় হইল? কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কহিয়া থাকেন, শ্রীশ্রীমতীর বয়সত্ত্বকালে নীলকুঠীতে দুই একদিন বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে যাতায়াত করিতে হইত।

তখন বসুমতী এক পত্র লিখিল, তাড়াতাড়ি তাহা মুড়িয়া জিউলীর আটা দিয়া বেশ ক'রয়া অাঁটিয়া শ্রীমতীর নিকট দিল। শ্রীমতী সাবধানে ও সযতনে কাপড়ে বাঁধিল। বসুমতী বলিল, "টাকাগুলি উঠাইয়া লও।

শ্রীমতী সেগুলি আত্মসাৎ করিল। মনে মনে বলিল, আজ না জানি উঠিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম—আজ আমার মাহেন্দ্রযোগ।

বসুমতী বলিয়া দিল, "সাবধান।"

"কোন চিন্তা নাই, এখনি তোমার এর উত্তর এনে দিচ্চি," এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। বসুমতী ও উঠিয়া মার কাছে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সূত্রপাত।

তোমার বিরহে পাই বড় যাতনা।
তোমায় যেতে দিবনা॥

"দেখ দেখি কাল তখনই বারণ করিলাম, এখন দিনকতক কেশবপুর যাইবার কোন দরকার নাই,—এখন লোকে কি বলিতেছে।" কুসুমলতা এই কথা বলিলে, দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, "লোকের কথায় কি আসিয়া যায়, আমার কাজ ছিল। কে তোমার সাক্ষাতে ও কথা বলিল?"

কুসুমলতা সজলনেত্রে কহিল, "কেশবপুর হ'তে যে চালকী মাগীরা চাল বেচিতে আসিয়াছিল; তাহারাই মার সাক্ষাতে বলে গেল।"

দেবেন্দ্র। সেই সময় আমাকে ডাকিলে না কেন, মাগীদের দূর করিয়া দিতাম।

কুসুম। তাহাদিগের অপরাধ?

দেবেন্দ্র। অমন কথা বলে কেন?

কুসুম। তাহারা কি গড়াইয়া বলিয়াছে,—গ্রামের মধ্যে যাহা শুনিয়াছে, তাহাই বলিয়াছে।

দেবেন্দ্র। তোমার এখন মত কি?

কুসুম। মত কিছুই নহে, যাহাতে লোকে কিছু না বলিতে পারে তাই করাই উচিত। যখন তাহাকে আনিয়াছিলে,—সে যুবতী, তুমি যুবক,—তাতে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলিতে পারে। আবার এখন এমন করে তাহাদিগের বাড়ি পর্য্যন্ত যাওয়া আসা করিলে, লোকে কাজেই উহা লইয়া একটা হৈ চৈ করিবে।

দেবেন্দ্র। আর আমি তাহাদিগের বাড়ি এখন কি করিতে যাইব। আমি ত কাল সকালেই কলিকাতায় যাইব।

কুসুম। এখন যেতে দিব না।

দেবেন্দ্র। কেন ?

"কেন তা শুনিবে" এই বলিয়া কসুমলতা মাঝের নাকের নোলক দুলাইয়া ছুটিয়া গিয়া দেবেন্দ্রনাথের গলা জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "তোমাকে বিদেশ পাঠাইয়া আমি থাকিতে পারিনে।"

দেবেন্দ্র। খাবে কি ?

কুসুম। ভাত আর মাছ।

দেবেন্দ্র। পাবে কোথা ?

কুসুম। তুমি দিবে।

দেবেন্দ্র। বিদেশে না গেলে টাকা কোথায় পাইব ?

কুসুম। বিদেশ গেলে সকলে সংসার চলিবে এ নয় কষ্ট হইবে। একখান কাপড় ছিঁড়িয়া নয় দুইজনে পরিয়া থাকিব।

দেবেন্দ্র। তাতে দরকার ?

কুসুম। দরকার নাই ?—তুমি নয়নের অন্তরাল হইলে প্রাণ যে জলিয়া যায়। আমার আর কিছুই ভাল লাগে না।

"তবে তাই হবে, এখন একবার বাহির হইতে আসি" এই বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ উঠিয়া বাহিরে গমন করিলেন। কুসুমলতাও কার্য্যান্তরে গমন করিল।

মধ্যাহ্ন সময়ে দেবেন্দ্রনাথ বহির্বাটী মণ্ডপ মধ্যে শয়ন করিয়া একখানা কাগজ দেখিতেছেন, এমন সময় তথায় স্বয়ং শ্রীমতী আসিয়া দর্শন দিলেন। শ্রীমতীকে দেবেন্দ্রনাথ জানিত, সুতরাং তাহাকে সশরীরে উপস্থিত দেখিয়া, কিছু ভীত, কিছু লজ্জিত, কিছু অপ্রতিভ,—আবার কিছু আশান্বিত হইয়া বলিলেন, "কি শ্রীমতী যে, কোথা হইতে ?"

শ্রীমতী একটু ভ্রূভঙ্গী করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল,—"ছেলে মানুষ বিশেষ হাতে করে মানুষ করেছি,—আর দাবি করে একটা কাজে ধরিল, না শুনে কি করি বাবু।"

দেবেন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তাহার মুখেরদিকে চাহিয়া থাকিলেন, সে আবার বলিতে লাগিল, যা অন্যে হলে

কি এমন কাজে মাথা দিতাম, যাই হউক তোমরা ছেলে মানুষ সাবধানে কাজ ক'র, বিশেষতঃ বড়লোকের বাড়ি।"

দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, বুঝি বালকের কথার সত্য মিথ্যা জানিবার জন্য কৌশল করিয়া উহাকে বসুমতীর মা পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া কহিলেন,—কি আমি ত তোমার কথা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

শ্রীমতী। বসুমতীর সহিত আপনার কোন কথা ছিল?

দেবেন্দ্র। কিছু না।

শ্রীমতী। ওমা, তবে সে কেমন মেয়ে, তাত বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

দেবেন্দ্র। কি হয়েছে?

শ্রীমতী। তা আর ব'লে কি হবে?

দেবেন্দ্র। বলই না কেন?

শ্রীমতী। বসুমতী আপনাকে এক পত্র দিয়াছে।

দেবেন্দ্র। যদি অন্য কোন বিষয়ের জন্য হয়, দেখি।

শ্রীমতী পত্র প্রদান করিল। দেবেন্দ্রনাথ পাঠ করিলেন, তাঁহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা দিয়া প্রবলবেগে তাড়িত প্রবাহ বাহির হইতে লাগিল। মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। উপাধান নিম্ন হইতে একটা টাকা লইয়া শ্রীমতীর হস্তে দিলেন, আর বলিয়া দিলেন "বসুমতীকে বলিও তাহাই ঠিক হইবে। সে যেন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তখন শ্রীমতী টাকাটী লইয়া "তাহাই বলিব। এখন আমি চলিলাম," এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিল, আজি ত টাকা রোজগারের দিন। দশ পাঁচ দিন এমন পাওনা থোওনা হইলে আর আমাকে পায় কে? অবশ্য তখন চারি পাঁচ কুড়ি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব।

শ্রীমতী চলিয়া গেলে, দেবেন্দ্রনাথ পঠিত পত্রখানি পুনর্বার পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়া সেখানি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর ঘরে শয়ন করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার কপোল প্রদেশ স্বেদনীর ধারায় লোহিত করিয়া

উঠিল। উঠিয়া বসিলেন, জানু মধ্যে মস্তক রাখিয়া আবও ভাবিতে লাগিলেন। ভাবনা কিছু গুরুতর। ভাবিয়া ভাবিয়া এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া পাড়ার মধ্যে কোথায় চলিয়া গেলেন।

দেবেন্দ্রনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে একখানি সুবর্ণ থালের ন্যায় হইয়া বসিয়াছেন। তাঁহার হেম কিরণে গাছের ডাল, সৌধশিখর চিক্ চিক্ করিতেছে। কাক, কোকিল দয়েল, পাপিয়া বাসায় ফিরিতেছে। আর আজকের মত মনের সাধে আপন আপন স্বরে ডাকিতেছে। বাগানের ভিতর নিদাঘতাপসন্তাপিত ফুলের রাশি ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল, এখন তাহারা শীতল বাতাসে একটু একটু করিয়া মাথা তুলিতেছে। কুলাঙ্গনাগণ দলে দলে গামছা কাঁখে করিয়া নদীতে যাইতেছে,—কেহ জলে নামিতেছে, কেহ গাত্র ধৌত করিতেছে, কেহ কেহ প্রফুল্ল নলিনীর ন্যায় জলে সন্তরণ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। কেহ কেহ গল্প করিতেছে, কেহ বা দুটা পুরাতন পচা বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। কেহ বা স্বামীর কথা, কেহবা পুত্রের কথা কেহ বা পাড়ার লোকের কথা ইত্যাদি বহুবিধ কথা লইয়া ব্যতিব্যস্ত।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। রমণীগণ গৃহে ফিরিলেন। গ্রামের মধ্যে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিবার ধুম পড়িয়া গেল। প্রাচীন হিন্দুগণ একে একে দুইয়ে তিনে দলে দলে আসিয়া ঘাটে পতিত বৃক্ষ বন্ধিত কাষ্ঠের উপর বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বলিবে না ?

কেনগো পরাণ আকুল হতেছে,
থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিছে,
দারুণ হুতাশে হৃদয় দহিছে,
কি জানি কপালে আছে কি সই।

গভীর যামিনীতে বসুমতী শয্যায় শয়ন করিয়া এপাশ ও পাশ করিতেছে, আর কি ভাবিতেছে। তাহার চক্ষে নিদ্রা নাই,—ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া বসিল এবং ক্ষণিক সেইভাবে থাকিয়া উঠিয়া গিয়া পশ্চিম দিকের গবাক্ষ খুলিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল। গবাক্ষের নিকট একটা ছোট আমের গাছ ছিল, তাহার ডালে দুই একটা পক্ষী নিদ্রিত ছিল, গবাক্ষ খোলা টন শব্দে বৃক্ষ হইতে তাহারা একবারে পক্ষ সাপট দিল। বৃক্ষের ক্ষুদ্র পল্লবের অন্তরালে স্তিমিতপ্রায় চন্দ্রদেবকে অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ উজ্জ্বল হীরক-খণ্ডের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। বসুমতী অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া নৈশবায়ু সেবন করিল,—কিন্তু তথাপি তাহার ভাবনার শেষ হইল না।—এ-সময়ে আম্র বৃক্ষ [illegible]। আবার অনেকক্ষণ জানালার গায়ে মাথা রাখিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া মুখ তুলিল। বাহিরে দৃষ্টি পড়িল, অতঃপর তখন সে যেন একটু আশা পাইল, দেখিল আম্রবৃক্ষতলে কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অনেকক্ষণ সে দিকে বসুমতী চাহিয়া রহিল, চাহিয়া চাহিয়া শেষে তাহাকে হস্তোত্তোলন করিয়া ডাকিল, সেও হস্ত তুলিল। সে পাপিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের বীরবেশ,—মাল-কোঁচ্চা আঁটা, হাতে এক লাঠি।

ওঃ সর্ব্বনাশ! মহাপাপিষ্ঠা বসুমতী তখন তাড়াতাড়ি অত টাকা শ্রীমতীকে দিয়া দেবেন্দ্রকে বুঝি এই খবর দিয়াছিল? সেই খবর পাইয়াই বুঝি দেবেন্দ্রনাথ এখানে আসিয়াছে! আজ কি সত্য সত্যই বসুমতী সতীত্বে—দূর ছাই—লোক-লজ্জায় জলাঞ্জলি দিবে?

কেমন করিয়া, দুদিনের মধ্যে এত অধঃপতন হইল! কেমন করিয়া এত অল্পকাল মধ্যে পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠার মতি গতি অধঃপতনের তমোময় গুহায় প্রবিষ্ট হইল।—কেমনকরিয়া হইল, তাহা জানাইতে পারিলাম না—আমরা কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।

নাই পারি—কিন্তু হে কালামুখী লেখনি। তুমি এই স্থানেই নিবৃত্ত হও। আমার হৃদ্কম্প উপস্থিত হইতেছে—সেই ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ড—তুমি আর উদ্গীরণ করিয়া আমাদিগকে জালাইও না।

অনন্ত গম্ভীরস্বরে লেখনী কহিল,"যাহা দেখিতে চক্ষু আপনি বুঁজিয়া আইসে, শুনিতে কর্ণ বধির হয়, চিত্ত বিকল হয়,—অদৃষ্ট দোষে আমাকে তাহাই উদ্গীরণ করিতে হয়। কেন শুনিবে? যাহা প্রত্যহ দেখিতেছি, যাহা সর্ব্বক্ষণ আমাদের সম্মুখে বহুল পরিমাণে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সে সমস্ত আমাকে চিত্রাঙ্কিত করিয়া দেখাইতে হয়। বাস্তব জগতে যে সমস্ত দৃশ্য আছে তাহার কোনটিই সম্পূর্ণ দোষস্পর্শ শূন্য নহে—সর্ব্বত্রই দোষ গুণ আছে।—প্রফুল্ল শতদলের হৃদয়ে কীট অবস্থিত করে, বহুযত্নে নির্ম্মিত মনোহর পুষ্পোদ্যানেও অজগর লুক্কায়িত থাকে, অসংখ্য হীরক খচিত, শারদীয় নভোমণ্ডল হইতেও কখন অকস্মাৎ ভীষণ বজ্র পতিত হয়; দেবতুল্য ধর্ম্মপরায়ণ মহানুভবেরও সময়ে সময়ে পাপজনিত চিত্তবৈকল্য জন্মিয়া থাকে। সুতরাং আমাকে সে সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে হইবে। কোথায়ও নিষ্কলঙ্ক অক্ষুণ্ন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে,—কোথায়ও পাপের দুরন্ত সংঘর্ষণ বিবর্জ্জিত পবিত্রতার পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাইবে। আবার কোথাও পাপের বিকট

ছায়া, কুৎসিতের চরমসীমার অপবিত্রতার গাঢ় অন্ধকার দেখিতে পাইবে। যদি এই ভাল মন্দ দুই দেখিতে না পার—তবে আমি অনুরোধ করি, তুমি এ ব্যবসা পরিত্যাগ কর।''

অহো বিভৎস কাণ্ড!! এবার আম্রবৃক্ষতলে দুইজন কে কে? চিনিয়াছি, পাপিষ্ঠ দেবেন্দ্র আর মহাপাপিষ্ঠা বসুমতী—বসুমতী কেমন করিয়া কোথা দিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহা কেমন করিয়া বলিব। তবে শুনিয়াছি, পাপের পথ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। বসুমতীর কক্ষে একটা কাষ্ঠের বাক্স। বসুমতী আসিবা মাত্র, দেবেন্দ্র নাথ তাহার সাজ সজ্জা পুরুষের মত করিয়া দিলেন,—মস্তকে একটা কোঁচান চাদর বাঁধিয়া দুইজনে দ্রুত পদে সেখান হইতে চলিয়াগেল।

বেগবতী নদীর কিনারায় ক্ষুদ্র একখানা তরণী বাঁধা ছিল। বাক্স হাতে করিয়া দেবেন্দ্র নাথ তাহার উপর লাফাইয়া উঠিলেন,—বসুমতীও আস্তে আস্তে তাহার উপর উঠিল। দেবেন্দ্র নাথ নৌকা খুলিয়া দিয়া বাহিয়া লইয়া চলিল। কোথা চলিল?—বসুমতী দেবেন্দ্রনাথকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে গিয়া বাস করিবে ভাবিয়াছিল, তাহাই কি যথার্থ কার্য্যে পরিণত করিল? দেবেন্দ্র নাথ কি সত্য সত্যই কুসুমলতার অমল ধবল প্রোজ্জ্বল কিরণময় প্রেম ভুলিয়া পাপিষ্ঠা বসুমতীকে লইয়া ভাসিল? তাত ঠিকই, কিন্তু উহারা কি একবার ভবিষ্যৎ ভাবিল না, ধর্ম্ম মানিল না,—পবিত্রতার কথা, নির্ম্মলতার কথা স্মরণ করিল না? বোধ হয় তাহা করে নাই—কিন্তু যখন উহারা আম্রবৃক্ষ তল হইতে বাহির হইল, তখন একটা পেচক কর্কশকণ্ঠে বিকটস্বরে ডাকিয়া উঠিয়াছিল, তাহা শুনিয়া বসুমতী একবার চমকিয়া উঠিয়াছিল,—বুঝি তাহার প্রাণের ভিতর ঐরূপ কি একটা বিকটস্বর ধ্বনিত হইয়াছিল।

হেলিয়া দুলিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে যাইয়া নৌকা কেশবপুরের ঘাটে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ তীরে নামিয়া বাক্স লইলে বসুমতী নামিল,—দুইজনে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। অনেকদূর যাইয়া এক বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। বাড়ীটির চারিধারে

চিতা ও কচার বেড়া,—মধ্যে দুইখানি ঘর। অধিস্বামিনী দুইটি বিধবা দুঃখিনী স্ত্রীলোক। গৃহের দাওয়ায় একটা কুকুর শুইয়া ছিল, সে উহাদিগকে দেখিয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল,—তাহাতে বসুমতী বড় ভীতা হইল। দেবেন্দ্রনাথ গৃহাধিস্বামিনীর নাম করিয়া ডাকিতে ডাকিল। ডাক শুনিয়া এবং কুকুরের চীৎকার শুনিয়া গৃহস্বামিনী উঠিল; উঠিয়া বাহিরে আসিল। দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, "যে কথা বলিয়া গিয়াছিলাম, এই সে আসিয়াছে। ইহাকে দিনদশেক খুব সাবধানে অতি গোপনে রাখিতে হইবে। সে গৃহে গিয়া একটা দীপ জ্বলিল,—সকলে ঘরের ভিতর গেল। রাখিবার জন্য তাহারা দুই একবার আড়া মোড়া করিল, কিন্তু যখন দেবেন্দ্রনাথ সর্পাপত্তি খণ্ডন দ্বাদশটি রজত মুদ্রা তাহার হস্তে দিলেন, তখনসে আর কোন আপত্য করিল না। একটা বিছানা করিয়া দিল; বসুমতী তাহাতে শয়ন করিল দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ গৃহস্বামিনীদিগকে "আমার জীবন, ধন, মান সকলই তোমাদিগের হস্তে থাকিল, সাবধান।' এই কথা বলিয়া বাটী গমন করিলেন। তাহারাও দীপ নিবাইয়া শয়ন করিল।

দেবেন্দ্রনাথ যখন বাড়ি গেলেন, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। অন্যদিন যেমন আহারাদি করিয়া দেবেন্দ্রনাথ একটু এ বাড়ি ও বাড়ি বেড়াইতে যাইতেন, আজিও তেমনি গিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যদিন যেমন কুসুমলতার আহারাদি ও কাজ কর্ম্ম সারা হইলে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, আজি আর তাহা হয় নাই। ইহাতে কুসুমলতার যে কিরূপ ভাবনা হইতেছে, তাহা সেই জানে। এত রাত্রি হইয়াছে তবু ও কুসুমলতা নিদ্রা যায় নাই। সে বিছানায় পড়িয়া কখন এ পাশ ওপাশ করিতেছে, কখন বা বই পড়িতে বসিতেছে; আবার তাহা ভাল লাগিতেছে না,—ফেলিয়া দিয়া উল লইয়া কাজ করিতে যাইতেছে, কিন্তু কিছুই যখন ভাল লাগিতেছে না, তখন সব ফেলিয়া ছড়াইয়া বিছানায় আসিয়া শয়ন করিতেছে।

এমন সময়ে গান গাইতে গাইতে দেবেন্দ্রনাথ বাটী আসিয়া

উপস্থিত হইল। দ্বারে আঘাত করিয়া কুসুমলতাকে ডাকিল,—কুসুম তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। দেবেন্দ্রনাথ গৃহ প্রবেশ করিলে কুসুমলতা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। দেবেন্দ্রনাথ তামাকু সাজিয়া লইয়া ধূম পান করিতে লাগিল।

কুসুমলতা জিজ্ঞাসা করিল; "আ'জ এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথাছিলে ?"

দে। আর কোন দিন কি থাকি নাই ?

কু। প্রায় না, যদিও দুই একদিন কদাচিৎ একটু অধিক রাত্রি হইয়াছে, কিন্তু আজ তোমার মুখ চোখ দেখিয়া আমার প্রাণের ভিতর কেমন করিতেছে। আজ যেন কোন একটা কিছু হ'য়েছে।

দে। কি হইয়াছে ?

কু। তুমি না বলিলে, আমি জানিব কি প্রকারে ?

দে। আমিত বলিতেছি, কিছুই না।

কু। তবে কিছুই না। কিন্তু তোমার চোখ অত লাল কেন ?

দে। গাঁজা খেয়েছি।

কু। তামাসা থাকু, আমাকে বল কি হইযাছে। আজ যে কোন একটা কাণ্ড হইয়াছে, তাহা তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি। আমায় বল, আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে।

কুসুমলতার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রনাথ হুঁকা রাখিয়া তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া বলিল,"গোয়ালাপাড়ায় আগুন লাগিয়াছিল, সেখানে গিয়া আগুন নিবাইবার জন্য অনেক পরিশ্রম করিলাম, সেইজন্য চোখ মুখ বোধহয় লাল হইয়াছে।"

কু। যদি তাই হবে, তবে আমাকে এতক্ষণ গোপন করেছিলে কেন ? অতএব প্রকৃত কথা বল।

দে। আর যদি কিছু থাকে, তবে তাহা এখন বলিব না; পরে বলিব।

কুসুমলতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তবে

তাই—পরেই বলিও। আমার শুনিবার বড় সাধ ছিল—কিন্তু তুমি যদি বলিলে না, তবে আমি শুনিব কি প্রকারে? আমার কেমন মন কেমন কেমন করিতেছে।'

কেমন একটা ভারিদুঃখ,ভারি নিরাশা, ভারি উদ্বেগ—কুসুমলতার মনের মধ্যে অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন পূর্ণিমা রজনী—বড় সুন্দর, বড় ধপ্‌ধপে, বড় উজ্জ্বল,—কোথাও কিছু নাই—সহসা একখানা মেঘ উঠিয়া চাঁদকে গ্রাস করিয়া চরিদিক অন্ধকারে আবৃত করিয়া ফেলে, কুসুমলতার বোধ হইল যেন, সেইরূপ একখানা মেঘ উঠিয়া তাহার বুকের মাঝে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার চক্ষুর্দ্বয় জলে পুরিয়া উঠিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মিছে রাগ কেন?

"যে ভাল বাসি তোমারে জানাইব কেমনে।
তুমি কেন সদা ভাব নাথ ভাব অন্য জনে।'

নিধু বাবু।

প্রভাতে উঠিয়া বসুমতীর কেহই অনুসন্ধান পায় না। ফুল বাগানে, নদীর তীরে সৌধশিখরে,প্রতি ঘরে ঘরে অনুসন্ধান হইল,—কোথাও বসুমতী নাই। বেলাচারিদণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখনও তাহার খোঁজ না পাইয়া বাড়ির লোক সকলে মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। বসুমতীর পিতা ও বাড়ির সকলে দেবেন্দ্রনাথই বসুমতীকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে ইহা স্থির করিয়া তথায় লোক পাঠাইল, কিন্তু লোক ফিরিয়া আসিয়া কহিল, দেবেন্দ্র নাথ বাড়ীতেই

আছেন। তখন সে সন্দেহ কতকটা অপহৃত হইল। আর একজনলোক ষ্টেশনে জানিতে গেল, যে কাল রাত্রে কোন যুবতী স্ত্রীলোক টীকিট করিয়াছে কি না এবং কেহ গাড়ীতে উঠিয়াছে কি না। সেও ফিরিয়া আসিল, আসিয়া কহিল, "ষ্টেশন মাষ্টার কহিলেন, না কোন যুবতী রমণী বা বৃদ্ধা রমণী কা'ল রাত্রে ট্রেণে উঠে নাই, কেবলমাত্র জনদশেক পুরুষ কা'লকার রাত্রের কলিকাতা ট্রেণে এবং গোয়ালন্দ ট্রেণে গিয়াছে।

তখন কান্নাকাটির রোল পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে পরিচারিকা অমলা একটা কল্পনার সৃষ্টি করিল। সে বলিল, "কা'ল বৈকালে আমি দেবেন্দ্র ঘটিত কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ওসকল কথার উত্তর দিতে পারিনে। এখন অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত যেই জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকেই বলিব, "হাঁ আমি দেবেন্দ্রনাথকে ভালবাসি। তার পর সকলে ঘুমাইলে বেগবতীতে সকল যন্ত্রণা ঘুচাইব।" সে কথা শুনিয়া তখন মাঝিদের ডাক হইল, মাঝিরা জাল দড়া লইয়া সকলে জল ঘোলা করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোথায় ও পাইল না; কিন্তু স্থির হইয়া গেল যে, বসুমতি জলেই ডুবিয়া মরিয়াছে।

আর কল্পনাশক্তি বিকাশিনী পরিচারিকা শ্রীমতী অমলা সুন্দরীর কল্পনাশক্তির কিছু পুরস্কার হইল না? আমার মত গ্রন্থকারদিগের কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়া পাঠকগণের নিকট হইতে যাহা লাভ হয়, অমলা সুন্দরীরও তাহাই হইল। গালাগালি, অপমান, প্রহারোদ্যোগ সবই হইল। আরও কাজ গেল—বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিল। যেমন পাঠকেরা আমাদিগকে গ্রন্থ লেখা কার্য্য হইতে অবসর লইবার জন্য পুস্তকের নিন্দাপ্রকাশ করিয়া আর কাহাকেও কিনিতে নিষেধ করেন, সেইরূপ অমলার অপরাধ এই, সে যদি উহা শুনিয়াছে, তবে কা'ল তখনি বলিল না কেন, তাহা হইলে কখনই সে ননীর পুত্তলী স্বধর্ম্মরতা অবোধ বালিকা রাগে, ঘৃণায়, অভিমানে

জলে ডুবিয়া মরিত না। আর গ্রন্থকারদিগের দোষ এই—লিখিতে জানুন বা না জানুন, বহুদর্শিতা থাকুক বা না থাকুক; তবু অমুক লিখিতেছে,—আমিও দুই কলম লিখিয়া লই; যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা যে শিখিতে চেষ্টা করিবেন না, সে কথা হইতেছে না। যাহা কল্পনাবলে সৃজন করিলে, তাহা ভাল হইল কি মন্দ হইল, তাহা প্রকাশ করিলে অমলার মত ফল-ভোগ করিতে হইবে কিনা, সেটা ভাল করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া ছাপান উচিত। *

বসুমতী যে, নিশ্চয় জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, ইহা সকলেরই ধারণা হইল। যদি ইহা স্থির হইয়াগেল—তবে কথাটা সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া পড়িল। দুই একদিন মধ্যে বিজয়পুরেও সে কথা পৌঁছিল। পৌঁছিল যদি, তবে কুসুমলতাও তাহা শুনিল—শুনিল বটে; কিন্তু তাহার যেন তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না।

সে স্বামীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসুমতী নাকি জলে ডুবিয়া মরিয়াছে?

দে। শুনিতেছি ত তাই।

কু। তোমার বিশ্বাস হয়?

দে। হয়।

কু। আমার হয় না।

দে। কেন?

কু। কি জানি কেমন যেন, বিশ্বাস হয় না।

দে। মনে আছে, সে একদিন তোমাকে বলিয়াছিল, লোক যদি আমার চরিত্রে সন্দেহ করে—তবে বিষ খাইব। বিষ না খাইয়া নয় জলে ডুবিয়াছে।

কু। সে দিন তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম—কিন্ত

---

* ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের ন্যায় কবিও বলেন,—

"He never was in haste to publish; partly, because he corrected a good deal, and every alteration is ungraciously recived after Printig.

আজ তাহার মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করিতে যেন, মন একটু আপত্তি করিতেছে।

দে। কেন করিতেছে?

কু। তা জানি না।

দেবেন্দ্র একটু রাগ করিল, বলিল "কুসুম তুমি বড মুখরা হ'য়েছ। আব আমাকে তুমি সর্ব্বদা অবিশ্বাস করিতেছ। অতএব তোমার সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ নাই।

কু। বাপরে কি পুরুষ সিংহ!"

বসুমতীর চক্ষু ফাটিযা জল বাহিব হইল! সে কাঁদিতে কাঁদিতে কাতরকণ্ঠে কহিল, "আমি কি কবিয়াছি, আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎ সংসাবে আর কিছু জানি না। দশ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ হইয়াছে—আব এই ষোডশ বর্ষে পড়িয়াছি। আমি ছয় বৎসব তোমা ভিন্ন কিছু জানি না, তাই রাগ কবিয়াছিলাম—আমায় ক্ষমা কব।"

দেবেন্দ্র নাথ কথা কহিল না; তাহার অগ্রে আলুলায়িত কুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই ষোড়শবর্ষীয়া বনিতা। দেবেন্দ্র নাথ কথা কহিল না। দেবেন্দ্র নাথ তখন ভাবিতেছিল, "কুসুম আমাকে বড় ভাল বাসে, কিন্তু স্বামীকে স্ত্রীর ভালবাসিতে হয়, বলিয়া বাসে। আর বসুমতী, বসুমতীই আমাকে যথার্থ ভাল বাসে, কেন না আমাকে ভাল বাসিবাব তাহার কোন দরকারই নাই, তবু বড় ভাল বাসে। আর রূপ। কুসুমলতা হইতে বসুমতী সুন্দরী!—সুন্দরী সহস্র গুণে সুন্দরী।—এত কাল ইহাকে লইয়া কাটাইয়াছি, এখন বসুমতীকে লইয়া থাকিব। এ পুরাতন হইয়াছে,—বসুমতী নূতন।"

কুসুমলতা পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে "আমায় ক্ষমা কর—যদি দোষ কবিয়া থাকি, দাসী বলিয়া তোমার খেলিবার পুতুল বলিয়া, তোমার আশ্রিতা প্রতিপালিতা বলিয়া—আমাকে ক্ষমা কর।—আমি বালিকা, কিছু বুঝি না।"

যিনি জগতের পাতা, নিয়ন্তা, সুখদুঃখপ্রদাতা, যাঁহার কর্ণ

জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াব হিয়াছে, তিনি কুসুমলতার সমস্ত কথাগুলিই শুনিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাহা শুনিল না;—সে তখন বসুমতীরূপ চিন্তায় নিমগ্ন ছিল।

কুসুমলতা কথার কোন উত্তর না পাইয়া বলিল "কি বল?"

দেবেন্দ্রনাথ বলিল, "কাল কলিকাতায় যাইব।"

কু। কিছুতে না।

দে। কাজটুকু যাউক। আজ পত্র আসিয়াছে, এখনও না গেলে অন্যকে তৎপদে তাহারা নিযুক্ত করিবে।

কু। যদি নিতান্তই যাওয়া হয়, আমি সঙ্গে যাইব। এখন ত সকলেই স্ত্রী লইয়া চাকুরী স্থানে যাইতেছে।

দে। সকলে আর আমাতে অনেক প্রভেদ।

কু। কিসে?

দে। তাহারা দু'শ পাঁচ শ টাকা বেতন পায়, স্ত্রী লইয়া গেলে সাজে। আমি পাই ত্রিশটাকা, তাতে ত স্ত্রী লইয়া গেলে বাসাখরচও কুলাইবে না।

কু। আধপেটা খাইয়া থাকিব।

দে। সে না হয় হইল, মা—মাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইব? এক বোন, তা তাকেত লইতে আজই লোক ও পাল্কী আসিবে, সে কাল সকালে যাইবে।

কুসুমলতা স্বামীর পদত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আর একটা কি কথা বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু স্বামী আবার বিরক্ত হইবেন, রাগ করিবেন ভাবিয়া, সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া ঘরের কোণে পা ছড়াইয়া টিপিয়া টিপিয়া ভারি কান্না কাঁদিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চল যাই।

"নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলীরে,
রাধিকা রমণ।
চল সখি ত্বরা করি দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।
চাতকী আমি সজনী শুনি জলধর ধ্বনি,
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকিলো এখন?
যাক্‌মান্ যাক্‌কুল, মনতরী পাবেকূল
চলভাসি প্রেমনীরে—ভাবি ও বদন।"

যে বাড়ীতে বসুমতী ছিল, সেই বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে গৃহাধিস্বামিনীগণের স্বহস্ত নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বাগান আছে। বাগানে কোথাও দুঝাড় কলাগাছ, কোথাও দুই একটা কাঁঠালের চারা, বংশ নির্ম্মিত খাঁচার মধ্যে রহিয়াছে। কোথাও চালে একটা লাউগাছ—তাহাতে রাশি রাশি লাউ ধরিয়া ঝুলিতেছে। কোথাও চারিটি বেগুনের গাছ, কোথাও পালংশাক, কোথাও দুটি মূলা,—এইত শাক সবজি। আর ফুলের মধ্যে কেবল ঝাড় কতক গাঁদা এবং কয়েকটি বেল ও দুই চারিটী রজনী গন্ধা।

এই বাগানের মধ্যে ফুল গাছগুলি সম্মুখে করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ও বসুমতী উপবিষ্ট।

তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। জগৎ জ্যোৎস্না বন্যায় ভাসিতেছে। গাছ পালা ফল ফুল ঘর দুয়ার সকলই রজতবর্ণে শোভা পাইতেছে। বৃক্ষ ডাল হইতে পাপিয়া দুই একবার হৃদয়ভেদী চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

দেবেন্দ্রনাথ অনেক ক্ষণ বসুমতীর মুখেরদিকে চাহিয়া কহিল, "বসুমতি আহারাদির কোন কষ্ট হ'চ্চে না?"

ব। না, কিন্তু স্নান করিবার, কি অন্য কোন কার্য্যের বড় অসুবিধা হইতেছে।

দে। তা হবেত। রাত্রি থাকিতে স্নানাদি ক্রিয়া সমাধা করিতে হয়।

ব। হাঁ, আর সমস্ত দিবস ঘরের ভিতর চুপ করিয়া থাকিতে হয়। তাতে ঐ ঘর।

দে। এইচল—আর দেরি নাই।

ব। আর আমি এ কষ্ট সহ্য করিতে পারি না, কালই চল।

দে। তাই যাব।

ব। তুমি রাত্রে আমার নিকট থাক না, আমার প্রাণ কেমন করে।

দে। আজকার দিনটা কষ্টে স্বষ্টে কাটাইতে পারিলে হয়।

ব। তোমার স্ত্রী কি বলে?

দে। সে কিছুতেই যাইতে দিতে স্বীকৃত হয় না!

ব। তুমি?

দে। আমি কি?

ব। যাবে কি না?

দে। সে কথা যাউক। আচ্ছা তোমার বাড়ির লোকের জন্য তোমার প্রাণ কেমন করে?

ব। দিনমানে যখন একাকী বসিয়া থাকি, তখন এক একটু করে। তোমাকে পাইলে সকল ভুলিয়া যাই।

দে। তোমাদের বাড়ির লোক সকলে স্থির করিয়াছে, তুমি ডুবিয়া মরিয়াছ।

ব। ঠিক মনে করে নাই। আমি ডুবিয়াছি! বেগবতীর জলে ডুবিনাই। দেবেন্দ্র প্রেম-সাগরে ডুবিয়াছি!

দে। আর আমি?

ব। তুমি কুসুমলতা প্রেমে ডুবিয়া আছ।

দে। বসুমতি, আজও তুমি আমাকে তোমার ভাব নাই?

ব। যতদিন তুমি আমার না হইতেছ, অর্থাৎ যতদিন আমি তোমার স্বর্ণগৃহিণী না হইতেছি, ততদিন একটু যেন

কেমন কেমন সন্দেহ সন্দেহ থাকিতেছে।

দে। সে সন্দেহ দূর কর। নিশ্চয় মনে জানিও আমি তোমার জন্য সকল ভুলিয়াছি।

ব। নহিলে কি আমি ঘরের বাহির হইতাম? আমি তোমাকে প্রথমেই চিনিয়াছিলাম।

দে। তোমাদিগের বাড়ির লোক স্থির করিয়াছে, তুমি ডুবিয়া মরিয়াছ, তোমার বাক্সের কি অনুসন্ধান করে নাই।

ব। কি জানি, শুধু ত আমার বাক্স নহে, মার বাক্স ভাঙ্গিয়া প্রায় দুই হাজার টাকার নোট লইয়া আসিয়াছি।

দে। সমশুদ্ধ তোমার বাক্সে এখন কত টাকা আছে।

ব। নোট, নগদ টাকা, মোহর, গহনা ইত্যাদিতে বাক্স পুরিয়াই আনিয়াছি। বোধ হয় সবসমেত কুড়ি হাজার টাকা হইবে।

দেবেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ নীরবে নিস্তব্ধে কি ভাবিলেন। শেষে বলিলেন, 'বসুমতি, তবে তুমি এখন গৃহের ভিতর যাও—আমি বাড়ি যাই।"

ব। আমার নিকট থাকিতে কি তোমার কষ্ট হয়?

দে। আবার সেই কথা, কষ্ট যদি হইত, তবে এ অকূল সমুদ্রে কি ঝাঁপ দিতাম।

ব। তবে এখনি যাই যাই করিতেছ কেন?

দে। না গেলে সকলের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ যাইবে।

ব। তবে যাও।

দেবেন্দ্রনাথ উঠিলেন, বসুমতিও উঠিল, বসুমতী বাটীর মধ্যে এবং দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কোথা যাবে ?

ভাল বাস ব'লে, ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে ॥

দম্পতি যুগলে কথা হইতেছিল। কুসুমলতা কহিল, "আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে ?"

দে। আর কি কখন যাই নাই ?

কু। গিয়াছ, কিন্তু—সে যাওয়া, এ যাওয়া নহে।

দে। এ কি প্রকার ?

কু। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া।

দে। কেন ?

কু। বসুমতীকে লইয়া।

দে। সে যে, জলে ডুবিয়া মরিয়াছে ?

কু। অন্যে সেটা বুঝিয়াছে বটে,—কিন্তু আমি সেটা বুঝি নাই।

দে। যদি না বুঝিয়া থাক, তবে যাহা বুঝিয়াছ তাহাই; আমি বসুমতীকে লইয়া যাইতেছি,—আর আসিব না।

কুসুমলতার সুন্দরনয়ন জলে পূর্ণ হইয়া দরবিগলিত ধারে জল পড়িতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আমি তোমার আশ্রিত, আমি তোমার দাসানুদাসী, আমার নিকট মিথ্যা বলিওনা। কেন মিথ্যা বলিয়া আমার প্রাণে যন্ত্রণা দিতেছ ?"

দে। তুমি যদি ছাড়িলে না, তখন আমি মিথ্যা বলিনাই—আমি যাইব, আর আসিব না।

কু। কেন আসিবে না,—আমি কি দোষ করিয়াছি ?

দেবেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিলেন না।

তখন কুসুমলতা বলিল "প্রাণেশ্বর! আমার একমাত্র উপাস্য দেবতা! আমাকে কোন্ অপরাধে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে? আমি যে তোমা বিহনে আর কিছু জানিনে। তোমা বিহনে আমার যে সকল অন্ধকার?—"

তখন নিষ্ঠুর, মহাপাপিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ কহিল, "আর সময় নাই। ইহার পরে গেলে আর ট্রেণ পাইব না। আমি চলিলাম।"

যদি একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বত কুসুমের মস্তকে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইত, তাহা হইলেও সে এত ব্যস্ত হইতনা; এক্ষণে সে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না;—নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কেবল দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পতিত হইতে লাগিল।

দেবেন্দ্রনাথ—নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, পাষণ্ড দেবেন্দ্রনাথ—তখন ধীরে ধীরে বহির্গত হইল।

কুসুমলতা বলিল, "প্রাণেশ্বর! যেওনা, আর একটু দাঁড়াও, আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই,—আর একবার সাধ মিটাইয়া দেখিয়া লই।"

দেবেন্দ্রনাথ একটু দাঁড়াইলেন, কিন্তু ফিরিয়া চাহিলেন না।

কুসুমলতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যদি তোমা ভিন্ন কখন কাহাকেও না ভাবিয়া থাকি, যদি তোমার চরণে আমার যথার্থ মতি থাকে, যদি দেবতা থাকেন, ধর্ম্ম থাকেন, তবে তোমাকে আবার দেখিতে পাইব,—আবার তুমি আমাকে তেমি করিয়া আদর করিবে।"

দেবেন্দ্রনাথ "তাই হবে।" এই কথা বলিয়া আবার গমনোদ্যোগী হইলেন।

কুসুমলতা উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "যাও প্রাণনাথ যাও। এ অভাগিনীর সংস্পর্শে আসিও না। প্রাণেশ্বর! তোমার পদে যেন কখন কুশাঙ্কুর না বিঁধে! কখন স্নান করিতে যেন মাতার কেশ না ছিঁড়ে—তুমি চিরজীবী

হও—যাহাকে ভালবাস তাহাকে লইয়া সুখী হও! কিন্তু আমায় চিরদুঃখিনী করিলে! আমার এ কি হইল! আমায় কি করিয়া ফেলিয়া গেলে।

দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে চলিয়া গেল। একখানা গো যান তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, তিনি তাহার উপর উঠিলেন, চালক গরু তাড়াইল। গাড়ী হড়াৎ হুড়ুৎ দড়্ দড়্ গড়াৎ গড় প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ করিয়া আপত্য করিতে লাগিল। শেষ যখন দেখিল, নিষ্ঠুর চালক তাহা শুনিল না—তখন সে কুঁ—চ্, কঁ্যা—চ্ করিয়া নাকিসুরে কাঁদিতে লাগিল। অপরের কান্না অপরে বুঝে না, সুতরাং চালক তাহা বুঝিল না। সে তাহার গন্তব্য স্থানাভিমুখে লইয়া চলিল।

কুসুমলতা দ্বার রুদ্ধ করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

"আমার জীবনের জীবন, আমার সংসারের কাণ্ডারী, আমায় ফেলিয়া তুমি কোথায় গেলে? আমি তোমার কি করিয়াছি যে, আমাকে এমন করিয়া কাঁদাইয়া গেলে? কেমন করিয়া আমার মায়া কাটাইলে—আমি কি অপরাধ করিয়াছি। ইহলোকে আর কোন কামনা নাই—আর কিছু কামনা করিতে শিখিনাই—আমায় আজ তাহাতে নিরাশ করিলে কেন?"

এদিকে দেবেন্দ্রনাথ গ্রাম হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া দিলেন। এদিক ওদিক থাকিয়া দিবাভাগ অতিক্রম করিয়া রাত্রি প্রায় ছয়দণ্ডের সময় বন বাগান দিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

বসুমতী যে বাটীতে ছিল, সেই বাটী যাইতে হইলে একটা সদর পথ আর একটা বুনো পথ আছে। সদর পথ দিয়া যাইতে হইলে লোকে দেখিতে পাইবে, অতএব বুনো পথেই যাওয়া উচিত—দেবেন্দ্রনাথ সেই পথই ধরিলেন। সে পথে যাইতে হইলে তাঁহার নিজ বাড়ীর ঘরের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া যাইতে হয়—তাহাই চলিলেন। নিজের ঘরের পিছনে গিয়া একবার বাড়ীর দিকে চাহিলেন—শুনিলেন কে কাঁদি-

তেছে। ভাল করিয়া তাহা শুনিবার জন্য সেখানে দাঁড়াইলেন। দেবেন্দ্র তখন শুনিতে পাইল, কুসুমলতা কাঁদিতেছে। স্বর কিছু উচ্চ, কিন্তু প্রাণস্পর্শী—তাই দেবেন্দ্র একটু দাঁড়াইয়া শুনিলেন। কুসুমলতা কাঁদিতেছে, "প্রাণেশ্বর!—আমি কি করিয়াছি, কেন আমাকে ফেলিযা গেলে। আর কি তোমাকে দেখিতে পাইব না? তোমাবিনে আর যে আমি কিছু ভালবাসি না—তুমি গেলে? কি দোষে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে! জীবন সর্ব্বস্ব! আমার মায়া কাটাইয়া যাইতে তোমার প্রাণে কি ব্যথা লাগে নাই? আর কি আসিবে না? আর কি অভাগিনীর হৃদয় জুড়াইবে না?"

আমরা সত্য কথা বলিব—দেবেন্দ্রনাথ তখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইযা চক্ষুর জল মুছিতে লাগিল। কুসুমলতার অতিসরল যে প্রীতি,—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত যাহার প্রবাহ দিন রাত্রি ছুটিতেছে.—কুসুমলতার নিকট সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ সুখী হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের এখন তাহা মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিয়া চলিলেন, তাহা বুঝি আর এ পৃথিবীতে পাইবেন না। চক্ষুর জল মুছিয়া ভাবিলেন যাহা হইযাছে, তাহাই হউক—বাহির হইয়াছি ত যাই। বসুমতীকে যখন বাহির করিয়াছি, তখন যাইতেই হইবে, অতএব এখন যাই। বুঝি এজনমে আর ফিরা হইবে না, কিন্তু যখন বাহির হইয়াছি, তখন যাই।

তখন যদি দেবেন্দ্র একবার বাটীর মধ্যে গিয়া কুসুমলতাকে ডাকিয়া বলিত, "কুসুমলতা, আমার যাওয়া হইবে না; তোমাকে ভুলিযা আমার যাওয়া হইবে না।" তাহাহইলে সে শোকাকুলিত, পীড়িত, ক্লান্ত, অবসন্ন হৃদয়ে ও শান্তি পাইত, আর সকল গোলও মিটিয়া যাইত। দেবেন্দ্রনাথও একবার সে কথা ভাবিযাছিল, তাহার প্রাণ যেন, একবার তাহা করিতে বড় জিদ করিয়াছিল; কিন্তু বসুমতী—কাল বসুমতী! বসুমতীকে যে বাহির করা হইয়াছে তাহার উপায়? আবার যখন ইচ্ছা হইবে, তখনি আসিব, তখনি আবার কুসুমলতাকে

দেখিব। এখন এত তাড়াতাড়ি? তখনি চিন্তাকে বর্জ্জন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে বসুমতীর তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী, রূপরাশি তাহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল।

বিজয়পুর হইতে কিছুদূর যাইয়া ট্রেণ পাইতে হয়। বসুমতী ও দেবেন্দ্রনাথ একখানা গরুর গাড়ীতে চড়িয়া ষ্টেশনে চলিল। গভীর রাত্রির অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া, পাপের ভরা বোঝাই করিয়া, গ্রাম্য পথ অতিক্রম করিয়া শকট চলিল। কোথাও জ্যোৎস্না বিভাসিত বৃক্ষের ছায়া প্রেতবৎ দাঁড়াইয়া, কোথাও দুই একটা নিশাচর পক্ষী কর্কশকণ্ঠ বিস্তার পূর্ব্বক ভীতিপ্রদায়ক স্বরে রব ছাড়িতেছে। সবুজ বর্ণের ধান্যক্ষেত্র সকল জ্যোৎস্নায় বিভাসিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। বন্য কুসুম সকল ফুটিয়া অযাচিত ভাবে গন্ধ বিতরণ করিতেছে, আর পাপের ভরাপূর্ণ শকট অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়া যাইতেছে।

অনেকক্ষণের পর তাহারা ষ্টেশনে পৌঁছিল। পাপের পথে প্রবিষ্ট হইবার পথ বড় সুগম—তাহারা যাইবা মাত্র টিকিট লইবার ঘণ্টা পড়িল। টিকিট করিয়া একটু প্রতীক্ষা করিতেই গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা তাহাতে উঠিল। গাড়ী ছুটিয়া বাহির হইল।—আজ আবার সেই গাড়ি, যে গাড়ী আড়ংঘাটে পৌঁছিয়া ভাঙ্গিয়াছিল। যখন আড়ংঘাটে গাড়ী পৌঁছিল, তখন দেবেন্দ্র ও বসুমতী চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। হা ধর্ম্ম। আজ কেন, গাড়ী খান চূর্ণ হইল না? তাহা হইলে পাপিষ্ঠ পাপিয়সীর নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম বৎসর।

তুমি কোথা রহিলে?

একমাস দুইমাস তিনমাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল,—দেবেন্দ্র নাথের মাতা তাহার কোন কারণই বুঝিতে পারিলেন না। নিতান্ত ব্যাকুলিতা হইয়া একদিন কুসুমলতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌমা, দেবেন্দ্রনাথের কোন চিঠি পত্র আইসে নাই?"

কুসুমলতার চক্ষু জলে ছল ছল করিতে লাগিল, শাশুড়ীকে বলিল, "কিছু না।"

শাশুড়ী বলিলেন, "কেন দেবেন্দ্রনাথ কোন পত্রাদি লেখেনা মা? আগে তোমার নিকট দু তিন দিন অন্তরই পত্র লিখিত, এবার গিয়া একখানিও পত্র লেখে নাই,—খরচের জন্য একটি পয়সাও পাঠায় নাই।—এর কারণ কি জান মা?"

কুসুমলতা এতদিন সে পাপ কথা শাশুড়ীর নিকট প্রকাশ করে নাই। কত দিন মনে মনে ইচ্ছা করিয়াছে, সে কথা শাশুড়ীকে জানায়,—কিন্তু স্বামীর কলঙ্কের কথা—পাপের কথা—কেমন করিয়া বলিবে—তাহাতেই এতদিন বলা হয় নাই। শাশুড়ীর ব্যাকুলতা ও কাতরতা দেখিয়া আজ তাহার রুদ্ধ উৎস খুলিয়া গেল। সে তখন অশ্রুভারাকীর্ণ নয়নে, কাতরকণ্ঠে কহিল, "তিনি আর আসিবেন না"।

বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

শাশুড়ী সে কথা শুনিয়া অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "মা—কি বলিতেছিলে বলনা মা,?

কুসুমলতা তখন তাঁহাকে সমস্ত কথা জানাইল। তিনিও তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

এইরূপে আরও কিছুদিন অতিবাহিত হইল। দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে কোন পত্রাদি আসিল না। দেবেন্দ্রনাথের মাতা তাঁহার জামাতার নিকট পত্র লেখাইয়া সে কথা জানাইলেন। তিনি কলিকাতায় পূর্ব্বে যে বাসায় দেবেন্দ্রনাথ থাকিতেন, তথায় অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। তাহার পর আফিসে গেলেন, আফিসের লোকেরা বলিল, "না তাহার পর আর তাঁহার কোন অনুসন্ধান পাই নাই।" তাহার পর আরও অনেক স্থানে খুঁজিলেন,—কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইলেন না। বাটী আসিয়া তাহা দেবেন্দ্রনাথের মাতার নিকট লিখিলেন। সে কথা শুনিয়া তাঁহারা আরও আকুলিত হইল।

দেবেন্দ্রনাথ একটি পয়সাও খরচ পাঠান নাই, সুতরাং যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, এ কয় মাস তাহাতেই চলিল—কিন্তু আর কিছুই নাই। ক্রমে তৈজস পত্র যাহাও ছিল, তাহা বিক্রয় হইল, তাহাতে দিন কতক হইল,— আর চলে না।

আরও কিছু ছিল, তাহাও শেষ হইল, আর দিন চলে না,— কালি কি হইবে তাহার স্থির নাই। দোকানদারেরা যে সামান্য ধার দিত, তাহাও বন্ধ করিল। ঘরে এমন কিছুই নাই, যাহাতে দু দিন চলে। সে দিন দুই শাশুড়ী বৌয়ে উপবাস করিয়া থাকিল।

আবার রাক্ষসী নিশা আসিল, সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিশা ধীরে ধীরে আপন মোহকরী আবরণী উত্তোলন করিয়া পৃথিবীর নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য উদয় হইলেন। আবার শাশুড়ী বৌয়ের মস্তক ঘুরিয়া গেল,—কি হইবে, কি করিয়া দিন কাটিবে—এই ভাবনাতে তাহাদিগের চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু জগদীশ্বর জগৎ প্রতিপালক,—তিনি সকলেরই একটা না একটা উপায় স্থির করিয়া দেন। এই কষ্টের দিনে দেবেন্দ্রনাথের ভগ্নীপতি আসিলেন। জামাতা আসিয়াছেন,—কি? ঘরে একটি চাল নাই, এক কোটা গুড়ও নাই। জামাতাও উঁহাদিগের

কষ্টের কথা বুঝিয়াছিলেন, তাহাতেই আঁধা তাহাদিগের তত্ত্ব করিতে আসিয়াছেন। আসিয়াই তিনি শাশুড়ীকে প্রণাম করিলেন,—পাঁচ টাকা প্রণামী দিলেন।

ক্লান্ত মর্ম্মপীড়িতা কুসুমলতা তখন বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী পাঁচির মাকে ডাকিয়া তাহার হস্তে দুইটি টাকা দিয়া তাহাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিবার জন্য বাজারে পাঠাইয়া দিলেন। সে অনতিবিলম্বে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া দিল। কুসুমলতা তখন রন্ধনাদি করিয়া জামাতা বাবুকে আহারাদি করাইলেন।

জামাতা বাবু বাড়ী যাইবেন; শাশুড়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা! দেবেন্দ্র বাবু যে এখন শীঘ্র বাড়ি আসিবেন, এমন বোধ হইতেছে না। আমার ইচ্ছা, যতদিন না তিনি বাড়ি আইসেন, তত দিন আপনি এবং বৌ ঠাকুরাণী আমার বাড়ীতে চলুন, সেখানে গিয়া থাকুন,—আর আমি দেবেন্দ্র বাবুর অনুসন্ধান করি। তিনি আসিলে আবার বাড়ি এলেই হইবে। আমিত পর আর নহি,—দেবেন্দ্রও আপনার ছেলে, আমিও আপনার ছেলে।"

জামাতার কথাতে শাশুড়ী আমতা আমতা করিতে লাগিলেন —শীঘ্র জামাতার কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। একদিকে সংসারের যেরূপ অবস্থা তাহাতেও আর উদর চলে না; আবার অন্যদিকে জামাতাবাড়ী কি যাইতে আছে, কন্যা দান করিয়া যত দিন দৌহিত্র না হয়, ততদিন যে জামাতার বাড়ীতে কিছু খাইতে নাই। সেই জন্যই জামাতার কথার উত্তর দিতে এদিক ওদিক করিতে লাগিলেন। শেষ বলিলেন, "বৌমাকে একথা জিজ্ঞাসা করি!"

শাশুড়ী যথা সময়ে সে কথা বৌমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৌমা বলিল "না মা! এ সময় কাহার ও বাড়ী যাইতে নাই—কেবল যমের বাড়ী যাইতে আছে—কিন্ত সে পথ, নিজায়ত্ত নহে।"

শাশুড়ী আবার গিয়া জামাতাকে সে কথা জানাইলেন। জামাতা উভয়কে অনেক রকমে বুঝাইলেন,—কিন্তু তাঁহারা

কিছুতেই যাইতে স্বীকৃতা হইলেন না। অগত্যা জামাতা বাবু তাঁহাদিগের খরচের জন্য আর পাঁচটি টাকা দিয়া বিদায় হইলেন।—তাঁহাদিগের কতকদিনের জন্য অন্নকষ্ট নিবারিত হইল।

একদা বিজয়পুরের ঘোষেদের একটা গরু চুরি গিয়াছিল বলিয়া দারোগা বাবু গ্রামে আসিলেন। দারোগার নাম প্রিয়নাথ; কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি সমস্ত লোকেরই অপ্রিয়। কিন্তু পুলিস সাহেবের নিকট এবং সমস্ত প্রদেশে চোর ধরা কর্ম্মে ও অপঘাত মৃত্যু তদারকে প্রিয়নাথের বিলক্ষণ সুখ্যাতি ছিল। তাঁহার বয়স অন্যূন চল্লিশ বৎসর হইবে। দেখিতে ফিরিঙ্গী সৈন্যের ন্যায়, দেহ স্থূল, মাসিক বেতন চল্লিশের ন্যূন নহে। কিন্তু তিনি তাঁহার বন্ধু বান্ধবের নিকট বলিয়া থাকেন যে, তিনি মাসিক পাঁচ ছয় শত টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। আমরা গোপনে তাঁহার কাগজ পত্র দেখিয়া জানিয়াছি যে, তিনি বার্ষিক সার্দ্ধ দ্বিসহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। চল্লিশ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা কেমন করিয়া উপার্জ্জন করেন, বোধহয় বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী সে কথাটার কৈফিয়ৎ আমার নিকট নাও চাহিতে পারেন।

দারোগা বাবু গ্রামে আসিলে মহাহুলস্থুল বাঁধিয়াগেল— দশ খানা গ্রামের চৌকিদার ছুটাছুটী, কনষ্টেবলদিগের হুঠাহুঠি, গ্রামের লোকের দাঁত কপাটী ইত্যাদি একটা হৈ চৈ রব পড়িয়া গেল। দারোগাবাবু যাহাকেই সম্মুখে দেখেন, তাহাকেই গরুচুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে চাহেন; যে তাঁহার মুখেরদিকে চাহে, তাহাকেই চোর বলিয়া ধৃত করেন এবং যথেষ্ট প্রহারও লাঞ্ছনা করিয়া তাহাদিগের নিকটে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দেন। তাহারা এই জন্য ধৃত হয় যে, যদি তাহারা গরু চুরি না করিত, তবে কখনই ভয়বিহ্বল চকিতনেত্রে দারোগা বাবুর মুখ কমল সন্দর্শন করিত না। আর যাহারা ভয়ে একপাশ দিয়া অধোবদনে চলিয়া যাইতেছিল,

তাহারাও ধৃত ও লাঞ্ছিত হইতেছিল; কেন না তাহারা যদি গরু চুরি না করিবে, তবে অমন করিয়া ভয় করিয়া চলিয়া যাইবে কেন? যাহারা দারোগা বাবুর সম্মুখে আসিয়া হাজির হইতে লাগিল, তাহারাও অভিযুক্ত হইতে লাগিল, যেহেতু তাহাদিগের মনে মনে গোলযোগ আছে বলিয়াই সাফাই দিতে আগেই আসিয়া হাজির হইতেছে। আর যাহারা তাঁহার নিকট আসিতেছে না, তাহাদিগকে কনষ্টেবল, চৌকীদারগণ গিয়া ধরিয়া আনিয়া যথেষ্ট প্রহার করিয়া তাহাদিগকে "গরু চুরি করিয়াছ" এই বাক্য স্বীকার করিতে বলা হইতেছে, কেন না, তাহারা যখন আসে নাই, তখন ভয়েই আসে নাই, চুরি না করিলে কিছু আর তাহাদিগের মনে ভয়ের উদয় হয় নাই। এইরূপে বিজয়পুরের যাবতীয় লোকের উপর বিষম অত্যাচার করিয়া দারোগা আহারাদির উদ্যোগ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন একটা প্রশস্ত অথচ নিভৃত স্থানের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, শেষে সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন যে, দেবেন্দ্রনাথের চণ্ডীমণ্ডপ খালি পড়িয়া আছে অতএব সেইখানেই দারোগা বাবুর বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহাই হ'ল, স্বদলবলে দারোগা বাবু তথায় গিয়া আশ্রয় লইলেন।

একটা কনষ্টেবল বাড়ীর মধ্যে কি আনিতে গিয়া অপরূপ রূপবতী যুবতী কুসুমলতাকে দেখিয়া আসিয়া দারোগা বাবুকে গোপনে জানাইল যে, অমন সুন্দরী আমি কখন দেখি নাই। দারোগা মহাশয় শুনিয়াই অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। গ্রাম্য চৌকীদার রামগতি ঘোষকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "বাবু রামগতি! যদি আমার একটা কাজ উদ্ধার করিয়া দিতে পার, তবে আমি চিরকালের তরে কেনা হইয়া থাকি।

ঘোষ দারোগা বাবুর মুখে রামগতি এ জন্মে কখনও এমন কথা শুনে নাই। দারোগা বাবু শালা ভিন্ন সম্বোধন কখনও বলে নাই। আজ হঠাৎ একেবারে 'বাবু' শুনিয়া গলিয়া গেল বলিল, "হুজুর যাহা বলিবেন, তাহা প্রাণপণে করিব। বলুন কি?"

দারোগা বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "না এমন কিছুই নহে, কিন্তু একটু হুঁসিয়ারি চাই।"

রামগতি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "আজ্ঞে করুন—হুঁসিয়ারে কম হইবে না।"

তখন দারোগা বাবু তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপে চুপে কি বলিলেন।

রামগতি দারোগা বাবুকে প্রণাম করিয়া কহিল "যে আজ্ঞে আমি তবে কি এখনি যাইব ?"

দারোগা। হাঁ যাও।

রামগতি চলিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

এর পক্ষে।

কপট নিঠুর হিয়া সংসার তোমার,
কেবল যাতনা আর শুধু হাহাকাব।

রামগতি তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া তাহার স্ত্রীকে ডাকিল।

তখন রামগতির গৃহিণী—ওরফে ভুলোর মা—ওরফে বড় বৌ আসিয়া দাঁড়াইল। মোটা সোটা গাঁটা গোঁটা—মল পাযে গোট পরা—হাসি চাহনিতে ভরা ভরা। রামগতি বলিল, "একটা কাজ করিতে পারিবে ?"

রামগতি চৌকিদার মহাশয়ের বয়স পঁয়তাল্লিশ হইবে। দেহ সুদৃঢ় ও স্থূল। দৈর্ঘে প্রায় সার্দ্ধ চতুর্হস্ত। মুখে এক যোড়া বক্তরে গোঁপ।

আর রামগতির বিনি গৃহিণী তাহার বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হইবে। তাঁহার সন্তানাদি কিছুই নাই—বয়স কালে একটা ছেলে হইয়া আড়াই বৎসরে মরিয়া গিয়াছিল,—তাহার

নাম ছিল ভুলো; সেই জন্য তাহাকে লোকে ভুলোর মা বলিয়া ডাকিত। ভুলো জন্মিবার দুই বৎসর আগে রামগতির চুরি অপরাধে কয়েদ হয় এবং সে মরিয়া গেলে ছয় মাস পরে রামগতি বাড়ী আইসে। পাড়ার শত্রুপক্ষীয়েরা সে জন্য কখন রামগতিকে দুই এক কথা বলিয়াছিল। কিন্তু শত্রুপক্ষীয়েরা কিনা বলে?

ভুলোর মা একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "কি বল না"?

রামগতি বলিল, "যদি যা বলি তা করিতে পার, তবে এক যোড়া জনারে নোয়া গড়াইয়া দিব"।

ভুলোর মা। কি বল দেখি?

রামগতি মৃদু মৃদু হাসিয়া অতি ছোট ছোট করিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিল।

সে তখন হাসিয়া বলিল, "এ—ই? ইহার জন্য এত? যদি আমাকে জনারে নোয়া গড়াইয়া দাও, তবে আজই আমি ইহা সমাধা করিয়া দিব।"

রাম। তোমার সঙ্গে কি মিথ্যা কথা বলিতেছি, নিশ্চয় দিব।

"তবে চলিলাম"। এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীমতী ভুলোর মা গৃহের ভিতর গমন করিয়া কুঁচ কাঁচ করিয়া একটা সুপারি কাটিয়া একটু পান ও খানিক খরশান তামাকে চুন মাখাইয়া গালে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বাহির হইল।

হেলিতে দুলিতে ক্ষণেক পরে ভুলোর মা গিয়া দেবেন্দ্রনাথ দিগের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

তখন দিবা প্রায় অবসান হইয়াছে, সূর্য্যের তরল কিরণে বিকাশিত হইয়া বৃক্ষের পাতা, গৃহের চাল, অট্টালিকার ছাদ সব চিক্ মিক্ করিতেছে। বাড়ী ও উঠানে কোথায় খানিক ছায়া কোথাও একটু রোদ,—যেন কার্পেটের বিছানা বিছান রহিয়াছে। বাড়ীটীর চারি দ্বারে প্রাচীর—প্রাচীরের উপর শাদা শাদা কুষ্মাণ্ড সকল পড়িয়া রহিয়াছে। কাহারও উপর বা স্বর্ণবর্ণ রৌদ্র কাহারও উপর বা ছায়া পড়িয়াছে। কোথাও একটা গরু

ডাকিতেছে, কোথাও ছাগল ডাকিতেছে, কোথাও পাখীগুলি সুমধুর রব করিতেছে।

এই সময় পানভরা গাল, চোকভরা হাসি, দেহভরা বাহার,—ভুলোর মা গিয়া কুসুমলতার সম্মুখ দর্শন দিলেন।

কুসুমলতার শাশুড়ী তখন উঠানে বসিয়া রৌদ্র শুষ্ক জন্য যে ধানগুলি পূর্ব্বাহ্নে নাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাঁহা তুলিতেছেন, আর কুসুমলতা উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে এলোচুলে ঘর ঝাঁট দিতেছে।

ভুলোর মা গিয়া ডাকিল, "মা ঠাক্‌রাণ বাড়ী আছ গা?"

দেবেন্দ্রনাথের মা চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন কেমন কেমন করিয়া উঠিল। কেননা চৌকীদারের গৃহিণী স্বয়ং বাড়ীর উপর আসিয়াছে,—বিশেষতঃ আজ দারোগা এসেছে।

তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কেন মা! বাড়ীই আছি বৈ কি।"

ভুলোর মা। না, এমন কিছু নয়, অনেকদিন তোমাদের বাড়ী আসি নাই, তাই একবার বেড়াতে এলাম।

শাশুড়ী। তা'বেশ ক'রেছ মা, বস।

ভুলোর মা যে গৃহে কুসুমলতা ছিল, তাহার দাওয়ায় গিয়া বসিল।

সেখানে বসিয়া কুসুমলতার মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "বৌ মার মুখ খানা অত ভারভার কেন? চুল রুক্ষ এলো কেন? যেন রুক্ষ রুক্ষ শরীর ভাল আছে ত?

শাশুড়ী কহিলেন "না—অসুখ টসুক কিছু হয়নি।"

ভুলোর মা। তবে ও রকম কেন?

শাশুড়ী। মনের দুঃখে। বাছা আমার আজ রাজরাণী তাহা না হইয়া পথের কাঙ্গালিনী।

ভুলোর মা। ভাল কথা ঠাকুরটির কি কোন খবর টবর পাও না?

"পাই কৈ?" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দুটি জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ভুলোর মা দেখিল কেঁচো তুলিতে সাপ উঠিয়া পড়িল। সে তখন সে কথা চাপিয়া অন্য কথা পাড়িল।

শাশুড়ী তখন চক্ষুর জল মুছিয়া গমপূর্ণ কলসী কক্ষে গৃহান্তরে গমন করিলেন।

ভুলোর মা কুসুমলতাকে বলিল, "এদিকে এস দেখি মা, তোমার চুল গুলি বাঁধিয়া দিই।"

বিনয়নম্রতাময়ী কুসুমলতা হাতের সম্মার্জ্জনী ফেলিয়া তাহার নিকট গিয়া বসিলেন, সে ভ্রমরগঞ্জিত চরণবিলম্বিত চুলের রাশি লইয়া চিকাইতে লাগিল। চিকাইতে চিকাইতে বলিল, তোমাকে ঠাকুর একেলা ফেলিয়া কোথায় গিয়া রহিয়াছেন, তার নিকাশ নাই।"

কুসুমলতা কোন উত্তর করিল না।

ভুলোর মা বলিল, "দারোগা বাবু তোমাদের চণ্ডীমণ্ডপে আছেন, তাঁকে দেখিয়াছ?'

কুসুম। না, তাঁকে আমি দেখিব কি প্রকারে?

ভুলোর মা। তিনি খুব দেখিতে সুপুরুষ—আর বিদ্যাবুদ্ধিও তেমনি, নইলে কি আর কোম্পানী হইতে তাঁহাকে অত বড় উচ্চপদ দিয়াছে। যাই বল, দারোগা হওয়া সাত জন্মের পুণ্য ভিন্ন আর হয় না।

কুসুমলতা মনে মনে একটু হাসিল, প্রকাশ্যে কিছুই বলিল না। ভুলোর মা আবার বলিতে লাগিল, "আহা। তোমার যেমন রূপ, যেমন বয়স, যেমন কথাবার্ত্তা, যদি ঐরকম একটি স্বামী পাইতে, তবে আহা! কতই না জানি সুখী হইতে পারিতে!"

কুসুমলতা সে কথা কাণে করিল কি না বলিতে পারিনা। কিন্তু ভুলোর মা বক্তৃতা ছাড়িল না; সে বলিতে লাগিল,— "আহা! বিধাতার কি বিড়ম্বনা! তা, যাই হউক, এখনও যদি বিধাতা সুখী করেন, তবেও হয়। আমি একটা কথা তোমাকে বলি, তুমি তা করিতে পার?"

কুসুমলতা বিস্মিত হইয়া ভুলোর মার মুখের দিকে চাহিল। ভুলোর মা বলিল, "তোমার যেরূপ রূপ, দারোগা বাবু তোমাকে

কোথা হইতে দেখিয়া একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। বলিতে হইবে,ইহা তোমার সৌভাগ্য—তুমি কত সুখী হইতে পারিবে। আর এরূপ দুঃখ কিছুই থাকিবে না—তা তুমি স্বীকৃত হইলেই হয়।

যেমন ধনুক হইতে তীরটা ছুটিয়া বাহির হয়, তেমনি ভুলোর মার নিকট হইতে কুসুমলতা ছুটিয়া দূরে চলিয়া গেল। মুখলাল করিয়া হাঁকাইতে হাঁকাইতে বলিল, "পোড়ারমুখী, অভাগী তুই মর,—এখনি মর। আমি কি তোর মতন কুলটা, আমি কি তোর মতন পাপিনী যে, পরপুরুষকে ভালবাসিব? আমার হৃদয় চিরিয়া দেখ,—আমার হৃদয়ের প্রত্যেক পরদায় পরদায়, প্রত্যেক তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, প্রত্যেক শিরায় শিরায়—আমার দেহ মাঝে যে খানে যাহা আছে, তাহাতেই দেবেন্দ্র মূর্ত্তি প্রতিফলিত, আমি ইহলোকে দেবেন্দ্র ভিন্ন জানিনা, পরলোকেও দেবেন্দ্র ভিন্ন জানিনা, দেবেন্দ্র আমার সব। তুই এখনি আমার বাড়ী হইতে উঠিয়া যা।"

ভুলোর মা কিছু ভীত, কিছু অপ্রতিভ, কিছু লজ্জিত হইয়া কহিল, "তা আমি তোমায় এমনই বা কি বলিয়াছি যে,আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া বলিতেছ?"

শাশুড়ী অপর গৃহ হইতে বৌকে ঐরূপভাবে কথা কহিতে শুনিয়া সেখানে দৌড়িয়া আসিলেন। আসিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে বড় রাগ হইল। তিনি ভুলোর মাকে গালি দিলেন।

ভুলোর মা উঠিল, যাইবার সময় বলিয়া গেল, দেখিব তোমরা কেমন বামুনের মেয়ে। এর প্রতিশোধ যদি নিতে পারি, তবেই আমি মানুষ—নইলে আমি বাপের বেটীই নাই।"

তাহার সে কথাগুলি শ্রবণ করিয়া শাশুড়ী বৌয়ে বড়ই ভীত হইলেন; কেননা, তাঁহারা নিতান্ত নিঃসহায়। গ্রামে তাঁহাদিগের আপনার বলিতে আর বড় কেহ নাই। পূর্ব্বে যাহারা আপন বলিয়া জানাইত,—এখন দুঃসময় দেখিয়া তাহারা তাঁহাদিগের নিকট হইতে শত হস্ত দূরে গিয়াছে—তাহাদিগের আপনত্ব ঘুচাইয়াছে। এখন ডাকিলেও কেহ

তাঁহাদিগের নিকট আইসে না—কেননা তাহা হইলে যদি উঁহারা তাঁহাদিগের নিকট কিছু চাহে। একে নিঃসহায় তাহাতে ভুলোর মা স্বয়ং দারোগা বাবুর প্রেরিত; সুতরাং দুই জনেই মহাভীত হইয়া পড়িলেন। শেষ কুসুমলতা কহিল, "এবিপদের সময়, আমার বাপের বাড়ীতে লোক না পাঠাইলে আর উপায় নাই।"

শাশুড়ী তখন উঠিয়া পাড়ার মধ্যে লোক ঠিক করিতে গেলেন। কুসুমলতা সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া মাকে এক পত্র লিখিল। পরদিন প্রত্যুষে পত্র লইয়া লোক রওনা হইল।

এদিকে ভুলোর মা বাড়ী গিয়া রামগতির নিকট একখানকে পাঁচ খানা করিয়া বলিল। বলিল "তারা আমাকে খুন করিতে আসিয়াছিল, আর ও ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ডু কত কি বলিল।" সে আবার গিয়া পাঁচ খানাকে দশ খানা করিয়া দারোগা বাবুকে, জানাইল। দারোগা বাবু তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দেখিব কেমন সতী।"

পরদিবস সকালে—তখন রোদ উঠিয়াছে, গৃহস্থের বৌ ঝি গণ বাসি কাজ কর্ম্ম সারিয়া স্নানে যাইতেছে, এমন সময় কোথা হইতে চারিজন কনষ্টেবল দেবেন্দ্রনাথের মাতা ও দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রীর নামীয় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া আসিল।

কুসুমলতা তখন তৈল মাখিয়া পাড়ার বৌ ঝিদিগের সহিত স্নান করিতে বাহির হইতেছিল, এমন সময় গিয়া তাহারা পরোয়ানা দেখাইয়া থানায় যাইতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলিল। কুসুমলতা বাটীর মধ্যে ফিরিয়া গেলেন,—শাশুড়ীও সে কথা শুনিলেন। শাশুড়ী বৌয়ে তখন সমস্তই বুঝিতে পারিলেন,— উভয়ে কাঁদিয়া আকুল হইলেন, পাড়ার কতজনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই পুলিশের ভয়ে তাঁহাদিগের সহায়তা করিতে বা তাঁহাদিগের পক্ষ হইয়া কনষ্টেবলদিগকে দুইটা কথা বলিতে অগ্রসর হইল না। কেবল পাড়ার হরিচরণ বসু - তিনি দেবেন্দ্রনাথের পিতার বড় বন্ধু ছিলেন—সেই বৃদ্ধ

আসিয়া কনষ্টেবলদিগকে কাকুতি মিনতি করিয়া দুটার কথা বলিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় দৃকপাতও করিল না, বরং পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিল, "শীঘ্র তাঁহাদিগকে আনাইয়া দিউন, নচেৎ আমরা এখনি বাড়ীর মধ্যে যাইয়া অপমান করিয়া লইয়া আসিব।"

সে কথা শ্রবণ করিয়া হরিচরণ বাবু তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ ঘুষ দিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "বাপু! তোমরা পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছ সত্য, কিন্তু ইহাদের ত কিছুই নাই যে, তোমাদিগকে কিছু কিছু দিবে? তবে সামান্য আজিকার পান সুপারির দামটা না হয়, আমিই তোমাদিগকে দিব।"

কনষ্টেবল মহাশয়েরা তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমরা পুলিশের লোক, ও সকল ছাঁদা কথা বুঝি না। যদি আমাদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওযাইয়া দিতে পারেন, তবে উহাদিগকে মানের সহিত থানায় লইয়া যাইব, নচেৎ হাতে দড়ি দিয়া অপমান করিয়া লইয়া যাইব।

হরি। উহাদের যে কিছু নাই।

কনষ্টেবল। নাই বলিয়া আমরা কি করিব? এই যে আমরা চারিটা লোক দুই তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া দৌড়াদৌড়ি এখানে আসিয়াছি, এর মেহনৎ আমাদিগকে কে দেবে? কোম্পানীতে দেবে, না দারোগা বাবু দেবেন?

হরি। তা'ত বুঝি বাপু! কিন্তু উহাদিগের যেই কিছুই নাই—আজি খাইবে, কি,এমন সংস্থান নাই। যা হউক তোমরা একটি টাকা চারিজনে পাইবে—সে টাকাটি না হয় আমিই দিব।

কনষ্টেবল মহাশয়েরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন; "আপনি সে কেলে লোক কি না। তাই ওরকম কথাটা ধাঁ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন। দুশ টাকার মানটা যাইবে, উনি তাই এক টাকায় মিটাইতে আসিলেন। চলহে চল, বাঁধিয়া লইয়া যাই;—আর মিছামিছি কেন বাঁদর কিচ্‌কিচি করি।

হরিচরণ বাবু ভয় পাইয়া বলিলেন, "বাপু সকল মান সকলেরই সমান, একজনের অপমান করিলে, ঈশ্বর তাহাতে অসন্তুষ্ট হয়েন। আর যাহাদিগকে ধরিতে আসিয়াছ, তাহারা নিতান্ত সহায়সম্পত্তিহীন অনাথিনী।"

কনষ্টেবল। আপনার যদি এত দয়া, তবে কেন আপনিই আমাদিগকে মিটাইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া থানায় চলুন না?

হরি। আমারইকি ছাই কিছু আছে। যে টাকাটি তোমাদিগকে দিতে চাইতেছি, তাহারই জন্য ভাত খাইবার থালা বন্ধক দিতে হইবে এখন। আমারও যে তেমনি মন্দ অদৃষ্ট,নতুবা স্ত্রী পরিবার এত ধান ধন লাঙ্গল গরু—সব জোয়ারের জলের মত কোথায় চলিয়া গেল। এখন নিঃসহায়, নিরন্ন।

কনষ্টেবল। আমরাত সেকথা শুনিতে আসি নাই। আপনি যদি মিটাইয়া দিতে না পারিবেন, তবে বাটীর মধ্যে চলুন, যেরূপ বলেন—তাহাই করা যাইবে।

তখন হরিচরণ বাবু কনষ্টেবল কয়জন সমভিব্যহারে লইয়া বাটীর ভিতর যেখানে অশমিত নিশ্বাসে আলুলায়িত, কেশে ধুলায় পড়িয়া শাশুড়ী বৌয়ে লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতেছিল সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাহাদিগকে বাটীর মধ্যে আসিতে দেখিয়া অনাথিনী দিগের প্রাণ আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কুসুমলতা উঠিয়া গৃহ মধ্যে গমন করিল, শাশুড়ী উঠিয়া সেই খানেই বসিলেন।

বৃদ্ধাকে হরিচরণ কহিলেন "শুধু কাঁদিয়া কাটিয়া ত আর কোন ফল হইবে না, একটা উপায় ত করা চাই।"

বৃদ্ধা কঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "আমি কি উপায় করিব? আমার উপায়ের পথ যে ভগবান্ আগেই মারিয়াছেন। আমি যে রাজার মা!"

হরি।—সেত বিগত কথা। এখন এই কনষ্টেবলদিগকে যদি কিছু দিতে পার, তবে গাড়ীতে করিয়া থানায় যাইতে পার,

আর তাহা না হইলে উহারা অপমান করিয়া হাঁটাইয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবে।

শেষ কয়টী কথা বলিতে হরিচরণের চক্ষুর কোণে জল আসিল। বৃদ্ধার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, প্রাণ মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

মর্ম্মাহত কুসুমলতা জন্মে যাহা করে নাই তাহাই করিল। সে হরিচরণের সহিত কথা কহিল। বলিল,—"জিজ্ঞাসা করুন দেখি থানা হইতে আমাদিগের নামে কিজন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইল? আমরা কি করিয়াছি?"

কনষ্টেবলও তাহা শুনিতে পাইল, সুতরাং হরিচরণ তাহা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে উহার মধ্যে মুরুব্বিগোছের একজন কনষ্টেবল পুলিসের হাসি হাসিয়া কহিল, "তা আমরা কেমন করিয়া জানিব। তিনি হ'লেন মুলুকের রাজা, যা হুকুম করেন তাই হয়। আমাদিগকে বলিলেন, আমরা গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি।"

কুসুম। আসিয়াছ যেন, যে পরোয়ানা লইয়া আসিয়াছ, তাহাতে কি কিছুই লেখা নাই?

কনষ্টেবল। কি জানি বাপু, অত সত বুঝিনা। এখন তোমরা বাহির হও।

এই সময় গ্রামপতি চৌকিদার তথায় আসিয়া হাজির হইলেন। কনষ্টেবলেরা আসিয়াই তাঁহাকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু তিনি তখন লাঙ্গল চষিবার জন্য মাঠে গিয়াছিলেন, তাই আসিয়া এতক্ষণ হাজির হইতে পারেন নাই। মাঠ হইতে সংবাদ পাইয়া বাড়ী গিয়া ধড়াচুড়া বাঁধিয়া লাঠি হাতে করিয়া এখন আসিয়া হাজির হইলেন।

গ্রামপতি আসিয়া দম্ভের সহিত চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "তোমরা এখনও যে চুপচাপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছ?"

কনষ্টেবল। এই যে উহারা বাহির হইতেছে না। চলগো চল।"

হরিচরণবসু কহিলেন, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি একখানা গাড়ী করিয়া আনি। ভদ্রলোকের মেয়েকি হাঁটিয়া যাইতে পারে?"

কনষ্টেবল। ভদ্রলোকের মেয়ে হাঁটিয়া যাইতে পারেনা—কেবল বুঝি আমাদিগকেই কিছু দিতে পারে না?

বৃদ্ধা হরিচরণের সহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন, "আমার নিকট পাঁচটি মাত্র টাকা আছে, সেদিন জামাই আসিয়াছিলেন, তিনিই দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাহা দিয়া আমরা কি খাইব?—আমাদের যে আর কোনই উপায় নাই।"

হরিচরণ কহিলেন, "সে যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই করিও। না দিলে উহারা বাঁধিয়া লইয়া যাইবে—সে অপমান কি সহ্য হইবে।"

বৃদ্ধা টাকা পাঁচটি বাহির করিয়া আনিয়া হরিচরণের হস্তে দিলেন। তিনি তাহা লইয়া গিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া কনেষ্টবলদিগের হস্তে দিয়া বলিলেন, "আমি একখানা গাড়ী লইয়া আসি।" এই বলিয়া তিনি গাড়ীর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

রামগতি টাকা লইতে কনেষ্টবলদিগকে দুই তিন বার নিষেধ করিয়াছিল। সে আসিয়া শুনিল, কনেষ্টবলেরা বলিতেছে "টাকা না দিলে বাঁধিয়া লইয়া যাইব। সুতরাং তাহার প্রাণের ইচ্ছা, কুসুমলতার কুসুমকোরক তুল্য হস্ত দুইখানি কসিয়া কাসিয়া বাঁধিবে। আরক্তিম অধর যুগল কাঁদিয়া কাঁদিয়া স্ফীত হইবে, আর সে তাহাতে যদৃচ্ছাক্রমে হস্তাদি দিবে, তাহার মনো মধ্যে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু যখন সে দেখিল কনেষ্টবলেরা টাকা লইয়া তাহাদিগকে গাড়িতে যাইবার জন্য অনুমতি দিল, তখন সে নিতান্ত দুঃখিত ও ভগ্নাশ হইয়া পড়িল। একজন কনষ্টেবলকে বলিল "কাজটা ভাল করিলে না—দারোগা বাবু যখন বাঁধিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন, তখন তোমরা যে সামান্য অর্থ পাইয়া গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাইবে, এটা তোমাদের খুব অন্যায় কাজ হইল।

একজন কনেষ্টবল উঠিয়া তাহাকে তফাতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "দারোগা বাবু এমন কোন হুকুম দেন নাই যে, উহাদিগকে বাঁধিয়া হাঁটাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। তবে আমাদের যাহা কিছু হইয়া গেল।

হরিচরণও এই সময় একখানি ছইযেরা গরুর গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

গাড়ী দেখিয়া বৃদ্ধার প্রাণ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

কুসুমলতা কক্ষ মধ্যে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, মেঝের উপর পড়িয়া, ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে হা হুতাশে কাঁদিতে লাগিল। "আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব—আমার কাঙ্গালের নিধি, আজি তুমি কোথায়? আজি তুমি থাকিলে কাহার সাধ্য আমাদিগকে এরূপ ভাবে অপমান করে? নাথ,—আমার মায়া কাটাইলে, আমার দুঃখ বুঝিলে না, কিন্তু তোমার বৃদ্ধা জননীর কথাও কি একবার মনে কর না? একবার দেখে যাও নাথ—এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পার না—গেলে কি আর দেখা দেয় না?"—

কুসুমলতা তখন যুক্তকরে মনে মনে ঊর্দ্ধমুখে, অথচ অস্ফুট বাক্যে দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ আমাকে বলিয়া দাও—"আমার কি দোষে এই অল্প বয়সে এমন অসম্ভব দুর্দ্দশা ঘটিল; আমার স্বামী পরিত্যাগ করিয়া গেলেন—তার উপর এই পাশব দৌরাত্ম্য। আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুই ভালবাসি নাই,—আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই—আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই—এত অল্প বয়সে তবে কিজন্য আমার এ দুরন্ত যন্ত্রণা?—হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখীজনের একমাত্র সহায়। আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর, আমার এ দারুণ দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি দাও। আমি যেখানে যাইতেছি—সে নরক হইতে ঘৃণিত স্থান, সে যে নরকের কৃমি কীট অপেক্ষাও নারকীয়। আমি কুলললনা—আমার

ধর্ম্ম গেল সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু—রাখিব কি প্রভু—হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমাকে এ বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার কর, আমার মরণ কর।"

এমন সময় শাশুড়ী দ্বারে ঘা দিয়া ডাকিলেন "বৌমা! বাহিরে এস।"

কুসুমলতা কি করে—অগত্যা দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল; হরিচরণ বসু কহিলেন, "তোমরা গাড়ীতে উঠ, আমি চাদর নিয়ে আসি, চল আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই, ভগবান অদৃষ্টে যাহা লিখিয়া থাকেন তাহাই ঘটিবে এখন।"

তখন শাশুড়ী বৌ'ত প্রবল বায়ু সংঘর্ষণে কদলী বৃক্ষ যেরূপে কাঁপিতে থাকে, সেইরূপে কাঁপিতে কাঁপিতে এবং প্রবল রূপে প্রবহমান চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। গাড়োয়ান গাড়ী চালাইল। কনেষ্টবল মহাশয়েরা গাড়ীর আগু পাছু চলিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দারোগা না,—যম।

আমার মরম দুখ জানাইব কাকে।
নিশ্চিন্ত হয়েছেন নাথ, যাতনা সঁপিয়া মোরে।

থানা বাড়ির কাছারীঘর—যেখানে বসিয়া মুলুকের রাজা অন্ততঃ কনেষ্টবল ও চৌকীদারদিগের বিশ্বাসে দারোগা বাবু বসিয়া কাছারি করিয়া থাকেন, সে একটা খড় দিয়া ছাওয়া আটচালা। আটচালাখানির ভিত অতি নীচু—কিন্তু গৃহখানি বেশ সাজান গুজান। বারাণ্ডায় কতকগুলি চেয়ারি ও বেঞ্চ পড়িয়া আছে এবং পুষ্প, প্রস্তরপুত্তলি, আসন, দর্পণ ও

চিত্রে সেই গৃহখানি বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহের মধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র,—কিন্তু সকলগুলি সুরুচি বিগর্হিত—না সুরুচি বিগর্হিত হ বা বলি কেন? যখন সেগুলি সুসভ্য ইয়োরোপ হইতে আনীত এবং সেই দেশের রুচির অনুযায়ী, তখন কোন্ মহামূর্খ, হস্তীমূর্খ বাঙ্গালী, তাহাকে সুরুচি বিগর্হিত বলিবে। সে চিত্রগুলি স্ত্রী মূর্ত্তি, কোনটি বা উলঙ্গ, কোনটি বা অর্দ্ধনগ্না আলুলায়িত কেশা, বসনোন্মুক্তাঙ্গনা—আর আমরা ভীরু বাঙ্গালী ইহার অধিক আমাদের অবর্ণনীয়।

সেই সুসজ্জিত সম্মুখানাবৃত গৃহমধ্যে খোদ দারোগা বাবু একটা আসনে বসিয়া একটা বাঁয়া তবলায় ঘা দিতেছেন—কাছে বসিয়া একজন শ্মশ্রু গুম্ফধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কাণ মুচড়াইতেছেন তম্বুরার কাণ মুচড়াইতে মচড়াইতে শ্মশ্রুধারী তাহার তারে অঙ্গুলী দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান খ্যান ওস্তাদজীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল—তখন তিনি সেই গুম্ফ শ্মশ্রুর অন্ধকার মধ্য হইতে কতকগুলি তুষার ধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া বৃষভদুর্ল্লভ কণ্ঠস্বর বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর নির্গত করিতে করিতে সেই তুষার ধবল দন্তগুলি বহুবিধ খিচুনীতে পরিণত হইতে লাগিল এবং ভ্রমর কৃষ্ণ শ্মশ্রুরাশি তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়া নানা প্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন দারোগা বাবু খিচুনী সন্তাড়িত হইয়া সেই বৃষভদুর্ল্লভ স্বরের সঙ্গে আপনার গর্দ্দভ বিনিন্দিত কণ্ঠ তুলিলেন। তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, হুম্ হুম্ শব্দে প্রচণ্ড বায়ু গর্জ্জন করিতেছে।— ছেকড়া গাড়ীর অশ্বযুগল বড়ই কশাঘাতে প্রাণপণ করিয়া ডাকিলে, তাহাদিগের যেমন যুগল স্বর বহির্গত হয়, ইহাও প্রায় সেই প্রকার।

যখন গানে বড় জমাট বাঁধিয়া উঠিল, তখন একটি ভৃত্য বাবুর সম্মুখে একটা বোতল ও একটা গ্লাশ এবং একখানা রেকাবীতে কতকগুলি ছোট এলাচ রাখিয়া গেল। বাবু সেদিকে একবার কটাক্ষ করিলেন, মৃদু হাসিয়া কহিলেন "গ্লাশ আবার কেন?"

এই কথা উচ্চারণ করিয়া দীর্ঘ গলা বোতলের গলাটি টিপিয়া ধরিলেন। পুলিশ স্পর্শে অচেতন বোতলও যেন বড়ভয় পাইল। তাহার প্রাণের ভিতর কুল কুল করিয়া উঠিল। দারোগা বাবু সে দিকে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না, তাহাকে মুখের উপর লইয়া উপুড করিয়া ধরিলেন—সে গল্ গল্ করিয়া সুরা রাশি উদ্গীরণ করিয়া তাঁহার মুখে ঢলিয়া দিল। তিনি সুরা রাশি গলাধঃকরণ করিয়া গোটা কতক এলাইচ মুখে ফেলিয়া দিয়া চিবাইতে লাগিলেন। ভৃত্য আসিয়া বোতলাদি যথা স্থানে লইয়া গেল। তাঁহারা আবার গীতারম্ভ করিলেন।

তখন বেলা প্রায় সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। দিনমণি ঈষৎ পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। প্রচণ্ড প্রতপ্ত রৌদ্র যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িতেছে—এই সময় কনষ্টেবল প্রহারিত অভাগিনীদিগের গাড়ী আসিয়া থানা ঘরের বারাণ্ডার নিকট লাগিল। হরিচরণ বসু ও সে সঙ্গে ছিলেন, তিনি আগেই উঠিয়া থানাঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দারোগা বাবুকে প্রণাম করিলেন—দারোগা ব্রাহ্মণ।

দারোগা হরিচরণের দিকে চাহিলেন। বলিলেন "বাড়ী কোথায়?

হরিচরণ। আজ্ঞে বিজয়পুর।

দারোগা। কি মনে করিয়া?

হরিচরণ। আজ্ঞে, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষালের মাতাকে ও তাহার স্ত্রীকে আপনি কিজন্য তলব দিয়াছেন তাই জানিতে।

দারোগা বাবু দাঁদা তবলা রাখিয়া পুচ্ছবিমর্জ্জিত ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিলেন, "শালা! তুমি তাই তদারক করিতে আসিয়াছ—ইঁয়া পর—কৈ হ্যায় রে।"

দারোগা বাবুর বদন হইতে এই কথা বাহির হইবা মাত্র ফাঁড়িদার আসিয়া হাজির হইল।

দারোগা বাবু রক্তিম চক্ষে কহিলেন 'শালাকো পাক্‌ড়লেও'—

পাঠক দারোগা বাবুর একথার অর্থ বুঝিতে পারুন, আর নাই পারুন ফাঁড়িদার তাহা বুঝিয়া লইল। সে তখনি এক

হাতকড়ি দিয়া হরিচরণের দুই হস্ত দৃঢ় রূপ বন্ধন করিয়া ফেলিল।

হরিচরণ কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল দোহাই দারোগা বাবু—আমি কিছুই জানি না। বিনাপরাধে আমাকে বাঁধিবেন না। আমি আপনার হুকুম অমান্য করি-নাই—তাহাদিগকে সঙ্গেই আনিয়াছি। চাহিয়া দেখুন, তাহারা বাহিরে গাড়ীতে আছে।"

দারোগা বাবু বাহির হইলেন। দেখিলেন বারাণ্ডার নিচে দুই ঘেরা গোযান অপেক্ষা করিতেছে। কনষ্টেবল দিগকে হুকুম করিলেন "উপরে লইয়া আইস।"

কনষ্টেবলদিগকে আনিতে হইল না। মানভয়ে নামীর পাঁঠার ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে শাশুড়ী বৌয়ে গাড়ীর বাহির হইলেন এবং অতি ধীর, অতি মৃদু গমনে তাঁহারা থানা ঘরের বারাণ্ডায় উঠিয়া একটা খুঁটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কুসুম-লতার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আবৃত—অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত। শাশুড়ী-রও প্রায় তাহাই, তবে অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

দারোগা বাবু উঠিয়া চুরুটে অগ্নি প্রদান করিয়া টানিতে টানিতে বারেণ্ডায় আসিয়া পায়চারী করিতে লাগিলেন। দুপাক তিনপাক ঘুরিয়া আসিয়া হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্মের কল বাতাসে পড়িয়াছে—তুমিই যে একাজের মূল তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি—"

এই কথা বলিতে বলিতে আবার পদ চালনা করিয়া বারাণ্ডার অপর দিকে চলিয়া গেলেন। আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "এখন বল দেখি, ঘোষেদের গরুটি চুরি করিয়া কোথায় রাখিয়াছ ?'

হরি। রাম! রাম!—অমন কথাকি বলিতে আছে, দারোগা বাবু? আমি বৃদ্ধ—বুড়া বয়েসে অমন কথাকি আমাকে বলিতে আছে?

দারোগা।—আমায় বলিতে নাই তোমায় করিতে আছে এখন সে কথা যাক, শীঘ্র বল গরু কোথায় রাখিয়াছ?

হরি। যথার্থ বলিতেছি, আমি তাহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানি না। দারোগা বাবু কনেষ্টবল দিগের প্রতি কটাক্ষ করিলেন, তাহারা হরিচরণের উপর নির্ঘাত প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

মনিবের ইঙ্গিত পাইয়া দুইজন কনষ্টেবল যাইয়া বেচারী গাড়োয়ানের দুই হস্তে হাত কড়ি দিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

দারোগার আদেশে হরিচরণ ও গাড়োয়ানকে নির্ঘাত প্রহার করিতেছে—তাহারা পরিত্রাহি চিৎকার করিতেছে। দারোগা স্বয়ং স্ত্রীলোক দুটিকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ধমক দিতেছেন—তাঁহারা এক ধারে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছেন।

দারোগা কহিলেন, গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেল। পুলিশের নিয়ম আছে, আসামীর সব্ব শরীর ভাল করিয়া দেখিতে হইবে।

চক্ষের জল মার্জ্জনা করিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, "বাবা আমরা গৃহস্থের মেয়ে, তুমি হাকিম মানুষ, তোমার সম্মুখে কেমন করিয়া আমরা গায়ের কাপড় খুলিব? আমি নাহয় বুড়া মানুষ, তুমি আমার পেটের ছেলের বয়সি, নাহয় পারিলাম। কিন্তু ঐ সোমত্ত বৌ তা কেমন করিয়া পারিবে?"

দারোগা।—সোমত্ত বলিয়া তো কুইন শোনেন না। খোল শীঘ্র গায়ের কাপড় খোল। নইলে ফাঁড়িদারে খুলিবে।

বৃদ্ধা সভয়ে গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলেন। কিন্তু লজ্জাশীলা কুসুমলতা তা'পারিলনা, সে দীন নয়নে শাশুড়ীর মুখেরদিকে চাহিয়া রহিল। শাশুড়ী অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "কি করিবে মা, অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা ঘটিল—মুখের কাপড় খোল।

কুসুমলতা তাহা পারিলনা। ফাঁড়িদার শেষে বৌয়ের গায়ে হাত দিবে, এই ভয়ে শাশুড়ী তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিলেন।

কুসুমলতার মুখের ঘোমটা খোলা হইল। দারোগা দেখিলেন,—অশ্রুপূর্ণ, বর্ষাবারি অভিষিক্ত পদ্মের ন্যায়,অনিন্দ্য-সুন্দরমুখী।

দারোগার পাপাসক্তপ্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল। তিনি একটু পায়চারী করিয়া ঘুরিয়া বসিয়া কহিলেন, "খোল খোল—আরও খোলাচাই। নতুবা ফাঁড়িদার আসিয়া খুলিয়া দিবে"

অগত্যা আরও খানিক খোলা হইল। তখন দারোগা বাবু কুসুমলতার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া কহিলেন "গরুচুরির কি জান বল?"

কুসুমলতা কোন কথা কহিল না। দারোগা কহিলেন, "এখানে কাঁদিলে চলিবেনা—কান্না কাটি বা অভিমানের স্থান নয়, শীঘ্র বলিতে হইবে, নচেৎ তোমাদের সকলের দশা দেখিয়াছ ত।"

লজ্জার ভয়ে জড় সড় হইয়া, কুসুমলতা কোন রকমে কিছু বলিল। কিন্তু কথা গুলি এত অস্ফুট যে, দারোগা তাহার কিছুই শুনিতে পাইল না। দারোগা তখন, দেবেন্দ্রের মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিবলে কিছুই ত শুনিতে পাই না।"

তখন দেবেন্দ্রনাথের মা কথা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "উনি বলিতেছেন, আমরা গৃহস্থের বৌ ঘরের বাহির হইনা। গরু চুরি কে করিল, তা আমি কেমন করিয়া জানিব?"

দারোগা। এ সকল কথা রাখ—কাহার দ্বারা সে গরুটা চুরি করিয়া ছিলে কত রাত্রে চুরি করিয়া ছিলে, এখন তাহা কোথায় রাখিয়াছ?

কাঁদিতে কাঁদিতে দেবেন্দ্রনাথের মাতা কহিলেন, "বাবা আমরা বড় দুঃখিনী, বামুনের মেয়ে। একটী মাত্র ছেলে ছিল,—অদৃষ্ট দোষে, বিধি বিড়ম্বনায় সে অন্ধের নড়ি কাঙ্গা-লের ধন আমার, আমাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

দারোগা। মরে গিয়েছে নাকি ?

বৃদ্ধা। বালাই, ষাট—ওকি। কি কথা বাপু তোমার ? এই এইটি আমার পুত্র বধূ—দেখ্ছো না ইহার সিঁতেয় সিন্দুর হাতে গহনা।

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই দারোগা বাবু কহিলেন,—ওহো হো বটে বটে। অতটা আমি বুঝি নাই। তা আচ্ছা তোমার ছেলে কি কাজ করে ?

বৃদ্ধা।—আগে খবরের কাগজের আফিসে, কাজ করিত, এখন একবৎসর তাহার সম্বাদ পাই নাই, এখন কি কাজ করে বলিতে পারি না।

বিকারী রোগীর যেন চৈতন্য হইল। এতক্ষণ যেন অচৈতন্য ছিলেন, হঠাৎ চৈতন্য পাইয়া যেন দারোগা বাবু কহিলেন, "বস্, বস্ সে কথা আমি শুনিতে চাহি না। এখন গরু কোথায় তাই বল!"

বৃদ্ধা বলিলেন, "ওমা তা আমরা কেমন করিয়া জানিব ? আমরা মেয়ে মানুষ—আমরা গরুচুরির কথা কেমন করিয়া জানিব ?"

দারোগা। ঐ গাড়োয়ান আর ঐ হরি বসুর সহায়তায় তোমরা গরু চুরি করিয়া কোথায় পাঠাইয়া দিয়াছ। সমস্তই ঠিক্ ঠাক্। পাকা চোর তোমরা। ঠিক্ হইয়াছে। তোমাদের সঙ্গীরাও গারোদ ঘরে একে একে সকল কথা স্বীকার করিতেছে। এ মোকদ্দমা আমি ডাকাতী আস্কারাতেই চালান দিব।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে এজাহার লওয়াই নিয়ম, সুতরাং তাহাই করিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে হরিচরণ ও গাড়োয়ানকে গারোদ ঘরে পাঠান হইয়াছিল, বুঝি অন্য কোন অভিসন্ধিও কিছু কিছু ছিল।

দারোগা বাবুর পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিলেন, "ওমা আমি যাব কোথা—কি সর্ব্বনেশে কথা গো। ভদ্রলোকের মেয়ে, গৃহস্থের বৌ—আমরানাকি

পাকা চোর! এ সকল তোমার কি রকম কথা, কেমন তারা দারোগা তুমি। দেশের লোকের ধন প্রাণ মান তোমার হাতে। বাবা আমরা কিছুই চুরি করি নাই--আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও আমরা বাড়ি যাই। বেলা গিয়াছে, কচি বৌ আমার সমস্ত দিন কিছু খায় নাই—মরে গেল।"

দারোগা একটু হাসিয়া চুরুটের ধূঁয়া উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "তোমার কঁচি বৌকে দেখিবার জন্য তোমাদিগকে গাড়ি করিয়া এখানে আনা হয় নাই।"

বৃদ্ধা। আমাদের কি অপরাধ যে, আমাদিগকে এখানে আনিয়া এমন করিয়া লাঞ্ছনা দিতেছ।

দারোগা। কিছু জান না। এত যদি লাঞ্ছনার ভয় তবে গরু চুরি করিয়াছিলে কেন?—মাগী ভারি দুষ্টু। ভারি সেয়ানা। মন ভিজানো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, পান সে চোখে টস্ টস্ করিয়া জল পড়ে, কথায় কথায় বাবা বলে, ভারি দুষ্টু, ভারি তুখড়। পাকা ছেনাল।

লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে আরও কুণ্ঠিতা হইয়া বৃদ্ধা উত্তর মুখ হইতে দক্ষিণ মুখে ফিরিয়া বসিয়া দুই হস্তে নয়নাবরণ পূর্ব্বক ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। উত্তম তাল বুঝিয়া পুনর্ব্বার হাসিতে হাসিতে দারোগা মহাশয় কুসুমলতার মুখবদিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি কথা কও, প্রকৃত কথা স্বীকার কর, সকল কাজ সকল গোল মিটিয়া যাক্—আমিই তোমাদিগকে খালাস দিব।"

এবার কুসুমলতা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"আমাদিগকে কিজন্য এখানে আনিয়াছেন?"

কথা যখন কুসুমলতা জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাহার চক্ষুর জল শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহার স্বরের স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য,—তাঁহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া দারোগা বাবু কিছু বিস্মিত হইলেন। হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। কুসুম, দারোগা বাবুকে নীরব দেখিয়া পুনঃপি বলিল, "দেখুন, সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আমাকে আপনি সত্য বলিবেন—

আমি বালিকা, এখন আপনার অনুগ্রহ প্রার্থিতা—আমায় প্রবঞ্চনা করিবেন না—কি জন্য আমাদিগকে এখানে আনিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

দারোগা তখনও কিছু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলেন না—তিনি ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে গৃহমধ্যে গমন করিলেন।

এ দিকে সন্ধ্যাও হইয়া আসিল। পাখীগুলি দুই একটি গান গাহিতে গাহিতে বাসায় চলিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

এ সময় তুমি কোথায় ?

আমার, যায় বুঝি সতীত্ব তরি, ডুবে অকূলপাথারে,
রক্ষ হবে মুরারে।

দারোগা গৃহ প্রবেশ করিলেন দেখিয়া কুসুমলতা একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শাশুড়ীকে কহিলেন, মা এখন উপায় কি ? রাক্ষসী নিশা ত সমাগত হইল।—আর বুঝি জাতি কুল মান থাকে না—বুঝি স্বর্গের সম্ব। সতীত্ব রত্ন ও আহৃত হয়,—মা আমার উপায় কি হইবে ? কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে ? যিনি আমাদিগের সহায় হইয়া আসিলেন, আমাদিগকে রক্ষা করিতে আসিলেন—তিনি অভাগিনীদিগের অদৃষ্টদোষে কতই না লাঞ্ছিত ও প্রহার খাইতেছেন ! হায়। আমাদিগের উপায় কি হইবে—এ বিপদ হইতে কে রক্ষা করিবে ?"

এই কথা বলিতে বলিতে কুসুমলতার সুদীর্ঘ সুন্দর নয়নযুগল জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল,—কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কুসুমের শাশুড়ীও আবার কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় ফাঁড়িদার আসিয়া বলিল, "আর বসিয়া বসিয়া কাঁদিলে চলিবে না—হয় গরুচুরি স্বীকার কর, আর নয় থানায় চল।"

বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাপু। তোমরা বিনা অপরাধে আমাদিগকে কেন এমন করিয়া কষ্ট দিতেছ? ধর্ম্ম কি নাই, দেবতা কি নাই?— আমরা ব্রাহ্মণের মেয়ে, সমস্ত দিন কিছু খাই নাই, ছাড়িয়া দাও একটু জল খেয়ে বাঁচি গে।"

ফাঁড়িদার। গরুচুরি যদি স্বীকার করিতে পার, তবে না হয় বাবু'কে বলিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি, নচেৎ নয়?

বৃদ্ধা। ওমা সে কি? হাঁগা, আমরা কি চোর, না চুরি করিয়াছি, তাই স্বীকার করিব?

ফাঁড়িদার। তবে ওঠ, গারোদ ঘরে চল, কালি আবার যেরূপ যাহা হয়, তাহাই পাবও।

অনাথিনীদ্বয় বড় কান্নাকাটি আরম্ভ করিল; তখন ফাঁড়িদার তাহাদের উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া কহিল, "তোমাদের দেখিতেছি অপমান হওয়াই নিতান্ত ইচ্ছা, এখন যদি স্বইচ্ছায় ওঠ ত ওঠ, নচেৎ ঐ লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া প্রহার করিতে করিতে লইয়া যাইব।"

ভয়ে ঘৃণায় লজ্জায় তাঁহাদের মুখে আর কথা সরিল না। পুনরায় আবার ফাঁড়িদার কট্‌মট্ চক্ষুতে চাহিয়া বলিল "এস।"

অক্রমতী বসন্তকুমারী নিঃশব্দে বসনাঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জন করিলেন এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একপদ অগ্রসর হইতে তিনপদ হাটিয়া পাড়য়া ফাঁড়িদারের দিকে যাইতে লাগিলেন।

ফাঁড়িদার বলিল, "দুইজন নহে, একজন আমার সঙ্গে আইস। দুইজনকে একস্থানে ত রাখা হইবে না। দুই ঘরে দুইজনকে থাকিতে হইবে।

এতক্ষণে শাশুড়ী বৌয়ের মনে রামগতির স্ত্রীর কথা,—তাহার শাসনায় কথাগুলি আগুনের অক্ষরে জ্বলিয়া উঠিল। আর সহ্য করিতে পারিলেন না;—দুইজনেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহারা এখন বেশ বুঝিলেন, "এতক্ষণ পরে, কুলুষ্মলক্ষ্মীর স্বর্গের মহল সতীত্বরত্ন নষ্ট হইতে আর অধিক

বিলম্ব নাই। তাঁহারা আর একপদ অগ্রসর হইলেন না—সেই খানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল অশ্রুধারে কাঁদিতে লাগিলেন। মনে ভাবিলেন, আমরা দুইজনে আলাহিদা হইয়া কোথাও যাইব না। একত্র থাকিয়া মার খাইতে হয় খাইব,—ভগবান্ যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, কে তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে?"

ফাঁড়িদার আবার ধমকদিয়া বলিল, "কৈ এলে না? দাঁড়িয়ে শুধু ঠাট করিলে চলিবে না।"

আর একজন কনষ্টেবল সেখানে আসিয়া কুসুমলতাকে কহিল "চল তুমি ঘরে চল।"

কচি কলার পাতায় আগুনের সেক দিলে সে যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, কুসুমলতাও সেইরূপ হইয়া গেল। তাহার চক্ষুর জল যেন শুকাইয়া গেল। সে শুষ্ককণ্ঠে কাতর মুখে শাশুড়ীর বদন প্রতি চাহিল। শাশুড়ী কি করিবেন, কোন উপায় নাই; কাঁদিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দনের রোলে থানার চতুঃপার্শ্বস্থ পশুপক্ষী কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কঠিন পাষাণ নির্ম্মাণ পুলীশ হুজুরাণের হৃদয় তাহাতে কাঁদিল না। কাঁদা দূরে থাকুক, একটু নরমও হইল না। কনষ্টেবল কুসুমলতার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল, কুসুম অপমানে, ঘৃণায়, লজ্জায় সেখানে বসিয়া পড়িল। বসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "নাথ! হৃদয়েশ! তুমি আমার কোথায়? আমি যে আমার স্বর্গের সম্পদ, সতীত্ব রত্ন পামরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে চলিল—এ সময়ও আসিলে না, আর দেখা কি দিবে না? দাসীর উদ্ধার কি করিবে না?"

এই সময় স্বয়ং দারোগা বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া, কনষ্টেবল ও ফাঁড়িদারকে কহিলেন, "তোমরা এখান হইতে যাও।" বাবু তখন আরও মদ খাইয়া আসিয়াছেন। ভৃত্যদ্বয় বৃদ্ধাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। দারোগা বাবুর কথায় কুসুম কোন উত্তর করিল না, কেবলই কাঁদিতে লাগিল।

দারোগা। সুন্দরী আইস।

দারোগা কুসুমের হস্ত ধারণ করিল। কুসুমলতা সবেগে হস্তোমোচন করিয়া বলিলেন, "আমি সনাথ হইয়া অনাথিনী, ভিখারিণী। আপনি হাকিম, গরীবের মা বাপ; কেন আমার উপর বল প্রকাশ করিতেছেন? আপনি আমার পিতা, আমি আপনার কন্যা—আমাকে রক্ষা করুন।"

দারোগা মুচকী হাসিয়া কহিল, "অমন সুন্দর মুখে অমন কথা কি বলিতে আছে? সহজে স্বীকৃত হও, আমার সহিত গৃহে চল, তোমার দুঃখ দূর করিব, তোমাকে ভিখারিণীর পরিবর্ত্তে রাজরাণী করিব।"

কুসুমলতা দেখিল যে, দারোগা মাদক সেবন করিয়াছে; আরও ভীত হইয়া বলিল, "আপনি এখান হইতে যান, আমার সহিত ওরূপ ব্যবহার করা কি উচিত? আমি আপনার কন্যা—আমার নিকট হইতে এখনি যান।"

দারোগা। কি করিব মন যে বুঝে না।

কুসুমলতার সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িত প্রবাহিত হইল, অস্থিতে অস্থিতে শিরায় শিরায় যেন অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হইল, হৃদয়ে অনন্ত শোক উপস্থিত হইল, মনে মনে বলিল, "হে ভগবান্, আমায় এমনি করিলে যে, এ পৃথিবীতে আমার সহায় কেহ নাই!—এত কষ্টে, সংসারের সকল সুখাধার স্বামীর দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া অতি ক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছি, দীননাথ! তাহাতেও কি বাদ সাধিতে হয়? প্রভো! এ অধিনীকে কি আরও ক্লেশ দিতে তোমার ইচ্ছা আছে?"

দারোগা। সুন্দরি! কথা কও।

কুসুমলতা দেখিল, ভয় করায় কোন ফল নাই, বরং অনিষ্ট আছে; সুতরাং হৃদয়ে দ্বিগুণ সাহস করিয়া বলিল, "আপনি এখনি যান।"

দারোগা। ও চাঁদ মুখ দেখিয়া কি যাইতে পারি—সুন্দরি সে বেল্লিকটাকে ভুলিয়া যাও।

কুসুমলতার হৃদয় যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে সক্রোধে বলিল, "সাবধান হইয়া কথা বলিবেন।"

দারোগা। সুন্দরি! আমার বাসনা পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য যদি আমায় প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়, আমি অম্লান বদনে তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি।

কুসুমলতা সজলচক্ষে কাতরকণ্ঠে বলিল, "অনাথিনী দরিদ্রার উপর এত অত্যাচার করিবেন না, ঈশ্বর কখনই এত সহিবেন না।"

দারোগা বাবু উচ্চ হাস্য সহকারে বলিলেন, "সুন্দরি, ঈশ্বর আবার কে?"

কুসুম। পরে জানিতে পারিবেন, তাঁহার চক্ষে ধূলা দেওয়া যায় না,—তাঁহার বিচারে পক্ষপাত নাই।

দারোগা। ও সকল বাজে কথা থাকুক, এখন আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, তোমার দারিদ্র্য ঘুচাও—আমি এখনই তোমাকে রাজরাণী করিতে পারি।

পুষ্প বিমর্দ্দিত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় কুসুমলতা ক্রোধকম্পিত কলেবরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে কহিলেন, 'তুমি আমায় অর্থ লোভ দেখাইতেছ, আমার অন্তর চিরিয়া দেখ এ হৃদয়ে পতি প্রেমই প্রতিফলিত—স্বামীই আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ।" দুর্বৃত্ত নরাধম দারোগা মদের নেশায় ঢুলিতেছিল, কুসুমলতার কথা কাণে করিল না। কুসুমলতা কত চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। উভয়ে অনেকক্ষণ পরস্পরে বল প্রকাশ করিল, কিন্তু ক্রমশঃ কুসুমলতার বল হ্রাস হইতে লাগিল। এখানে—এমন পল্লীতে ভদ্রলোক কেহ নাই, নিকটেও লোক নাই,—থাকিলেও পুলিসের নিকট আসিয়া কেহই সাহায্য করিবে না—সুতরাং চীৎকারেও কোন ফল নাই। দারোগা উন্মত্ত, কুসুমলতা নিরুপায়; তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, বক্ষ সবেগে দুর দুর করিতে লাগিল, চক্ষে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "দয়াময়, ঈশ্বর! তোমা বই অভাগিনীর আর সহায় নাই, বিপদ ভঞ্জন এ বিপদের সময় উদ্ধার কর দেব!"

দারোগা আবার সবেগে কুসুমলতাকে টানিল, কুসুমলতা ভূমিতে পড়িয়া গেল,—সে তখন প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পামর তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বল প্রকাশ করিতে লাগিল। আর বিলম্ব নাই, বুঝিবা সতীর সর্ব্বনাশ হয়, কুসুমলতা সবেগে সবলে তাহাকে পদাঘাত করিতেছে, কত কাকুতি মিনতি করিতেছে, সতীত্বনাশভয়ে উভয় চক্ষু দিয়া শতধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছে, তথাপি পাপাত্মার ভ্রূক্ষেপ নাই, সে আপন পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টায় রত। এমন সময়ে সহসা দ্রুতবেগে সেই স্থানে প্রায় পঞ্চাশজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল—কুসুমলতার হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইল, তিনি তখন মূর্চ্ছিতা হইলেন।

আগন্তুকের মধ্য হইতে একজন দারোগাকে টানিয়া লইয়া বিষম প্রহার করিতে লাগিল। আরও জনকয়েক যাইয়া গারোদ ঘরে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে আসামীদিগকে মুক্ত করিয়া লইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহারা কুসুমলতা ও কুসুমলতার শাশুড়ী এবং অন্যান্য সকলকে লইয়া তথা হইতে চম্পট দিল। দারোগা তখন প্রহারে এবং মাদকের ঘোরে হত চৈতন্য। কনষ্টেবলগণ হতবুদ্ধি। যাহারা আসিল তাহারা কে কোন্ দেশে তাহাদের বাড়ী, তাহারা তার কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না।

এদিকে কুসুমলতাকে লইয়া তাহারা বিজয়পুরে দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে যাইয়া পৌছিল, সেখানে কুসুমের ও কুসুমের শাশুড়ীর যাহা কিছু ছিল লইয়া এবং দুইখান শিবিকাতে তাঁহাদিগের দুইজনকে উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুলীশ হুজুর।

জগতের গোলক ধাঁধা—
গোলক বিহারী জানে।

পরদিন সকালে উঠিয়া দারোগা বাবু পুলীশ সুপারিণ্টেডেন্ট বাহাদুরেরর নিকট রিপোর্ট করিলেন, "বিজনপুরের ঘোষেদের একটা গরু চুরী হয়, আমি তদারকে গিয়া কয়েকজন আসামীকে গেপ্তার করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারাও গরু চুরী স্বীকার করিয়াছিল। পর দিন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চালান দিব,—সেদিন রাত্রি হওয়া হেতু গারদ ঘরে আসামীগণ আবদ্ধছিল। রাত্রি যখন অনুমান দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, সেই সময় প্রায় পঞ্চাশ জন ডাকাত আসিয়া আসামীদিগকে ছাড়াইয়া লইয়া যায় এবং থানাঘরের সমস্ত দ্রব্যাদি লুট পাট করিয়া লইয়া গিয়াছে। অতএব হুজুরের নিকট লেখা যাইতেছে, আপনি সারেজমিন তদারকে আসিয়া ডাকাইতদিগকে ধরিয়া উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করতঃ পুলীশের মান সম্ভ্রম বজায় রাখুন।"

রিপোর্ট যথাসময়ে পুলীশের খোদসাহেবের নিকট পৌঁছিল। পুলীশ সাহেব তাহা পাঠ করিয়া একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া গেলেন। তখনি কুম্ভকর্ণের শুদ্ধভঙ্গের ন্যায় একটা 'সাজ সাজ সমরে' মত মহা গোলযোগ উঠিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইনেস্পেক্টর সবইনেস্পেক্টর, কনষ্টেবল, হেড্ কনষ্টেবল প্রভৃতি পুলীশের সৈন্য সামন্ত বন্দুক পুরিয়া অস্ত্রেশ দিয়া সেনাপতি স্বয়ং পুলীশ সাহেবের পশ্চাদনুসরণ করিল।

থানায় পৌঁছিয়া প্রথমেই দারোগা বাবুর এজাহার লওয়া আবশ্যক; সুতরাং সাহেব তাহাই করিতে বসিলেন। তিনি

দারোগা বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতক্ষণ রাত্রে থানা ঘরে আসিয়াছিল, ডাকাইতগণ?"

দারোগা। রাত্রি তখন প্রায় দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছিল?

সাহেব। কয়জন তাহারা ডাকাইত?

দারোগা। পঞ্চাশজনের কম নহে।

সাহেব। দেখিতে কিরূপ চেহারা?

দারোগা। সকলের সমান নহে, কেহ বা খর্ব্ব, কেউ কালো কেউ সুন্দর। সকলেরই মুখে কাপড় আঁটা। মস্ত মস্ত লম্বা লম্বা লাঠি হাতে।

পুলিশ সাহেব তখনি রাইটারকে লিখিতে বলিলেন; সে তখনি দোয়াত কলম কাগজ বাহির করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া লিখিতে বসিল। সাহেব বলিলেন, লেখে—'ডাকাইতগণের সকলের চেহারা সমান নহে। কেহ ছোট কেহ বড় কেউ কালো কেহ সুন্দর, সকলেরই মুখে কাপড় আঁটা, হাতে মস্ত মস্ত লম্বা লম্বা লাঠি—পুলিশ কর্ম্মচারীগণের উপর বিশেষরূপে আজ্ঞা করা যাইতেছে, ঐরূপ চেহারাবিশিষ্ট ডাকাইতগণের অনুসন্ধান করা অত্যাবশ্যক ও বিশেষরূপে দরকার হইয়া পড়িয়াছে।'

রিপোর্ট লেখা সমাপ্ত হইল। পুলিশ সাহেব তখনই তাহা নিকটস্থ তিন চারি থানার দারোগার নিকট পাঠাইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর দারোগা দল "কেউ ছোট, কেউ বড়, কেউ সুন্দর কেউ কালো, মুখে কাপড় আঁটা হাতে মস্ত মস্ত লাঠি" এইরূপ চেহারা বিশিষ্ট একদল ডাকাতের অনুসন্ধানে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু কিছু-তেই কেহ সেরূপবিশিষ্ট ডাকাতের দলের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইল না। অগত্যা অনেক অনুসন্ধানে, দিন তিন চারি বিশ্রাম আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষ পুলীশে নাজাই রিপোর্ট প্রেরিত হইল। কোন ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে ঐরূপ হইলে অবশ্য নাজাই হইত না। তাহা হইলে

ফরিয়াদীকে ২১১ ধারায় পতিত হইতে হইত। কিন্তু ইহা যখন পুলীশের নিজের কার্য্য, তখন তাহাই লেখা হইল। পুলীশ সাহেব তাহা পাঠ করিয়া আরও অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গেলেন। টেবিলে গুটিকয়েক চপেটাঘাত করিয়া অঙ্গুলি কামড়াইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বাম্বড় পড়ে ঘোগেড় বাসা? কি আশ্চর্য্য—যাহাতে ডাকাটির দল ধড়া পড়ে তাহা কড়ব আমি—I shall not give it up as long as I shall live.

বৈকালে ডিটেক্‌টিভ পুলীশের ইন্‌স্পেক্টরকে ডাক হইল। ডিটেক্‌টিভ পুলীশইনেসপেক্টর আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। বড় চতুর ও সুরসিক। পুলীশের কাজেও তাঁহার পশার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। বয়স অনুমান চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। নাম উমেশচন্দ্র। উমেশচন্দ্র পুলীশ সাহেবের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, সাহেব বলিলেন, "বাজীবপুড়েড় থানার একটা ডাকাটি হইয়া গিয়াছে, খবড় ডাখ?"

উমেশ। হাঁ শুনিয়াছি, তাহার কি কোন সুরথাল হয় নাই?

সাহেব। অনেক হইয়াছে—তবে কেহ ডাকাটের দলকে ধড়িতে পাড়ে নাই।

উমেশ। ডাকাতেরা কোথাকার তাহার কি কিছু সন্ধান হইয়াছে?

সাহেব। ঠিক তা বলিতে পাড়ি না আমি। তবে যাহা আমি শুনিয়াছি তাহা শুনিলেই পাড়িবে তুমি ডাকাটের দল ধড়িতে। ডাকাতেরা প্রায় পঞ্চাশজন। কেহ কালো কেহ সুন্দড় কতক মোটা কতকসরু—সকলেড়ই মুখে কাপড় আঁটা, হাটে মস্ত মস্ত লাঠি।

উমেশচন্দ্র মনে মনে হাসিলেন। বলিলেন, "এত যখন ঠিক্ ঠাক্ তখনও ডাকাতের দল ধরা পড়ে নাই?"

"যতসব শূয়াড়কো বাচ্চা লইয়া আমাড় কাজ। যাও টুমি, ডাকাট ধরিটে পারিলে সার্টিফিকেট দিব টোমাকে।"

উমেশচন্দ্র চলিয়া গেলেন। বাসায় গিয়া কাপড়াদি সাজসজ্জা

ও একজন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া রাজীবপুরের থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন রহস্য।

যথা ধর্ম্ম তথা জয়
পাপ কার্য্যেই ভুগতে হয়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজীবপুরের থানাঘরের মধ্যস্থলে একটা আধময়লা সেজের ভিতর মোমের বাতি জ্বলিতেছে। কাঁড়িদারেরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে আপনাপন সুখানুসন্ধানে প্রবৃত্ত।

স্বয়ং দারোগা বাবুও আমোদে প্রমত্ত। আটচালার মধ্যস্থলে থাসফরাশের উপর ওস্তাদজী এবং দারোগা বাবু অনেক ক্ষণ ইহার আর একটি ষোড়শী বারাঙ্গনা। সকলের মাঝখানে ঈষৎ পীতবর্ণ স্বচ্ছ তরলকার হুইস্কি পরিপূর্ণ দুইটি বোতল,—তাহার পার্শ্বদেশে কাঁচের ডিসে মাংস। খুব আমোদের জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। অনবরত গ্লাস চলিতেছে, বারাঙ্গনার কণ্ঠ হইতে কাশ্মিরী খেমটার গীত বাহির হইতেছে—ইয়ারের দল শত সহস্রবার বাহবা দিয়াও কুলাইতে পারিতেছেন না।—এ হেন আনন্দের সময় তথায় ডিটেকটিভ পুলীশের উমেশচন্দ্র আসিয়া হাজির হইলেন।

দারোগা বাবু তাঁহাকে চিনিতেন না, সুতরাং কথাও কহিলেন না। গ্রাম্য পুলীশের হুজুরেরা যে কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করে না;—ভদ্রলোক বা যিনিই কেন হউক না, কেহই যে তাহাদিগের কৃপা কটাক্ষের পাত্র নহে,—তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও লিখিয়া জানাইতে হইবে না।

উমেশচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইয়া সে দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে বড়ই চটিলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষ বলিলেন, "দারোগা বাবু কে?"

উমেশচন্দ্র প্রায় এক কোয়াটার সময় সেখানে খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু আমোদ ও মদ বিভোর দারোগা বাবু বা কেহই তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না। অনেক ক্ষণের পর একজন ইয়ার তাঁহারদিকে ফিরিয়া অবজ্ঞাভাবে—কেন না তিনি দারোগার ইয়ার—বলিলেন, 'কেন, তোমার বাড়ি কোথায়?'

উমেশচন্দ্র ধরা ধরা ভরা ভর। আওয়াজে বলিলেন, "অনেক-দূর, বর্দ্ধমান জেলায়।"

ইয়ার। এখানে কি?

উমেশচন্দ্র। দারোগা বাবুর কাছে প্রয়োজন আছে।

ইয়ার। এখন যাও কাল সকালে এস।

উমেশ। আমার প্রয়োজন এখন, কাল সকালে আসিয়া কি করিব?

এতটা যদি কথা হইল, তবে দারোগা বাবুও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একটু গান থামাইয়া আমোদ ভঙ্গ করিয়া দুঃখিত ভাবে লোকটীর উপর যথেষ্ট রাগিয়া বলিলেন, "কেহে তুমি কেছ কেছ করিতেছ? আমিই দারোগা কি প্রয়োজন?"

উমেশ। আজ্ঞে আমার বাড়ি বর্দ্ধমান জেলায়, আমি মাওরায় গিয়ে—

উমেশচন্দ্র এই পর্য্যন্ত বলিতেই দারোগা ধমক দিলেন। বলিলেন, "বস্ বস্ আমি তোমার অতটা কথা শুনিতে চাই না, সে সময় আমার নাই।"

উমেশ। যদি আপনি না শুনিবেন, তবে আমার উপায় কি হইবে? আপনারা শান্তি রক্ষক—দেশের লোকের ধন প্রাণ মান সম্ভ্রম আপনাদের হাতে।

দারোগা তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। বারাঙ্গনাকে কহিলেন "গাও গাও।'

কিন্তু সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হাজার হউক রমণী

হৃদয় ; বড় কোমল। সে বলিল, "লোকটা কি বিপদে পড়িয়াছে শুনুন না।"

সুতরাং দারোগাকে আবার উমেশচন্দ্রের কথায় কর্ণপাত করিতে হইল। বলিলেন, "তার পর কি বল ?"

উমেশ। তার পর আমি মাগুরা জেলা হইতে বাড়ি যাইতেছিলাম ; সন্ধ্যা হইল, তাই এ গ্রামের এক কৈবর্ত্তদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ তাহারা বেশ ভদ্রতা দেখাইয়া আমাকে স্থান দিল, আমার নিকট একটা ব্যাগ ছিল, তাহাতে নগদ কিছু টাকা ও কাপড় চোপড় ছিল। আমাকে জল খাইতে অন্য একটা ঘরে ডাকিল, আমি গেলাম এবং আমার সঙ্গের ঐ লোকটি তখন বাহিরে গিয়াছিল, এই অবসরে তাহারা আমার ব্যাগটি লইয়া ঘরে তুলিল এবং আমাদিগকে প্রহার করিতে আসিল, আমরা কোন রকমে পিতৃপুণ্য ফলে দৌড় দিয়া পলায়ন করিলাম এবং ছুটিয়া আসিয়া আপনার নিকট সবিশেষ নিবেদন করিতেছি, আপনি দেশের মা বাপ—যাহাতে সুবিচার হয় এবং আমার দ্রব্যগুলি আমি পাইতে পারি তাহা করুন।

উমেশচন্দ্র এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। দারোগাও নীরব ! অনেকক্ষণ পরে দারোগা ইয়ারগণকে বলিলেন লাগাও। তাহার' বোতল হইতে গ্লাসে সুরা ঢালিয়া দারোগা বাবুর হাতে দিলেন, দারোগা তাহা পান করতঃ রুমালে মুখ মুছিয়া বেশ্যা সুন্দরীর মুখচুম্বন করতঃ বলিলেন, "নও গাও।" সুতরাং গীতারম্ভ হইল। উমেশচন্দ্র যেমন দাঁড়াইয়াছিলেন, তেমনই দাঁড়াইয়া থাকিলেন, তাঁহার ভৃত্যটিও খাড়া দাঁড়াইয়া—কিন্তু সে তাহাতে বিরক্ত হইতেছে না। কারণ সে জানিত ডিটেক্টিভ পুলীশের লোকের দুর্দ্দশাই এইরূপ।

ঝাড়া ছয়দণ্ড সে গান গীত হইল। শেষ একটু বিশ্রাম—সেই সঙ্গে সঙ্গে সুরা সেবন।

একটু অবসর বুঝিয়া উমেশচন্দ্র কহিলেন, "বাবু ! আমার নালিশের উত্তর কি করিলেন ?"

দারোগা বাঁকাস্বরে বিকৃতমুখে বলিলেন, "তোর নিকট আর টাকা আছে ?"

উমেশ। যা ছিল তা কেড়ে নিয়েছে, আর কোথায় পাব ?

দারোগা। তবে আমায় কি দিবি ?

উমেশ। আমি কোথায় কি পাইব ? আর শুনিয়াছি পুলীসকে কিছু না দিয়াই নালিশ হয়।

দারোগা। তবে যার কাছে শুনেছিস্ তারই কাছে যা।

উমেশ। আমার হাতে টাকা নাই বলিয়া কি আমি সুবিচার পাইব না ?

দারোগা। মিছে আবদার করিলে ত আর চলে না। অন্ততঃ যদি ত্রিশটি টাকা আমাকে দিতে পারিস্, তবে আমি তোর নালিশের তদারকে যাইতে পারি, —নচেৎ নহে।

উমেশ। তবে আমার উপায় ?

দারোগা। তা আমি কি জানি।

উমেশ। আপনি ত গভর্ণমেণ্টের নিকট বেতন পান।

দারোগা। যা যা বেটা উঠে যা—নহিলে অপমান হবি।

উমেশ। থানায় কি লোক অপমান হইতে আইসে ? গভর্ণমেণ্ট কি আপনাকে লোকের অপমান করিতে কতকগুলি টাকা মাসিক বেতন দিয়া রাখিয়াছেন ?

দারোগা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করিল ; "রামসিং, রামসিং" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্মশ্রুগুম্ফ সুশোভিত হৃষ্টপুষ্টকায় পশ্চিম দেশীয় এক কনষ্টেবল দারোগা বাবুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দারোগা বাবু ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "উস্কো বদ্‌মায়েস্ কো পাকড় লেও, আউর পচিশ জুতি লাগাও।

উমেশচন্দ্র, দারোগা বাবুর হিন্দি বুঝিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। রামসিং উমেশচন্দ্রের হস্ত ধরিতে গেল। উমেশচন্দ্র বলিলেন, "খবরদার, কাছে আসিস্ না।"

রামসিং, সে গম্ভীর ও তেজপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বড় একটা আগু হইতে পারিল না। দারোগা তাহাতে আরও জ্বলিয়া

গেলেন, আরও জন কযেক কনষ্টেবলকে ডাকিলেন, সকলের উপরে কড়া হুকুম দিলেন; "ঐ বদমায়েসকে যত পার প্রহার কর এবং গারদঘরে পুরিয়া রাখ। ও ডাকাত—কাল চালান দিতে হইবে।"

তখন কনষ্টেবল মহাশযেবা মহাহ্লাদে উমেশচন্দ্রকে বাঁধিতে ও মারিতে গেলেন। এই সময উমেশচন্দ্রের ভৃত্য উমেশচন্দ্রের ডিটেক্‌টিভ পুলীসের সাজ সজ্জা বাহির করিল। উমেশচন্দ্রও গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সাবধান, আমি ডিটেক্‌টিভ পুলীশের ইনেস্পেক্টার। পুলীস সাহেবের অনুমতি অনুসারে তোমাদের মোকদ্দমাব গোপনে তদন্ত কবিতে আসিযাছি।"

উমেশের কথা শুনিযা এবং ভৃত্য-হস্তে সাজ সজ্জা দেখিয়া কনষ্টেবলগণ কম্পিত অন্তবে দূবে পলাযন করিল। দারোগা বাবুর চক্ষু স্থির। ইযারগণও দারোগার ভাবভঙ্গী দর্শনে আস্তে আস্তে উঠিলেন, বেশ্যাসুন্দবীও তাহাদিগের পশ্চাদনুসবণ করিলেন—ওস্তাদজীও চম্পট দিলেন। দারোগা বাবু একা—। হৃদয দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, তিনি উঠিলেনও না, কথা কহিলেনও না—যেন একটা জড পিণ্ড।

উমেশচন্দ্র তখন গম্ভীব স্বরে বলিলেন, "দারোগা বাবু আপনি গভর্ণমেণ্টের যে কাজ কবিযা থাকেন, তাহা ত আমি বেশ দেখিলাম, এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা কবি, আপনি আমাকে যেমন ডাকাত বলিযা চালান দিবেন স্থির করিলেন, তেমনই কি ডাকাতেরা আসিযা আপনাব থানাঘর লুঠ করিযাছে?"

দাবোগা বাবু নিরুত্তর।

উমেশ। কথা কহন, আমাব কথার উত্তর দিন।

দাবোগা। কথা আব কি কহিব?

উমেশ। আপনার সে মোকর্দ্দমা মিথ্যা?

দারোগা। আপনার কি বিবেচনা হয?

উমেশ। সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি পুলীস সাহেবকে আজিকার এ ঘটনা সমস্ত জানাইযা আপনি যাহাতে রীতিমত শাস্তি পান, তাহাই করিব।

দারোগা এই কথা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া উমেশের পদতলে লুটিয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমাকে রক্ষা করুন।"

"তবে তুমি যাহাতে শারীরিক কোন শাস্তি না পাইয়া কেবল কর্ম্ম হইতে চ্যুত হও তাহাই করিব," এই কথা বলিয়া উমেশ-চন্দ্র তথা হইতে উঠিলেন। দারোগা সে রাত্রে তাহাকে সেখানে রাখিবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিল,—কিন্তু কিছুতেই তিনি সেখানে থাকিলেন না।

এই ঘটনার আট দশ দিন পরে পুলীস সাহেবের নিকট হইতে রাণীপুর থানার দারোগা মহাশয়ের নামে এক হুকুম আসিল যে, তিনি যেন রাজকার্য্য সমস্ত হেড্ কনষ্টেবলের নিকট বুঝাইয়া আগামী কল্যই কার্য্য হইতে অবসর লয়েন। দারোগাকে অগত্যা তাহাই করিতে হইল। যাইবার সময় দুঃখ ও কষ্ট রাশির মধ্য হইতে কে যেন তাহাকে গুরু গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিল—"সতীর শাপে সব হয়। সতীর শাপে রাবণ নির্ব্বংশ হইয়াছিল, দুর্য্যোধন সবংশে মজিয়াছিল, কীচক কুষ্মাণ্ডাকৃতি ধারণ করিয়াছিল—তুমিত কোন্ ছার!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:::০—

দ্বিতীয় বৎসর।

"শুকাইল ইন্দুবালা নিদাঘের ফুল।

এ কি সেই?

কুসুম বড় রোগগ্রস্তা। এ সম্বাদ কুসুমের সোদরাপ্রতিম গিরিবালার নিকট গেল। সে শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্না হইল,

বিশেষ কত দিন হইল সে মাকে দেখে নাই, মায়ের এত বিপদ গিয়াছে, এখন মা কেমন আছেন, তাঁহাকে না দেখিলে কি আর মেয়ে থাকিতে পারে। সে তাহার স্বামীর নিকট বড়ই কান্না কাটি আরম্ভ করিল। তাহার প্রার্থনা, একবার সে কুসুমের বাপের বাড়ি গিয়া কুসুমকে ও মাকে দেখিয়া আইসে। তাহার স্বামী অনেক দিনের পর, অনেক আপত্তির পর শেষ স্বীকার করিলেন। কালই দিন স্থির হইল, শোয়ারী বেহারা আসিল, ঘোড়া সজ্জীভূত হইল—তখন শুভক্ষণে স্বামী ও স্ত্রী শুভযাত্রা করিলেন।

এখন কুসুমলতাও তাহার শাশুড়ীর কথা বলি। পাঠক জানেন, যে সকল লোক গিয়া নরাধম দারোগার হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহারা কুসুমের বাপের বাড়ির লোক। কুসুমের ভাইও সেই সঙ্গে ছিলেন। তার পর তাহাদিগকে শোয়ারী করিয়া বাড়ি আনিয়াছিল, তাহাও পাঠক জানেন। কৌশলময়ী কুসুমলতা যে পত্র বাপের বাড়ি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া তাহার ভাই বুঝিয়াছিলেন যে, বিনা লোকে তাহাদিগের উদ্ধার অসম্ভব,—তাই অত লোক সঙ্গে আনিয়াছিল। যাহা হউক, কুসুমলতা বাপের বাড়ি আসিল কিন্তু তাহার মনের স্ফূর্ত্তি, মুখের হাসি, যেন একেবারে লোপ হইল। সে কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহে না,—আপনমনে আপনি থাকে। তখন সকলে ভাবিত, আপন মনোদুঃখে কুসুম কাহারও সহিত কথা কহে না।

ক্রমে রোগ প্রবলাকার ধারণ করিল। সে আপনমনে বকে, কেহ কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিকট হাসি হাসিয়া উঠে।

কন্যার দশা দেখিয়া কুসুমের মা কাঁদিলেন এবং কবিরাজ আনাইয়া চিকিৎসা করিতে আদেশ করিলেন। কবিরাজ মহাশয় বচন আওড়াইয়া হাত টিপিয়া বিষ্ণুতৈল ও কালো চিন্তামণি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। কুসুম কিন্তু ঔষধ খায় না—তৈল ঔষধ দেখিলে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠে। কুসুমের

শাশুড়ীও কুসুমের পিত্রালয়ে ছিলেন, তিনিও পুত্রবধূর এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া যার পর নাই মর্ম্মাহতা হইলেন।

ফাল্গুন মাস, বেলা অতি অল্পই আছে। বসন্ত-পবন মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে। বাগানে গোলাপ, মল্লিকা, জাঁতি যূথী প্রভৃতি বিবিধ কুসুম প্রস্ফুটিত হইযাছে। কুলাঙ্গনাগণ যৌবনের মোহন মাধুরী বিকীর্ণ করিতে করিতে কেহ কেহ বা নদীতে গাত্র ধৌত করিতে যাইতেছে, কেহ কেহ গাত্র ধৌত করিযা বাড়ি আসিতেছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেব দূর হইতে উঁকি মারিযা সে শোভা দেখিতেছেন। এই সময় কুসুমলতাব পিতৃ আবাসে একখানি শিবিকা ও এক জন অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবিকায় গিরিবালা—অশ্বারোহী গিরিবালাব স্বামী সুরেশচন্দ্র।

তাঁহাদিগেব পবিচয প্রাপ্তে সকলে সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। কন্যাগণ আসিযা গিরিবালাকে বাড়িব মধ্যে লইযা গেল,—সুরেশচন্দ্র বৈঠকখানায গিযা বসিলেন।

গিরিবালা বাটীর মধ্যে গিযা আগেই বৌযের সহিত দেখা করিতে চাহিল। সে কথাটায সকলেরই নযনকোণ হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইল, কেন না সে চারু প্রতিমায ঘুণ ধরিয়াছে—সে বুদ্ধিমতী সরলা বালিকা আজি বিষম রোগগ্রস্তা।

যাহা হউক, যে গৃহে কুসুমলতা থাকিত, একটি মেয়ে গিরিবালাকে সঙ্গে লইযা সেই ঘবে গেল। গিরিবালাকে দেখিযা কুসুমলতা কোন কথাই কহিল না—কেবল সেই নীলোৎপল সদৃশ নযন যুগল হইতে অনবরত অশ্রু বিগলিত হইযা বক্ষঃস্থল বিধৌত করিল।

গিরিবালাও কুসুমলতার দশা দেখিযা অনেক রোদন করিলেন। দেখিলেন, সেই প্রভাত-নক্ষত্র স্বরূপিণী অনন্ত সুন্দরী যাহার সর্ব্বাবয়ব সুললিত গঠন ছিল—এক্ষণে বিশুষ্ক বদন, শীর্ণ শরীর, প্রকট কণ্ঠাস্থি, নিমগ্ন নয়নেন্দীবর। কুসুমলতা গিরিবালাকে দেখিলে যে হাসি হাসিত, আজি আর সে হাসি হাসিল না—আজিকার হাসির বিকট ভৈরব ভাব। গিরিবালা তাহা

দেখিয়া অনেক কান্নাকাটি করিল—শেষ কুসুমলতার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "বৌ, আমি এসেছি, কথা কও।"

বৌ কথা কহিল না, আবার হা হা করিয়া বিকট হাসি হাসিয়া উঠিল। অগত্যা তখন গিরিবালা সেখান হইতে উঠিয়া মায়ের কাছে গেল। মায়ে ঝিয়ে কত কান্না কাঁদিলেন। দাদার জন্য গিরিবালা মাটিতে পড়িয়া এলোচুলে লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিলেন। শেষ মাতাকে বলিলেন, "মা, তুমি আমার বাড়িতে চল। বৌ ত রোগগ্রস্তা, এখানে কে তোমার সেবা শুশ্রূষা করিবে?"

মাতা চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন, "আমার সোণার প্রতিমা বৌমার এই দারুণ রোগের সময় তাহাকে ফেলিয়া আমি কোথায় যাইব?"

গিরি। এখানে থাকিয়া তুমি তাহার কি করিতে পারিবে?

মা। তবু দেখিব।

গিরি। তাহাতে কোনই ফল হইবে না, কেবল তুমি নানা রূপ কষ্ট পাইবে, আমার নিকট থাকিলে তবু একটু শান্ত থাকিতে পারিবে।

মা। বৌমাকে কে দেখিবে?

গিরি। যেমন হউক উহার বাপেরা নির্ধন নহেন, চিকিৎসা করাইতে পারিবেন। আর মা বাপের মেয়ে, মা বাপের কাছে থাকিবে।

তখন অগত্যা মাতা স্বীকৃতা হইলেন। সে নিশা সকলে সেখানে থাকিয়া পর দিন প্রভাতে সুরেশচন্দ্র শাশুড়ী ও স্ত্রী সমভিব্যাহারে নিজালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় কুসুমের জন্য গিরিবালা ও তাহার মাতা অনেক কাঁদাকাটি করিয়াছিল, সেটা লিখিয়া জানান বাহুল্য মাত্র।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:::০—

পুত্র পিণ্ড প্রদানিলে স্বর্গ হয় লাভ।

সবই কি আর হয় পুত ?
কেউ বানর কেউ পুত।
তার হাতের জল পেলে না ?

যথা সময়ে সুরেশচন্দ্র বাড়ী ফিরিলেন। গিরিবালা ও তদীয় মাতাও আসিলেন।

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়,—দেবেন্দ্রনাথের মাতা কন্যার ভক্তি ও শুশ্রূষায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণের যন্ত্রণার আর কিছুতেই লাঘব হইল না। উপযুক্ত ছেলে জীবন্ত থাকিয়াও আর বাড়ি আসিল না,—তদভাবে এমন সোণার বউ সুদারুণ রোগগ্রস্তা, আর আপনি এখন জামাইবাড়ি। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধা অতিশয় ক্লিষ্টা হইয়া পড়িলেন।

হেমন্তকাল, বড় জ্বরের প্রাদুর্ভাব। বৃদ্ধার জ্বর হইল। কবিরাজ আসিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিন দিন বলিয়া বিশেষ কোন জ্বরঘ্ন ঔষধ না দিয়া এক যোড়া চতুর্দ্দশমূল পাচনের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। কিন্তু জ্বরের কিছুই হইল না—যেমন পিপাসা, তেমনই দাহ, আর মধ্যে মধ্যে পাৎলা পাৎলা বাহ্যে। পর দিন আবার কবিরাজ আসিলেন, আবার হাত দেখিলেন—আবার পাচনের ব্যবস্থা করিয়া উঠিয়া গেলেন। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের যেন সে পাঁচন তত মনোনীত হইল না, তিনি এক জন ডাক্তার আনিতে চাহিলেন। শাশুড়ী কিন্তু তাহাতে নারাজ।

তিনি বলিলেন, "এখন আর ডাক্তারী ঔষধ খাইব না, হরি যদি মুক্তি দেন, যমে যদি আমায় নেয়, সে আমার পক্ষে বড় মঙ্গল।" সুরেশচন্দ্র তাহা বুঝিলেন না। তিনি হাত টিপিয়া জ্বরের অল্প বিরাম দেখিয়া কুইনাইন সেবন করাইয়া দিলেন। চারি পাঁচ দিন অনবরত কুইনাইন সেবনেও কিন্তু জ্বর বন্ধ হইল না। তখন সুরেশচন্দ্র আবার আর এক জন কবিরাজের নিকট গেলেন, শাশুড়ীর অবস্থা বলিলেন। বলিলেন, "এত ক'রে চারি পাঁচ দিন ধ'রে কুইনাইন সেবন করান হইল, তবুও জ্বর বন্ধ হইল না।"

কবিরাজ মহাশয় বচন আওড়াইয়া হাসিয়া বলিলেন, "কুইনাইনের কি আর জ্বর নষ্ট করিবার সে শক্তি আছে। আমি তিনটা বড়ি দিতেছি লইয়া যান; একটা এখন, আর একটা জ্বর বিরাম সময়, আর একটা কাল সকালে সেবন করাইয়া দিবেন। ইহাতেই নিশ্চয় জ্বর আরোগ্য হইবে।"

প্রত্যুত্তরে সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "আপনি একটু চলুন, দেখিয়া যে ব্যবস্থা হয় করিবেন।"

কবিরাজ বলিলেন, "না, যাইতে হইবে না। আপনি গিয়া ঔষধ সেবন করাইয়া দিন, জ্বর নিশ্চয়ই সারিবে।"

সুরেশচন্দ্র ঔষধ লইয়া বাড়ি আসিলেন। সন্ধ্যার পর একটি বড়ি মাড়িয়া শাশুড়ীকে সেবন করিতে দিলেন। শাশুড়ী বলিলেন, "বাপু! আমার জন্য ঔষধ কেন? মৃত্যুই এখনআমার পক্ষে মঙ্গল।"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "মা! জীবন থাকিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়। মৃত্যু কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। ঔষধ সেবন করুন।"

শাশুড়ী ঔষধ খাইলেন।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় সুরেশচন্দ্র হাত দেখিলেন, তখন জ্বরের বিরামাবস্থা, সুতরাং কবিরাজের নির্দ্দেশানুসারে আর একটি বড়ি মাড়িয়া সেবন করাইয়া দিলেন। তার পর সকলেই স্ব স্ব স্থানে শয়ন করিলেন।

এক ঘরে মা ও মেয়ে শয়ন করিয়াছিলেন। প্রহর খানেক

রাত্রি থাকিতে গিরিবালার মাতার অত্যন্ত ঘাম হইতে আরম্ভ হইল। জল পিপাসাও অতিরিক্ত।

ক্রমে প্রভাত হইল। গিরিবালা উঠিয়া দেখিল, সুরেশচন্দ্র অপর একটা গৃহের দাওয়ায় বসিয়া ধূম পান করিতেছেন। গিরিবালা তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, "মার কাল শেষ রাত্রে বড় ঘাম হইয়াছে, বোধ হয় জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু জলও দুই তিন বার খাইয়াছেন। একবার হাতটা দেখে এস না।"

সুরেশচন্দ্র হুকা রাখিয়া শাশুড়ীর নিকট গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিল, শাশুড়ী বীজ বীজ্ঞ করিয়া আপন মনে কি বকিতেছেন। শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া শাশুড়ীর নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। অকস্মাৎ সুরেশচন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। শাশুড়ীর জীবন প্রবাহ অতি ধীরে ধীরে বহিতেছে। তখন সুরেশচন্দ্র গিরিবালাকে ডাকিয়া কেবল বলিলেন, "আসিতেছি তুমি মার কাছে ব'স।"

বাহিরে আসিয়া দাসীকেও সেখানে গিয়া বসিতে বলিয়া সুরেশচন্দ্র একেবারে স্বয়ং বৈদ্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে বৈদ্য জ্বরঘ্ন ঔষধ দিয়াছিলেন, তিনি তখন বাড়ি ছিলেন না। আর এক জনকে পাইলেন, তাহাকেই সঙ্গে করিয়া সত্বরপদে বাড়ি আসিলেন। আর এক জন ডাক্তার ডাকিতে গেল।

বৈদ্য হাত দেখিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া হাত দেখিয়া বলিলেন, "নাড়ীর গতি অতিশয় মন্দ। নাড়ীর গতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, এবার রক্ষা নাই।"

এই কথা শুনিয়া গিরিবালা কাঁদিয়া উঠিল। বৈদ্য মহাশয় পুঁটুলী খুলিয়া একটা কস্তুরী ভৈরব বাহির করিয়া তুলসী পাতার রস ও মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়াইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু হায়! খাইবে কে? রোগিণীর দাঁত লাগিয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে লৌহাস্ত্র দিয়া রোগিণীর দাঁত একটু ফাঁক করিয়া ঔষধ মুখের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইল। একটু বুঝি গলাধঃকরণ হইল—আর অবশিষ্ট দুই কশ বাহিয়া পড়িয়া গেল।

এই সময় কোট পেণ্টুলনধারী ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার ঔষধের বাক্স আসিল। তিনি রোগিণীর শিয়রদেশে গিয়া বসিলেন। থাবমমেটার ঝাড়িয়া হাতে রাখিয়া অনেকক্ষণ পরে রোগিনীর বগলে স্থাপন করিলেন এবং মিনিট দশেক পরে বাহির করিয়া দেখিলেন,—দেখিয়া একটুখানি মুখভঙ্গি করিলেন। সুরেশচন্দ্র একবার থারমমেটারটির প্রতি লক্ষ্য করিলেন,—দেখিলেন ৯৫ ডিক্রীর কিছু বেশী. জানিলেন যে উত্তাপে মানুষ বাঁচে না, এখন সেই উত্তাপ। অতঃপর ডাক্তার বাবু রোগিনীর হৃৎপিণ্ডে ষ্টিথস্কোপ বসাইয়া কাণ দিয়া শুনিলেন। তাহাতেও তাহার মুখভাব অপ্রসন্ন। সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন, রক্ষা নাই।

অনেকগুলি স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিয়া গিরিবালার মাতার শয্যার পার্শ্বে কেহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কেহ বসিয়া আছে, কেহ এ দ্রব্য আনিতেছে কেহ ও দ্রব্য আনিতেছে। কেহ বলিতেছে 'ভয় নাই', কেহ বলিতেছে, 'অমন হ'য়েই থাকে।' কেহ বলিতেছে, 'যাই বল আর রক্ষা নাই', কেহ বলিতেছে—'কেনই বা এমন হ'ল' ইত্যাদি। লোক ভদ্রাভদ্র সকল রকমই উপস্থিত আছে। ডাক্তার বাবুর পরীক্ষাদি সারা হইলে এক জন অপর জাতীয় স্ত্রীলোক—তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছে—লোকে তাহাকে হ'রের মা বলিয়া ডাকিত—ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, আপনি যে, জ্বর মাপা কাটি দিয়ে জ্বরডা মাপ্‌লেন, তা কতখানি জ্বর হ'য়েছে হেঁ ?"

ডাক্তার বাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "জ্বর নাই—?"

হ'রের মা।—তবে অমনতর হ'য়েছে কেন ?

ডাক্তার। একেবারে কোলাপ্‌স্ হ'য়ে গিয়েছে।

হ'রের মা। তবে যে সানাইডা বুকে দিয়ে কাণ দিয়ে শোন্‌লেন, উনি কি বল্লেন ? বাঁচবেন তো ?

ডাক্তার সে কথায় আর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি ঔষধের বাক্স খুলিয়া ঔষধ দিলেন। ঔষধ হোমিওপ্যাথিক।

সুরেশচন্দ্রের সহিত ডাক্তারের বন্ধুত্ব ছিল। সুরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবস্থা কেমন?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "while there's life there's hope"

সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন। গিরিবালা বেশী উতলা হইবে ভাবিয়া সে বিষয়ে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। বলিলেন, "তবে এখন কি ঔষধের ব্যবস্থা করিলে?

ডাক্তার। আর্সেনিকম্—খুব ঘন ঘন। ডাক্তারগণ বলেন, যে সকল স্থানে আশা ভরসা খুব কম, সে স্থলেও খুব ঘন ঘন। আর্সেনিকম্ দিলে অতি সঙ্কটাবস্থা হইতেও রোগী রক্ষা পায়। "This remedy is of priceless value, and its administration should be preserved with even in the most disheartening cases." সেই অবস্থায় আর্সেনিকমের সহিত পর্য্যায় ক্রমে কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস ব্যবহার করিতে হয়। আমিও তাই দিলাম।

এই বলিয়া দুইটি শিশিতে আট দাগ করিয়া একটিতে ২৪ ফোঁটা আর্সেনিক ও অপরটিতে ২৪ ফোঁটা কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাত্রে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায় ক্রমে এই দুটী অষুধ সেবন করাও। আর শুঁঠের গুঁড়া দিয়া হাতে পায়ে অনবরত মালিস কর। কয়েকটি বোতলে গরম জল পূরিয়া বগলে পায়ের সন্ধি স্থলে রাখ। হৃৎপিণ্ডের উপর রাই সরিষার পুলটীশ দাও এবং পেটে তার্পিণ তৈল দিয়া মালিশ কর। ঔষধ দুইটির শিশি রোগীর নিকট হইতে খুব দূরে রাখিও, কারণ ঐ সকল উগ্রগন্ধে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়।"

তখনই একটা মহা ধুম পড়িয়া গেল। কেহ জল ঢালিতে লাগিল, কেহ উনন জ্বালিল। কেহ শিল নোড়া বাহির করিল, কেহ রাই সরিষা আনিল, কেহ তাহা বাটিতে বসিল। আরও একখানা শিল পড়িল, তাহাতে শুঁঠের গুঁড়া হইতে লাগিল। কয়েক জন বসিয়া রোগিনীর গাত্রে গুঁড়া মালিশ করিতে লাগিল।

তার্পিণ তৈল ও বোতল আনিতে বাজারে লোক গিয়াছিল—সেও আসিয়া পৌঁছিল। কেহ তাহার নিকট হইতে তার্পিণ তৈল লইয়া রোগিনীর পেটে ফোমেন্টেশন করিতে লাগিল। কেহ বা বোতল লইয়া গরম জল পূরিয়া আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে লাগিল। এই সকল কাণ্ড সমাধা করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বিশেষ আত্মীয় কয়েক জন ভিন্ন আর সকলেই স্ব স্ব আলয়ে গমন করিল। ডাক্তার ও বৈদ্য উভয়েই স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন।

কিন্তু কোন মতেই কিছু হইল না। রাত্রি চারি দণ্ডের সময় গিরিবালার মাতা পরলোক গমন করিলেন।

গিরিবালা বড় কান্নাকাটি করিল। শেষ শব শ্মশানে প্রেরিত হইলে স্নান করিয়া আহারাদির উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। সুরেশচন্দ্রের গ্রামান্তরের এক জন আত্মীয় ঐ বিপদের কথা শুনিয়া সেই রাত্রে তাহার বাড়িতে আসিলেন। তিনিও এক জন ডাক্তার। রোগিনীর আদ্যোপান্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "সুরেশের শাশুড়ীকে কবিরাজটী হত্যা করিয়াছে।"

সেই কবিরাজের কয়েক জন গোঁড়া সেখানে ছিলেন. তাঁহারা বলিলেন "কিসে?"

ডাক্তার। প্রবল জ্বরঘ্ন ও ঘর্ম্মকারক ঔষধে। বৈদ্য মহাশয় নিতান্ত বোকা, যখন সুরেশ বাবু গিয়া বলিয়াছেন, কুইনাইনে জ্বর বন্ধ হয় নাই, তখন তাহার বোঝা উচিত ছিল, উহার ভিতর কোন একটা কাণ্ড আছে। তিনি সেটুকু না বুঝিয়া জ্বরঘ্ন ঔষধ দিয়াছেন—ঘাম হইয়া জ্বর যেমন গিয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উত্তাপও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তাহার পরে সুরেশের নিকট চিকিৎসার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা শুনিলেন—তাহাতে বলিলেন, "পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার মহাশয়দিগের নিকট উহা হইতে আর বেশী আশা করা যাইতে পারে না। কেন না তাঁহাদের নিকট সকল রকম যন্ত্রাদি থাকে না।"

তাহার পর তিনদিন ঔষধ ভোগ করিয়া গিবিবালা চতুর্থী করিল। তাহাতে সমাজ শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভোজন করা-ইল। কিন্তু বৃদ্ধা একাদশ দিবসে পুত্রের হাতের পিণ্ড পাইল না। গুণবান্ পুত্র কোথায়?—কোথায় তা' সুরেশচন্দ্র বা তাহার আত্মীয় স্বজন কেহই জানে না। আমরা জানি—পাঠক-কেও জানাইতেছি।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্তে আছে বড ভয় কর সদা রিপু জয়।

ওতে কিছু সুখ নয দুঃখে আছে ঘেরা।
তারা দু'জন

পামর পামরী বিজয় পুব হইতে বরাবব কলিকাতায আসিয়া আহিরীটোলার সদরঘাটের নিকট একটী দ্বিতল প্রাসাদ ভাড়া লইয়া তথায বাস করিতেছে। দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে যে স্থানে চাকুবী কবিতেন, এবাব আব সেখানে একদিন ও যান নাই। এখন নিজে একটী প্রেস কিনিযা লোকেব কাজ করিয়া দিয়া একরূপ বেশ উন্নতি করিলেন।

মানবেব আশা ক্রমিক পবিবর্দ্ধিত হয, সঙ্কুচিত হয না। দেবেন্দ্র নাথ যখন দেখিলেন, যে প্রেসে বেশ দশটাকা লাভ হইল, তখন তিনি আরও একটী মেশিন প্রেস কিনিলেন, টাকাব ও নিতান্ত অভাব নাই—বসুমতী অনেক টাকা আনিযাচে।

মেশিন প্রেস যদি একটা হইল, তবে খববেব কাগজ ও একখানি বাহির হইল,—তাহার ও গ্রাহক দুই হাজার চারি হাজার জুটিল। তখন বাসা হইতে আফিস তুলিয়া অন্য স্থানে

লইয়া গেলেন। কাজ কর্ম্ম বেশ চলিতে লাগিল, দুই চারশ টাকা উপার্জ্জন ও হইতে লাগিল।

আর পামর পামরীতে সদ্ভাবও যথেষ্ট। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কেবল আমোদ আহ্লাদ,—গান বাজনা ও মদের শ্রাদ্ধ।

দ্বিতলোপরি দেবেন্দ্র নাথ ও বসুমতী—রাত্রি দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ। গৃহের চারিদিকে নানা রকমের বড় বড় আয়না—মধ্যস্থলে ঘড়ি। দুই পার্শ্বে দুই খানি পালঙ্ক—বড় বড় গ্লাশকেস্, আলমারি—তাহাতে রাশি রাশি গ্রন্থ। তাহার পার্শ্বে দেরাজ, খালিচেয়ার, ইজি চেয়ার। প্রথমে চাটাই পাড়া, তার উপর মাদুর, মাদুরের উপর সতরঞ্চি, সতরঞ্চির উপর তোষক, তোষকের উপর চাদর—চারিধারে তাকিয়া বালিশ। মাঝখানে এক জোড়া বাঁয়া তবলা, একটা তম্বুরা আর ডোয়ারকিন্ এণ্ড সনসের বাড়ীর একটী টেবিল হারমোনিয়ম।

সেই ফরাশের মধ্যস্থলে দেবেন্দ্রনাথ ও বসুমতী বসিয়া; উভয়ের চিত্তই প্রফুল্ল। আমরা এইখানেই এ পরিচ্ছেদের শেষ করিতাম। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়—তাহা বলিতে, তাহা দেখাইতে—কাহার সাধ? কিন্তু এখানে এ পুস্তক পরিসমাপ্তি করিলে—পাঠককে যাহা দেখাইতে, যাহা বুঝাইতে এ গ্রন্থের অবতারণা—তাহা সুসিদ্ধ হইবে না। অতএব লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া পাঠকগণের নিকট বেহায়া হইয়া—এ দৃশ্যটির যবনিকা তুলিয়া রাখিতে হইল।

ফরাশের উপর বসুমতী ও দেবেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একটা গান গাও।"

বসুমতী মৃদু হাঁসিয়া বলিল, "তুমি বাজাও।"

দেবেন্দ্র। বাজাইব না, অমনি গাও।

বসুমতী। তুমি না বাজাইলে আমি গাইব না।

দেবেন্দ্রনাথ অগত্যা একটু হাঁসিয়া বাঁয়াটী কোলে তুলিয়া লইয়া তবলাটি সম্মুখে সরাইয়া লইলেন। তখন বসুমতী গান ধরিল,—দেবেন্দ্রনাথ বাজাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ গীত

হইল। শেষ গান বন্ধ করিয়া বসুমতী বলিল, "সাদা চোকে আর কত পারিব ভাই?"

দেবেন্দ্র কোল হইতে বাঁয়া নামাইয়া বলিলেন, "মদ খাবে?"

বসুমতীও হাঁসিল, বলিল, "তুমি খাবে?"

দেবেন্দ্র। সে কথায় তোমার কাজ কি খাও তো আনাই।

বসু। আনাও।

দেবেন্দ্রনাথের বাসায় পশ্চিমদেশীয় এক ভৃত্য ছিল, তাহার নাম ভত্তু। দেবেন্দ্র তাহাকে ভত্তু ভত্তু করিয়া ডাকিলেন। ভত্তু আসিলে তাহার নিকট টাকা দিয়া বলিলেন, "একবোতল এক্সা আন্।"

ভত্তু টাকা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইল।

খানিক পরে ভত্তু একবোতল এক্সা ব্রাণ্ডি আনিয়া তাঁহা-দের সম্মুখে রাখিল। বাবু বলিলেন, "তামাক সাজ্।"

ভত্তু তামাক সাজিতে গেল।

দেবেন্দ্রনাথ কর্কস্ক্রূপ দিয়া বোতলের কর্ক খুলিয়া গ্লাসে ঢালিয়া ব্রাণ্ডি পান করিতে আরম্ভ করিলেন। বসুমতীও খাইতে লাগিল। দুই চারি গ্লাস পান করিতেই চক্ষু ছোট হইয়া উঠিল। গানেরও জমাট বাঁধিল। বসুমতীর গলায় হারমোনি-য়মের সুরে আর তবলায় একত্র মিলিয়া এক কাণ্ড আরম্ভ করিয়া তুলিল। তবু ভত্তুর তামাক সাজা হইল না।

প্রায় তিন চারি ঘণ্টা পরে ভত্তু তামাকু সাজিয়া কলিকায় ফুঁদিতে দিতেং আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হুঁকার মাথায় কলিকা লাগাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। বাবু ধূম পান করিতে লাগি-লেন। ধূম পান সমাপ্ত, আবার মদ চলিল—আবার গান বাজনা আরম্ভ হইল।

আমিও এখন বিদায় হইলাম—আহারের ডাক পড়িয়াছে, রাত্রিও অনেক হইয়াছে, ঘুমও পেয়েছে। আমার কাছেও আর বসুমতী নাই। পাঠকের কাছে থাকেত তিনি বসুন। আমি আহার করিতে চলিলাম।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০::০—

পোড়া চোক।

আঁখিতে মজালে চিকণ কালা।

আহিরীটোলার সদর ঘাটের ধারে যে বাড়িটী দেবেন্দ্রনাথ ভাড়া করিয়াছিলেন, তাহার দক্ষিণের বাতায়নে বসিলে সহরের শোভা সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। নিম্নে রাজপথ, সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত জনাকীর্ণ,—দিবা রাত্র নানাপ্রকারের গাড়ি পাল্কী যাতায়াত করিতেছে। দূরে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণী অপরাহ্লের সূর্য্যকিরণে হরিদ্বর্ণ দেখাইতেছে এবং তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত ইংরেজরাজদিগের অতুল কীর্ত্তিস্বরূপ নগরীর শোভা বিকাশ পাইতেছে। সম্মুখে ভাগিরথী অনন্ত অম্বু বিস্তৃত করিয়া দূরে অদৃশ্য হইতেছে—তদুপরি বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যপোতের অতি উচ্চ মাস্তলের শ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে।

এক দিবস অপরাহ্লে যখন সান্ধ্যতিমির ক্ষণে ক্ষণে মহা-নগরীতে গাঢ়তর হইতেছিল, তখন এই বাড়ীর দক্ষিণের বাতা-য়নে বসিয়া বসুমতী রাজপথ নিরীক্ষণ করিতেছিল। বাবু তখন বাসায় ছিলেন না।

সন্ধ্যার স্নিগ্ধকরস্পর্শলালনায় নাগরিকগণ নানাবিধ পরি-চ্ছদে ভূষিত হইয়া কেহ রাজপথে কেহ বা নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন—কেহ বা পদব্রজে কেহ বা অশ্বারোহণে কেহ বা শকটারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ঘোড়ার দাপট ও অসংখ্য চক্রের দূরনিঃসৃত ঝন্ ঝন্ শব্দ একত্রিত হইয়া মহা-নগরীর কোলাহল বর্দ্ধিত করিতেছে। বসুমতী বাতায়নে বসিয়া কখন সেই শব্দ শুনিতেছে, কখন অশ্বারূঢ়া বিলাতী অবলা-দিগের পরিচ্ছদ ও অশ্বচালনা দেখিয়া এবং সাহেবদিগের সহিত

নিঃসঙ্কোচে তাহাদিগকে আলাপ করিতে দেখিযা মনে মনে ভাবিতেছে—আমবা কি ওরূপ পারি না। দেখিতে দেখিতে কত গাড়ি কত পাল্কী এল, আবার চলিযা গেল। সে অনেকক্ষণ অনিমিব নযনে সে দিকে চাহিয়া বহিল।

বসুমতী দেখিল, অপব বাড়ীব ছাতের উপব একটী যুবক পদচারণা কবিযা বেড়াইতেছে। বসুমতী তাহাকে দেখিয়া ভাবিতেছিল, "আহা, কি সুন্দর যুবাটি! বেশ ভূষার রকম সকম দেখিযা বোধ হইতেছে বড় মানুষেব ছেলে বটে। বোধ হয ঐ বাড়ীটি উহাদের—তাহাহইলে বড় লোকই বটে, আর উহাদের না হইলে অমন একাকী বেড়াইযা বেড়াইতে পারিবে কেন? দেখিতেও খুব সুন্দর যেন সাক্ষাৎ কার্ত্তিক—দেবেন্দ্রনাথেব চেযে? না, তা নয। দেবেন্দ্রনাথের রং বেশ টুক্‌টুকে—কিন্তু এর মুখখানি ভাল, সুন্দর চক্ষু। চক্ষু—চক্ষুই ত যত নষ্টের গোড়া। উহাকে আব একটু ভাল করিযা দেখিতে পাইনা? দেখি না কেন? দোষ কি? আমি ত দেবেন্দ্রনাথের নিকট বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।"

বসুমতী এইরূপ ভাবিতেছিল, এমন সমযে যুবকও সেই দিকে তাকাইযা দেখিল, এক পরমাসুন্দবী জানালায বসিযা তাহাকে দেখিতেছেন। যুবক পদচাবণা কবিযা ঘুবিযা আসিযা আবার সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চাবি চক্ষু সম্মিলিত হইল। নয়নে নয়নে কোন কথা বার্ত্তা হইল কি না, তাহাব সঠিক সংবাদ আমি দিতে পাবি না—কেননা, সে বিষব আমি পাকা পোক্ত লোক নই, হইলেও বলিতে চাহিনা,—কিন্তু আমি শুনিযাছি, যুবক যুবতীর চোকে চোকে এমন কথাবার্ত্তা হইযা থাকে।

এইরূপ তাকাতাকিব সমব সহসা দেবেন্দ্রনাথ গৃহ প্রবেশ কারয়া ডাকিলেন "বসুমতী।"

বসুমতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিযা তাহাব কাছে দাঁড়াইল।

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একটা বড বিপদে পড়েছি।

ব্যগ্রতা সহকারে বসুমতী জিজ্ঞাসা কবিল, "কি?"

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অমুক সাহেবের নামে একটু খবরের

কাগজে লিখিয়াছিলাম, সে অন্য আফিসে উকীলের চিঠি পাঠাইয়াছে,—আমাদের নামে লাইবেল আনিবে।"

বসু। তার উপায়?

দেবেন্দ্র। তাইত।

বসু। কবে লাইবেল করিবে?

দেবেন্দ্র। আগামী পরশ্ব।

বসু। এখন কি কোন উপায় নাই?

দেবেন্দ্র। ইংরেজের রাগ—কোন বাঙ্গালী হইলে ক্ষমা চাহিতাম, তা' হ'লেই মিটিয়া যাইত।

বসু। আর?

দেবেন্দ্র। তবে আর কিছুই নাই।

বসুমতী বলিল, "তবে এখন মদ খাও।"

"সে কথা মন্দ নহে। মদে সকল জ্বালা দূরীভূত হয়" এই বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ ভত্তু্য ভত্তু্য করিয়া হাক ছাড়িলেন। ভত্তু্য আসিয়া হাজির হইলে দেবেন্দ্রনাথ টাকা দিয়া বলিলেন, "মদ নিয়ে আয়।" ভত্তু্য মদ আনিতে ছুটিল। পথিমধ্যে ভত্তু্যর সহিত এক যুবকের সাক্ষাৎ হইল। যুবক ভত্তু্যকে বলিল—"তুমি যে বাবুর বাড়ীতে থাক, সেখানে বেতন কত পাও?" অপরিচিত লোকের মুখে হঠাৎ একথা শুনিয়া ভত্তু্য কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল, "মহাশয়! আমাকে সেকথা আপনি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

বাবু। আমার এক জন লোকের আবশ্যক।

ভত্তু্য। আমার আত্মীয় এক জন নূতন কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহাকে আপনার ওখানে দিতে পারি। বেতন কত দিতে পারেন?

বাবু। তুমি কত করিয়া পাও?

ভত্তু্য ভাবিল, "কিছু বেশী করিয়া বলি; কেন না, লোকটা খুব চলন সই বটে।" বলিল, "আমি পাই সাত টাকা করিয়া।"

বাবু। সেঁত খুব সস্তা। তোমার মত লোক দশ টাকা করিয়া বেতন দিতে পারি।

ভত্যু তখন মনে মনে ভাবিল, "বেতন যখন এত তখন না হয় আমিই গিয়া থাকিব।" বলিল, "তা বাবু বেতনও বেশী পাই না—কাজও অনেক। তা আপনি যদি দশ টাকা ক'রে দেন, তবে আমিই না হয় যাইব।"

বাবু একটু মনে মনে হাসিয়া বলিল, "তবে তুমি যদি থাকিতে পার, তবে না হয় আগামী কিছু নেও।"

ভত্যু বড়ই আহ্লাদিত হইল। কারণ তাহার বাড়ি হইতে খরচের জন্য কিছু টাকা চাহিয়া এক পত্র লিখিয়াছে। তাহার বেতন মাসিক তিন টাকা। এ দশ টাকা বেতন,—আবার আগামী। সে বলিল, "বাবু—তা আপনার বাড়ি কোন্ পাড়ায়?"

বাবু। তুমি এখন কোথায় যাইতেছ?

ভত্যু। মদ আনিতে।

বাবু। তোমার বাবু কি মদ খায়?

ভত্যু। বাবু শুধু নহে, মাঠাকুরুণ পর্য্যন্ত মদ খায়।

বাবু। উঁহাদিগের কি বাড়িই ঐখানে, না ভাড়াটিয়া?

ভত্যু। ভাড়াটে; বাড়ি অন্য কোথায়।

বাবু। তা জানিস্‌নে?

ভত্যু। না, বাবু তা কাহারও নিকট বলেন না।

বাবু। তোদের মাঠাকুরুণ তোদের বাবুর স্ত্রী ত? না অন্য কিছু?

ভত্যু অনেকক্ষণ এদিক ওদিক করিল, শেষ আগাম টাকার লোভে আর মিথ্যা কথাটা বলিল না—বলিল, "না, স্ত্রী নহে, অন্য কিছুই বটে।"

বাবু। তবে তুই টাকা এখন নিবি?

ভত্যু। আজ্ঞে তা টাকার ভাবনা কি—দেবেন?

বাবু। যদি থাকা ঠিক হয়, তবে নে।

ভত্যু। আজ্ঞে দশ পাঁচ দিনের ভেতর তো যাইতে পারিনে।

বাবু। না হয় এই ক'দিন পরেই যা'স্। তবে টাকা লইলে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। আমার এক জনের প্রয়োজন কি না।

ভত্যু। আপনার বাসা কোন্ ঠিকানায়?

বাবু। আহিরীটোলা—সদর ঘাট।

ভত্যু। আমাদেরও'ত বাসা সেইখানে।

বাবু। তবে আমি এইখানে দাঁড়াই, তুই দৌড়ে মদ নিয়ে আয়, একত্রে গিয়ে আমার বাসা দেখিয়ে টাকা দিই গিয়ে।

ভত্যু আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সবাপের দোকানাভিমুখে ছুটিল এবং শীঘ্র একটা বোতল লইয়া ফিরিয়া আসিল। বাবুটী সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন,—ভত্যু আসিলে দুইজনে আহিরী-টোলা অভিমুখে চলিল।

যেখানে দেবেন্দ্রনাথের বাসা তাহারই পার্শ্বে একটা দ্বিতল বাড়ির ধারে গিয়া বাবুটী বলিলেন, "এই বাড়ি আমাদের, এই দশটাকা আগাম নিয়ে যা, যদি টাকার আর আবশ্যক থাকে, কাল সকালে এসে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিস্,—কাল একবার অবশ্য অবশ্য আসিস্।"

এই বলিয়া ভত্যুর হাতে নগদ দশটাকা দিলেন। ভত্যু টাকা দশটি হাতে করিয়া আহ্লাদভরে বলিল, "যে আজ্ঞা।"

বাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভত্যু চলিয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথের নিকট টাকার কথা একেবারে গোপন করিবার জন্য ভত্যু বলিল, কা'ল সকালেই আসিব।"

"বাবু, এক বেটা শুঁড়ি নূতন এসেছে, সেবেটা আমার উপর ভয়ানক হৈঁই মেই আরম্ভ ক'রেছিল, বলিয়া তার সঙ্গে আমার ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হ'য়েছিল তাই বিলম্ব হয়েছে।"

দেবেন্দ্রনাথ সেকথার কোন উত্তর দিল না,—কেবল একবার মুচ্‌কি হাসিয়া বোতলটি তাহার হাত হইতে লইয়া খাস্ কামরায় গিয়া বসিল। বসুমতীও আসিল—তাহাদের শ্রাদ্ধও আরম্ভ হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—•:•:—

নূতন ভাব।

পুরুষ বধিতে বিধি সৃজেছে মোদের

নতুবা কুলটা করিবেন কেন?

না করিলে কি আর হয়?"

যে বাবু ভত্যাকে আগাম দশ টাকা দিয়াছিল, পর দিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি এবং তাহার সমবয়স্ক আরও একটি যুবক একটা দোড় ঘরের মধ্যে একটা বিছানায় বসিয়া কথোপকথন করিতে-ছেন। আবশ্যক বোধে তাহার মধ্য হইতে প্রকটন করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু সে কথা গুলা প্রকটন করিবার আগে তাহারা কে এবং সে বাড়িতে কি করিতেছে সেটা না বলিয়া দিলে কিছু গোল বাঁধিবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং অগ্রে সে কথাটাও বলা উচিত।

যে বাড়িটী ভত্যাকে দেখাইয়া পরদিন আসিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই বাড়ির মধ্যে সে বাবুটি ও আরও কয়েক জন তাহার সমবয়স্ক যুবক থাকে। তাহারা কেহ বা চাকুরি করে, কেহ বা পড়ে। তাদের বাড়ি এখানে নহে। তাহাদের মধ্যে দুই জনের নাম জানায় পাঠকের একটু প্রয়োজন আছে। যে যুবক ভত্যাকে টাকা দিয়াছিল, তাহার নাম কুঞ্জলাল আর একটী যুবক সেই বাড়ির ভিতর আছে—তাহার নাম যোগেন্দ্রনাথ। এখন পরিচয় এই পর্য্যন্ত।

এক জন চাকর আসিয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে একটা হুঁকা দিয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথ ধূম পান করিতে, করিতে একটু মৃদু হাসিয়া কুঞ্জলালকে বলিল, "ব্যাপার মন্দ নহে, তার পর?"

কুঞ্জলালও হাসিয়া প্রত্যুত্তর দিল, "তার পর আমি ছাত্র

হইতে নামিয়া ওদের বাড়ির নিকটে গেলেম। এমন সময় একটি বাবু বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন, তখন আমি যেন চলিয়া যাইতেছি, এমনি ভাবে চলিতে লাগিলাম। বাবু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল আবার আমি বাড়ির নিকট ঘুরিতে লাগিলাম। খানিক পরে এক বেটা চাকর বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইল, আমিও তাহার পাছে পাছে চলিলাম, খানিক গিয়া দম দিয়া তাহাকে ভিজাইয়া লইয়া দশটি টাকা গছাইলাম—আজি আবার সে আসিবে এখন।"

কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কাজটা ভাল নহে। অন্যের মনে কষ্ট দেওয়াই পাপ—এতদ্ভিন্ন পাপ নাই। যাহার স্ত্রী ব্যভিচারিণী তাহার মনে কি কষ্ট হয় ভাবিয়া দেখ দেখি। স্ত্রীলোককে ছলে বলে প্রলোভনে বিপথগামিনী করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, কিন্তু আমরা যদি একবার ভাবি যে, উহার্ক পরকাল নষ্ট হইবে,—তাহার যে স্বামী তাহারও কি কষ্ট হইবে। আমাদিগের ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্তির জন্য আমরা এক জনের সুখের সংসারে অনন্তগরল ঢালিয়া দিই—ইহা হইতে নৃশংস ব্যাপার আর কি হইতে পারে? নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অবিহিতাচারী হইলে তাহাদিগকে রিপু বলা যায়। রিপু সকল মনের রোগ। আর রিপুগণ প্রকৃত বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত হইলে, তাহারা আত্মার স্বাস্থ্যবিধায়ক বৃত্তি হয়। অতএব এ স্থলে প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি করাই উচিত।

কুঞ্জ। এ ত স্ত্রী নহে। আমি সেই বাড়ির চাকরের মুখে শুনিয়াছি,—বাবুর উপপত্নী।

যোগেন্দ্রনাথ হাসিলেন, বলিলেন, "তবে আর দোষ কি? ঢেঁকি স্বর্গেও ধান ভানে।"

এই সময় সেই স্থানে একটা লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সেই দিকে চাহিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। লোকটা অপর জাতীয়।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কে তুমি?"

লোকটার ঠোঁট মুখ একটু চাটা গোছের হইল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "এই বাড়ির একটি বাবু আমাকে আসিতে বলিয়াছিলেন।"

কুঞ্জলাল এতক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারে নাই, এখন চিনিল, বলিল, "ওহো! তুমি আমাদের বাসায় থাকিবে না?"

"আজ্ঞে হাঁ, আমার নাম ভত্তু, কা'ল আপনি আমাকে দশ টাকা আগাম দিয়াছেন।" ভত্তু এই কথা বলিল।

কুঞ্জ। তবে কবে হইতে আসিবে?

ভত্তু। আমি ত বলিযাছি, দিন দশেক পরে।

কুঞ্জ। তবে আজি আবার এসেছ কেন?

ভত্তু। আপনি আসিতে বলিয়াছিলেন।

কুঞ্জ। হাঁ হাঁ, তুমি আগাম আর কিছু টাকা লইবে। তা আর পচিশটা দিলে হবে না? আমাদের তবিলে বেশী আর এখন নাই, আবার নিজেদের খরচ পত্রও আছে।

ভত্তু একেবারে পচিশ টাকা!—কথাটা শ্রবণ করিয়া ভত্তুর দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইল। সে বলিল, "তা বাবু আপনারা রাজা রাজড়া, আমি বড় জ্বালায় পড়িয়াছি, এতে যা বিবেচনা হয়।"

কুঞ্জ। তবে ত্রিশ টাকা পাবি। একেলা দশ টাকা নিয়ে যা,—আর কাল সকালে এসে কুড়ি টাকা নিয়ে যাস্।"

ভত্তু বলিল, "যে আজ্ঞা।"

কুঞ্জলাল উঠিয়া অপর একটা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে আসিয়া ভত্তুর হাতে দশটি টাকা গুণিয়া দিলেন। বলিলেন, "একটু তামাক সাজ্।"

ভত্তু আনন্দচিত্তে তামাক সাজিতে লাগিল। তামাক সাজিয়া উত্তমরূপে ফুঁ দিয়া হুঁকা আনিয়া কুঞ্জলালের হাতে দিল।

কুঞ্জলাল হুঁকা টানিতে টানিতে বলিল, "যে বাড়িতে এখন আছিস্, সেখানকার বাবু কি কাজ করে?"

ভত্তু। ছাপাখানার কাজ করেন।

কুঞ্জ। মাহিনার না অংশে?

ভত্তু। নিজের ছাপাখানা।

কুঞ্জ। বাড়িতেই ছাপাখানা না কি?

ভত্তু। না, কলেজ ষ্ট্রীটে।

কুঞ্জ। সেখানে বাবু কখন যায়?

ভত্তু। দশটার সময়।

কুঞ্জ। তখন বাসায় কে থাকে?

ভত্তু। আমি আর একটা ঝি, আর মাঠাকুরুণ।

কুঞ্জ। তোদের মাঠাকুরুণের চরিত্র ভাল নয়, না?

ভত্তু। যে মা বাপ ভাই ভগ্নী ত্যাগ ক'রে এক জনের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে, তার আবার চরিত্র ভাল?

কুঞ্জ। যাক্ সে কথায় আমাদের কাজ কি? এখন তোর আর কুড়ি টাকার দরকার কবে? আজই কি বাড়িতে টাকা পাঠাইবি?

ভত্তু ভাবিল, টাকাগুলি যত শীঘ্র হয়, হস্তগত করিতে পারিলেই ভাল। সে বলিল, "আজই পাঠাইতে পারিলেই ভাল হইত, তা আপনি যখন কালি দিবেন বলিতেছেন, তখন আজি আর কি প্রকার হইবে?"

কুঞ্জলাল কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তা একটা বিশেষ দরকারের জন্য যখন আমার কাজ স্বীকার করিতেছিস্। তখন সময় মত টাকা না পাইয়া যদি সেই কাজটারই অসুবিধা হয়, তবে আর ফল কি হইল? তা আমি এগারটার সময় যোড়াসাঁকোয় যাব, সেখানে আমার কিছু টাকা পাওনা আছে, যদি পাই তবে আসিবার সময় তোকে টাকা দিয়ে আসিব। তোদের বাড়ি আমি চিনেছি।

ভত্তু বাবুর দয়া দেখিয়া ও দান শক্তির পরিচয় পাইয়া একেবারে গলিয়া গেল। সে বলিল, "যে আজ্ঞে। আমি তবে এখন যাব কি?"

কুঞ্জ। হাঁ যাও।

ভত্তু "আমার কথা যেন মনে থাকে" ভাব ভঙ্গির দ্বারা ইহা জানাইয়া চলিয়া গেল। তখন কুঞ্জলালে ও যোগেন্দ্রনাথে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—•⁘•—

নূতন প্রেম।

আমার মন হরিল,
কি গুণ করিয়া আমায় পাগল করিল।

বেলা বারটা বাজিল, কুঞ্জলাল বিশেষরূপে সাজ সজ্জা করিয়া পকেট পূরিয়া টাকা লইয়া গৃহের বাহির হইলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ভত্তুর প্রভুর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।— ভত্তু তখন দ্বিতলের উপর মাঠাক্‌রুণের কাছে। কুঞ্জলাল দরজায় দাঁড়াইয়া ভত্তু ভত্তু করিয়া হাঁক ছাড়িতে লাগিলেন। ভত্তু সেখান হইতে সে রব শুনিতে পাইল না, ঝি শুনিল— সে নীচে আসিয়া কুঞ্জলালকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু তুমি কে গা?"

কুঞ্জলাল বলিল, "আমাকে তুমি চিনিতে পারিবে না, ভত্তু কোথায়?"

ঝি। ভত্তু উপরে মাঠাক্‌রুণের ঘরে।

কুঞ্জ। একবার ডাকিয়া দাও না, প্রয়োজন আছে।

ঝি। কাজটা কি শুনিতে পাই না।

কুঞ্জ। না বাছা, তা তুমি আর শুনিয়া কি করিবে?

ঝি তখন উপরে উঠিল, যেখানে বসুমতীর নিকট ভত্তু কাজ কর্ম্ম করিতেছিল, সেই স্থানে গিয়া ঝি উপস্থিত হইল। ভত্তুকে বলিল, "নীচে একটি বাবু তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন।"

ভত্তুর মনে আছে,—টাকা দেওয়া বাবু আসিবেন, সুতরাং সে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া নামিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া কুঞ্জলাল বাটীর ভিতর একটু সরিয়া গেল। বাড়িটী

চকবন্দি—বিশেষতঃ কলিকাতার দ্বিতল চ'ক্। চারি পাশ হইতে বিশালভাবে চন্দ্রসূর্য্যের গতিরোধ করিয়া কোটাঘর দণ্ডায়মান; মাঝখানে অন্ধকারময় অল্প একটু স্থান,—হয়ত সেখানে জলের প্রস্রবণ। কুঞ্জলাল ও ভত্যু সেইস্থানে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল। একবার কুঞ্জলাল ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া দেখিলেন,—সেই জানালায় বসা, চাহিয়া প্রাণ কাড়িয়া লওয়া সুন্দরী জানালায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে,—কা'ল বৈকালে একবার ছাতের উপর হইতে আর জানালায় বসিয়া চাওয়াচাহি হইয়াছিল। আজি উভয়ে উভয়কে বেশ ভাল করিয়া দেখিল, কিন্তু চারি চোক মিলিত হইল না। কুঞ্জলাল যে মাত্র দেখিল, সুন্দরী জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছে,অমনি সে চক্ষু অবনত করিয়া ভত্যুর সহিত কথা আরম্ভ করিল। ইহার অবশ্য একটা কোন অভিসন্ধি তাঁহার মনে ছিল, কিন্তু যুবতীকে দেখিয়া কুঞ্জলালের সর্ব্বাঙ্গ —কে জানে কেন—থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নিদাঘের নবীন নীল মেঘমালার মত বসুমতীর রূপ, এই চাতকের নয়নপথে উদিত হইল,—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চল ময়ূরীর মত কুঞ্জলালের মন বসুমতীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, "মরিতে হয় মরিব, সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় হইব—তথাপি ঐ অনন্ত তীব্র প্রক্ষুব্ধ সাগরনীর তুল্য রূপরাশি ভোগ করিব।"

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে ভত্যুর নিকট কুঞ্জলাল, প্রলাপবৎ দুই একটা অপ্রাসঙ্গিক কথাও বলিয়া ফেলিলেন। ভত্যুও বুড়া রসিক—আগে সে গাজিন্‌লেনে কোন বারাঙ্গনার বাড়িতে কাজ করিত, শেষে সেই স্থান হইতে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে কাজ করিতেছে। কুঞ্জলালকে একবার ঊর্দ্ধমুখে তাকাইয়া ঐরূপভাবে কথা কহিতে শুনিয়া মনে মনে হাসিল,—সেও ঊর্দ্ধমুখে চাহিল। চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে কুঞ্জলালের ভাবান্তরের কারণ বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। যাহা হউক, অতঃপর ভত্যু কহিল, "টাকা কি আনিয়াছেন?"

কুঞ্জ। হাঁ আনিয়াছি।

ভত্তু অতি মৃদুস্বরে বলিল, "এক্ষণে টাকা দিবেন না। মাঠাক্‌রুণ দেখিলে কিছু ভাবিতে পারেন।"

কুঞ্জ। বাহিরে গিয়াও দিতে পারিব না, কেন না আমাদের বাসার বড় বাবু বাহিরে আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন,— আমরা তোমাকে তাঁহার গোপনে রাখিব, আর যে বাড়িতে আমরা থাকি, সে বাড়িতেও তুমি থাকিবে না—মেছুয়া বাজারে—

এইপর্য্যন্ত বলিয়াই ভত্তু একটু হাসিয়া বলিল, "বুঝেচি বাবু, তা আপনি মালিক, যেখানে ইচ্ছা রাখিতে পারেন। তবে টাকা কি এই খানে দাঁড়াইয়াই দেবেন?"

"হাঁ" এই কথা বলিয়া কুঞ্জলাল তাহার হাতে কুড়িটি টাকা গণিয়া দিলেন।

ভত্তু টাকাগুলি লইয়া গুনিতে লাগিল, মাঠাক্‌রুণ দেখিতে না পান, এই বিবেচনায় সেইখানে বসিয়া পাড়িয়া কোলের মধ্যে হস্ত লইয়া গণিতে লাগিল। কুঞ্জলাল এই অবকাশে ঊর্দ্ধদিকে চাহিল—এইবার চারিচোকে মিলিত। উভয়ের হৃদয়ের মাঝারে যেন একটা প্রবল বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে লাগিল। কুঞ্জলাল আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, মৃদু মন্দ পাদক্ষেপে বাহির হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃঃ০—

আহ্বান।

পাপে ভরা চিত্ত যার পাপেতেই মতি তার
অসাধ্য জগতে তার নাহিক কিছু।

কুঞ্জলাল বাহির হইলেন, ভত্তুরও টাকা গণা সমাপ্ত হইল। টাকাগুলি মাঠাক্‌রুণ দেখিতে পাইল কি না,—তাই দেখিবার

জন্য এই সময় ভতুয়া একবার ঊর্দ্ধমুখে চাহিল। ভতুয়া সে দিকে কখন চাহিবে, বুঝি বসুমতী সেই অপেক্ষা করিতেছিল—ভতুয়া চাহিবা মাত্র তাহাকে হাত ছানি করিয়া ডাকিল। ভতুয়া টাকাগুলি গাঁটে গুঁজিয়া উপরে উঠিল। বসুমতী বলিল, "ও বাবুটী কে আসিয়াছিল ?"

ভতুয়া ভাবিল, বুঝি মাঠাক্‌রুণ টাকাগুলা দেখিয়াছে এবং কথা সকলও শুনিয়াছে,—তখন আর গোপন করায় তত ফল নাই, বরং অনিষ্ট আছে,—অতএব প্রকৃত কথাই বলা ভাল। ভতুয়া বলিল, "এখান হইতে দুটী বাড়ির পরেই উনাদের বাসা।"

বসু। তোর নিকট কি জন্য এসেছিল ?

ভতুয়া এ দিক ও দিক করিয়া বলিল, "মাঠাক্‌রুণ আপনার নিকট প্রাণ থাকিতে আমি মিছে কথা বলিতে পারিব না—আপনি আমার দেবতা, আমাকে উনি মাসিক দশ টাকা করিয়া মাহিয়ানা দিতে চাহিতেছেন এবং চল্লিশ টাকা আগাম দিতেছেন। কুড়ি টাকা দিয়েছিলেন আর কুড়ি টাকা দিয়ে গেলেন।"

"চল্লিশ টাকা আগাম দিয়ে—দশ টাকা ক'রে মাহিনা দিয়ে তোমাকে রাখিবে!—কথাটা বাবু আমার বিশ্বাস হইতেছে না।" বসুমতী চক্ষু বাঁকাইয়া ধীরে ধীরে এই কথাগুলি বলিল।

ভতুয়া দেখিল, হিতে বিপরীত—সে বলিল, "দোহাই ধর্ম্ম আমি মিথ্যা বলিতেছি না।"

বসুমতী। আমাদের নিকট তোর কত টাকা পাওনা আছে ?

ভতুয়া। ছয় মাস এসেছি, এই ছয় মাসের তিন ছয় আঠার টাকা, আর আমার আগের ছিল চল্লিশ টাকা—এই সব টাকাই বাবুর কাছে আছে।

বসুমতী। যদি তুমি ঐ বাবুটির কাছে কি জন্য টাকা লইয়াছ, তাহার ঠিক্ প্রমাণ না দিতে পার, তবে বাবু আসিলে তোমার দুরভিসন্ধির কথা তাঁহার নিকট বলিয়া দিয়া তোমাকে আজই দূর করিয়া দিব। এক পয়সাও দিব না।

ভতুয়ার মনে মহাভয়ের সঞ্চার হইল। সে বলিল, "মাঠাক্‌-

ক্ষণ আমার মনে যদি অন্য কোন অভিসন্ধি থাকে, তবে যেন আমার নরকেও স্থান হয় না। আমি সত্য কথা বলিতেছি।"

বসুমতী বলিল, "তোর কথায় বিশ্বাস কি? এক জন যে, তোকে রাখিবার জন্য চল্লিশ টাকা আগাম দিবে, আর দশ টাকা করিয়া মাহিনা দিবে, ইহা কি বিশ্বাসের কথা? নিশ্চয়ই তোর মনে অন্য কোন দুরভিসন্ধি আছে।"

ভত্তু বড়ই বিপদে পড়িল, টাকা কয়টি যাইবে—সে আকাশ পাতাল শূন্য দেখিল। আর কোন উত্তর করিল না, কেবল বসুমতীর মুখের দিকে ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিতে লাগিল।

তখন বসুমতী বলিল, "তবে যদি তুই সেই বাবুর নিকট হইতে একখানা চিঠি এনে আমাকে দেখাতে পারিস্, তবে বুঝিতে পারি। আমি সে বাবুটির হাতের লেখা চিনি। তিনি আমাদের খবরের কাগজে লেখেন। আমি তাঁহাকে এখান হইতে দেখিয়া চিনিয়াছি।"

ভত্তু অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:::০—

প্রেমপত্র।

এস এস বঁধু এস,—এস ভাই কাছে ব'স

তুমি সে আমার গতি।

বসুমতী ভত্তুকে দাঁড়াইতে বলিয়া অপর একটা প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল।

সেখানে গিয়া বিছানায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবনা কিছু অতিরিক্ত—বসুমতী, মহা পাপিষ্ঠা বসুমতী কি ভাবিতেছে;

তাহার সঠিক সম্বাদটা আমি বলিতে পারি না। বুঝি যে কার্য্যে মজিতেছে, তাহাতে সুখ দুঃখ কতটুকু তাহারই আলোচনা করিতেছে। মনুষ্যহৃদয়ে সুচিন্তা ও কুচিন্তা নাম্নী দ্বিবিধ বৃত্তি আছে। যখন কুপ্রবৃত্তিকে মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবল করিয়া তুলে, তখন ইহার নিকট সুপ্রবৃত্তির ক্রিয়া অতিশয় হীন হইয়া পড়ে। তখন সুপ্রবৃত্তি বিষয়ক কোন কার্য্য করিতে গেলেও কুপ্রবৃত্তি তাহা করিতে দেয় না। প্রবল ও দুর্ব্বলের সংঘর্ষণে যাহা ঘটিয়া থাকে, এখানেও তাহাই ঘটে। বসুমতীর হৃদয়েও এখন সেই কুপ্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তিতে বিষম ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছে,—

কুপ্রবৃত্তি বলিতেছে, "তা ভয়ই বা কি ?"

সুপ্রবৃত্তি। ভয় নাই ? যাহার নিকট রহিয়াছ, তাহার কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বাসহন্ত্রী হইতে হইবে।

কুপ্রবৃত্তি। বিশ্বাসহন্ত্রী আবার হইতে গেলাম কি জন্য ? বিশ্বাস হয়নি এক কথা, আর এ আর এক কথা।

সুপ্রবৃত্তি। তফাৎ কি ?

কুপ্রবৃত্তি। দেবেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করিতে হইবে না— দেবেন্দ্রনাথ টের পাবে না। আমি ত আর উহার সহিত প্রণয় করিতে যাইতেছি না। এক দিন কেবল উহার সহিত দুটা কথা কহিব।

সুপ্রবৃত্তি। এক দিনের জন্য কেন আবার নূতন করিয়া মাড়াইতে যাইবে ?

কুপ্রবৃত্তি। দোষই বা কি ?

সুপ্রবৃত্তি। দোষ নাই ?—অনেক আছে।

কুপ্রবৃত্তি। কি কি ?

সুপ্রবৃত্তি। দেবেন্দ্রনাথ যদি টের পায় ?

কুপ্রবৃত্তি। যদির কথা ছাড়িয়া দাও।

সুপ্রবৃত্তি। আমিও যদির কথা ছাড়িয়া দিই, তুমিও গোল্লায় যাও।

কুপ্রবৃত্তি। গোল্লায়ই বা যাইতে গেলাম কেন ? দোষ কি আমার ?

সুপ্রবৃত্তি। দেবেন্দ্র যদি টের পায়, তবে দোষ কি গুণ বুঝিতে পারিবে।

কুপ্রবৃত্তি। আ মলো যা, বার বারই বলিতেছিস্ যদি দেবেন্দ্র টের পায়। কেন, টের পাইতে গেল কেন? এক দিন বইত আর দুই দিন নয়।

সুপ্রবৃত্তি। এক দিন হ'লেই দুদিন হয়।

কুপ্রবৃত্তি। আপনার মন ত।

সুপ্রবৃত্তি। আপনার মন যদি এতই বশ্য হয়, তবে আজি তাহাকে ও পথ হইতে ফিরাও না কেন?

কুপ্রবৃত্তি। একটু আমোদ করা বইত নয়। অমন সুন্দর সুশ্রী যুবাটীকে যদি একবার বাণ বিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া না দিলাম, তবে আর নারী জন্মের সার্থক হইল কি? শিকারী শীকার করে—সব জন্তু কি খায়? অনেক লোকে মাছ মারে, কিন্তু খায় না—বিলাইয়া দেয়।

সুপ্রবৃত্তি। ইহাতে কি আছে বুঝি না।

কুপ্রবৃত্তি। তুই তার বুঝিবি কি।

সুপ্রবৃত্তি। তুইই কেবল বুঝেছিস্ বোন্। তা যা ভাল বিবেচনা হয় তাই কর—আমি তোর সঙ্গে পারি না।

সুপ্রবৃত্তি নিরস্ত হইল—কুপ্রবৃত্তি প্রবলা হইল। বসুমতীও কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিল। সংক্ষেপে, অল্পের মধ্যে একখানি পত্র লিখিয়া লইয়া বাহির হইল। ভতুয়া তখনও সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে। বসুমতী তাহার নিকট গিয়া তাহার হাতে পত্র দিয়া বলিল, "গোপনে এই পত্রখানা, সেই বাবুটির হাতে দিস্, যেন আর কাহারও হাতে দিস্ না—তিনি যে উত্তর দেন, আমাকে এনে দিস্, খুব সাবধান। যেন কেউ টের পায় না।"

কথার ভঙ্গিতে ভতুয়ার মনে যেন একটা খট্‌কা লাগিল,—কিন্তু সে দ্বিরুক্তি করিল না। পত্র লইয়া বাহির হইল এবং ধীরে ধীরে কত কি ভাবিতে ভাবিতে বাটীর দিকে গমন করিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:॥:০—

পত্র প্রাপ্তি।

—পূরিল বুঝি বিধির সাধ।
তাইতে বুঝিরে এ হেন বাধ।

ঐ———।

ভত্তু কুঞ্জ বাবুর নিকট যখন গেল, তখন তিনি বাহিরের বারেণ্ডায় বসিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া কুঞ্জলাল তখন বসুমতীর অপরূপ রূপরাশি ভাবিতেছিল—এমন সময় সহসা সেখানে নিদাঘের নীরদের ন্যায় ভত্তু আসিয়া উপস্থিত হইল। ভত্তুর আগমনে কুঞ্জলালের প্রাণের ভিতর কত রকম ভাবনারই উদয় হইল। বলিল, "কি ভত্তু কি খবর ?"

ভত্তু চুপে চুপে বলিল, "মাঠাকরুণ আপনাকে একখানা পত্র দিয়েছেন।"

দরিদ্র ব্যক্তি যেমন একেবারে কতকগুলি বিষয় পাইলে কেমন একটা বিভোরভাবে পরিণত হয়, কুঞ্জলালও ঠিক তদ্রূপ হইলেন। অনেক ক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া শেষ ভত্তুর হস্ত হইতে পত্র লইয়া পাঠ করিতে লাগিল—সে পত্রখানিতে যেমন যেমন লেখা ছিল, ঠিক তেমনই নিম্নে প্রকটিত করিয়া দেওয়া হইল। তাহার একটী বর্ণ বা শব্দ পরিবর্ত্তন বা সংযোজিত হইল না। পত্রে শিরোনামা ছিল না—না থাকুক, তাহাতে কুঞ্জলালের কি—পত্র যে তাঁহারই নিকট আসিয়াছে এবং বসুমতীই যে তাহা লিখিয়াছে, কুঞ্জলালের তাহা বুঝিতে কিছুমাত্রও সন্দেহ হইল না। পত্রখানি পাঠ করুন—পাঠকেরও সন্দেহ থাকিবে না।

পত্র।

"প্রিয়তম মহাশয়!—আর মহাশয়ই বা বলি কেন? প্রিয়তম! কাল হইতে আমি পাগল হইয়াছি—তোমার কি গুণ ক'রেছ, দেখিয়া আর ঘরে রহিতে পারিলাম না। মনের কষ্ট আর কত জানাইব। ভাই! তুমি যদি অদ্য রাত্রে আমার সহিত সাক্ষাৎ না কর, তবে আমি গলায় দড়ি দিব। কি জানি কি ছলে মজা-ইলে মোরে—আসা চাইই।"

তোমার বসুমতী।

কুঞ্জলাল পত্র পাঠ করিয়া একেবারে উন্মত্ত হইল—বামনে যেন চন্দ্র হাতে পাইল। তখনই গৃহে গিয়া এক পত্র লিখিল। পত্রে একটু অটডি রোজ মাখাইয়া একখানা বিবসনা পরীর ছবি অঙ্কিত খামের মধ্যে পুরিয়া ভত্যুর হাতে দিল এবং সঙ্গে ভত্যুকে পাঁচ টাকা দিল। ভত্যু বলিল, "এ টাকা কিসের?"

কুঞ্জ। তোকে সন্দেশ খেতে দিলাম। আরও দিব।

ভত্যু তখন প্রকৃত বিষয় বুঝিল—মনে ভাবিল, গরিবের যা লাভ। যথা সময়ে গিয়া বসুমতীর নিকট পত্র দিল, বসুমতী খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

পত্র।

"প্রিয়তমে! জগদীশ্বর যে আমার প্রতি এত সদয়, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। বিগত কল্য বৈকালে ছাতের উপর হইতে তোমাকে দেখিয়া আমি আপনা ভুলিয়াছি। আমি যে কি করিব,—কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ভত্যুকে আমার বাসার রাখিবার কোনই প্রয়োজন নাই—কেবল তোমার সংবাদ লইবার জন্য উহাকে ছলনা করিয়া টাকা দিয়াছি। কিন্তু তুমি আমার সকল আশা পূর্ণ করিলে, তুমি যে এমন প্রেমময়ী, প্রেমে যে তোমার হৃদয় এমন পরি-পূর্ণ, জগতের প্রেমরত্ন যে তোমার হৃদয়ে নিহিত—তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, কবে কোথায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে পাইব, তাহা আমাকে লিখিবে। যতক্ষণ না, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার সুমধুর বচন-সুধা পান করিতে পাইতেছি, ততক্ষণ আমি জীবন্মৃতবৎ থাকিতেছি। পত্রের উত্তর শীঘ্র দিও।"

তোমারই কুঞ্জলাল।

পত্র পাঠে পাপিয়সী বসুমতীর আনন্দ আর ধরে না। সে তখনই গৃহে প্রবেশ করিয়া আর একখানি পত্র লিখিল। পত্রখানি লইয়া আসিয়া ভত্যুর হাতে দিল—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভত্যুর হাতে দুইটী টাকা দিয়া বলিল, "ভত্যু! এখন এই দুটী টাকা নেও—ঐ বাবু এখানে আসিলে তাহার নিকট হইতে তোমাকে দশ টাকা চাহিয়া দিব,—খুব সাবধান, যেন এ কথা ঘুণাক্ষরেও এ বাড়ির বাবু টের না পায়। তুই এই পত্রখানা নিয়ে আবার সেই বাবুর কাছে যা।"

ভত্যু হাসিল। বলিল, "তবে মাঠাকরুণ এ কথাটা আগে আমার কাছে ভেঙ্গে বলিলেই ত কোন গোল হইত না। তা ও বাবুটি খুব ভাল লোক।"

বসুমতী একটু এদিক ওদিক করিয়া বলিল, "ও বাবুর সহিত আমার এমন কিছুই নহে। কেবল একবার মাত্র সাক্ষাৎ—তা কোথায় সাক্ষাৎ করি বল দেখি?"

ভত্যু। নীচের আমার ঘরে।

বসুমতী। এ বাড়ির বাবু যদি দেখিতে পায়?

ভত্যু। তিনি আফিসে গেলে।

বসুমতী। এর মধ্যে যদি কোন কাজে এসে পড়ে।

ভত্যু। আমি উপরে থাকিব—আসেন যদি সম্বাদ দেব। আর তিনি নীচে আমার ঘরে কোন দিন যান না।

বসুমতী। তবে ও পত্রখানা দে, বদলাইয়া দেই।

ভত্যু। আর পত্র দিতে হইবে না, আমি নিজেই যাইয়া বলিব।

বসুমতী। তবে এখনই সঙ্গে করিয়া আনিস্।

ভতুয়া। মাঠাকুরুণ, সকল কাজেই র, ব, শ আছে। আজি বেলা গিয়াছে, বাবুরও আসিবার সময় হইয়াছে, আজি থাক্‌, কাল বারটার সময় আনিয়া দিব।

বসুমতী অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃতা হইল। ভতুয়া, তখন কত কি ভাবিতে ভাবিতে স্থানান্তরে গমন করিল।

ক্রমে বেলা অবসান হইল। দেবেন্দ্রনাথও গৃহে আগমন করিলেন,—দেবেন্দ্রনাথের সে প্রফুল্ল সহাস্য আনন আজি বিশুষ্ক, নীরস। দেহ যেন গুরুভাবাক্রান্ত। দেবেন্দ্রনাথ বাটীতে আসিয়া বরাবর উপরে উঠিলেন। পোষাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাপড় পরিলেন। বসুমতী জল খাবার দিল—দেবেন্দ্রনাথের যেন তাহাতেও অরুচি, অন্যমনস্কভাবে তাহার কিছু খাইয়া তাম্বুল চিবাইতে লাগিলেন, বসুমতী "ভতুয়া ভতুয়া" করিয়া ডাকিয়া তামাক দিতে বলিয়া দিল—ভতুয়া তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। দেবেন্দ্র একটা বিছানার উপর অর্দ্ধশয়নাবস্থায় পড়িয়া বিষণ্ণবদনে, অপ্রসন্ন মনে ধূম পান করিতে লাগিলেন। বসুমতী গিয়া নিকটে বসিল, যেন কত সোহাগভরে বলিল, "তুমি অমন ক'রে ভাবছ কি ?"

দেবেন্দ্রনাথ দুঃখিতচিত্তে মৃদু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কাল যে সেই মানহানির মকদ্দমার দিন।"

বসুমতী ও যেন বড় দুঃখিত—বলিল, "কি হইবে ?"

দেবেন্দ্র। সেইত—

বসুমতী। যদিই মকর্দ্দমায় হার হয়, তবে কি হইতে পারে ?

দেবেন্দ্র। অর্থদণ্ড—শারীরিক দণ্ড—কারাবাস।

বসুমতী। মিয়াদ ? যদি হয় আমি কেমনে করিয়া থাকিব।

দেবেন্দ্রনাথের চক্ষুকোণে জল আসিল। বসুমতীর চক্ষুতে জল আসিয়াছিল কি না—সেটা আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, কিন্তু সে আঁচলে চক্ষু মুছিল।

উভয়ে অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধে নিঃশব্দে থাকিল—শেষ যে যাহার কাজে গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—•:•—

অনেক দিনের পর।

আজি কেন কাঁদে মম মন।

জ্বলিছে যেনরে বুকে সুদারুণ হুতাশন।

প্রাতঃকালে উঠিয়া দেবেন্দ্রনাথ নবমীর পাঁঠার ন্যায় কাঁপিতে আরম্ভ করিলেন। আজি মানহানির মকর্দ্দমার দিন। আজি বহু দিনের পর দেবেন্দ্রনাথের মনে বিজয়পুরের কথা,—আত্মীয় স্বজনের কথা উদয় হইল। মানুষ যখন সুখ সচ্ছন্দে দিনাতিপাত করে, তখন তাহার হৃদয়ে আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবের কথা তত উদিত হয় না—যখন বিপন্ন হয়, চারিদিক আঁধার দেখে, তখনই সকল মনে হয়—তাহাদের জন্য প্রাণ উদ্বেলিত হয়।—দেবেন্দ্রনাথেরও আজি সেই সময়।

তাই দেবেন্দ্র নাথের মনে সকল কথা উদয় হইতেছে। আজি মাতা শ্বশুর শাশুড়ি নিকটে থাকিলে দেবেন্দ্রনাথকে কি একা এই বিষম চিন্তা বহন করিতে হইত? একাকী বিপজ্জালে বিজড়িত হইতে হইত? বসুমতী—বসুমতী এখন যেন দেবেন্দ্রনাথের নিকট বিষ বিষ লাগিতেছে, কেননা তাহা যদি না লাগিত—তাহার কুহকে যদি দেবেন্দ্রনাথ পড়িত, তবেত আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িতে হইত না। বাড়ি থাকিয়া বিমলশান্তিতে কাল কাটাইতে পারিত। কুসুমলতাকে—সেই স্নেহ ভালবাসা পরিপূরিত, শান্তির নিকেতন—কুসুমলতাকেও ছাড়িতে হইত না।

বহুদিন পরে কুসুমলতা আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় মধ্যে পূর্ণ মূর্ত্তিতে উদয় হইল। সত্য কথা বলিতে কি,—আজি বহুদিন পরে, কুসুমলতার জন্য যে দেবেন্দ্রনাথের চক্ষুতে জল আসিল—কুসুমলতার, অতি সরল প্রীতি,—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায়

কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিন রাত্রি ভাবিত—কুসুমলতার কাছে যে অমূল্য প্রীতি পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ সুখী হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় শান্তিকুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল—আজি তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, পৃথিবীতে তাহা আর পাইবেন না। দেবেন্দ্র বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে বসুমতী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্র নাথকে বিষণ্ণভাবে ভাবিতে দেখিয়া বলিল, "অত ক'রে ভাবছ কেন? টাকা আছে, টাকা ব্যয় ক'র। শেষ না হয় দুই জনে ভিক্ষা করিয়া খাইব।"

কথাটা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ একটু সন্তুষ্ট হইলেন। কেননা টাকাগুলি বসুমতীর।

অতঃপর যথাসময়ে আহারাদি করিয়া দেবেন্দ্রনাথ উকিলের বাড়ি গমন করিলেন।

বেলা ক্রমে এগারটা বাজিল।

বসুমতী ভত্ত্যাকে ডাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভত্ত্যা বাবুর কাছে যা ডেকে নিয়ে আয়।"

ভত্ত্যা বলিল, "মাঠাকরুণ, আজি আমাদের বাবুর বড় বিপদ, আজি নয় থাক্—এ গোলযোগ মিটেযাক্, তার পর আসিলেই চলিবে।"

পাপের পূর্ণমূর্ত্তি বসুমতী বলিল, "না ভত্ত্যা তুই এখন যা, তার জন্য আমার মন বড় খারাপ হয়েছে।"

ভত্ত্যা। বাবুর এ বিপদের দিনে, তোমার সে রঙ্গরস আসিবে ত?

বসুমতী। বাবুর বিপদ তা আমার কি? আমি যখন মা, বাপের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছি—তখন কার দুঃখে আমার দুঃখ? সর্ব্বদা সুখে থাকিব, দুঃখের ধার ধারিনা।

ভত্ত্যা। বাবুর যদি কয়েদ হয়?

বসুমতী। এক বাবুর কয়েদ হয়, কত বাবু আছে।

কথাটা শুনিয়া বসুমতীর উপর ভত্যু হাড়ে চটিল। মনে ভাবিল, জগৎ তুমি এ নর রাক্ষসীকে গ্রাস করিয়া ফেল। কিন্তু তা বলিযা সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। বসুমতীর কথিত স্থানে গমন করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃঃ০—

প্রেমালাপ,—শুভদর্শন।

কুলটার পিরীতি বালির বাঁধ—
ক্ষণ স্থির নয়—

ভত্যু গিয়া কুঞ্জলালের বাসা বাড়িতে প্রবেশ করিল। প্রথমেই তাহার সহিত যোগেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হইল। যোগেন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিযা চিনিলেন, বলিলেন, "কৈ তুমি এলেনা?"

ভত্যু একটু জড়সড় ভাবে বলিল, "আর দিন কতক পরে আসিব।"

যোগেন্দ্রনাথ এইবার হাসিলেন, বাবুর কিন্তু কোন কথা হইল না। ভত্যু সে হাসিতে কিছু বিচলিত হইল। বলিল, "তা সে বাবু কোথায?"

যোগেন্দ্রনাথ বড় চতুর। তিনি গোড়ার কিছু কিছু জানিতেন ও কথা পাড়িবাব জন্য ঘোর ফেব করিয়া বলিলেন, "সে বাবু অস্থির হযেছেন,—বুঝিযে রাখা ভার।"

ভত্যু ভাবিল, এ বাবু ত দেখিতেছি সকলই জানে—বলিল, "তা আর উচাটন হইবার দরকার কি? এখন তিনি গেলেই হয।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুই এইখানে দাঁড়া, আমি ডেকে দিচ্ছি।"

যোগেন্দ্রনাথ উপরে উঠিলেন। কুঞ্জলালের নিকট গিয়া

হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ধরা পড়েছ, আমার সঙ্গে চালাকি— প্রথম প্রথম ব'লে এখন লুকিয়েছ কেন?—দূত এসে যে উপস্থিত।"

কুঞ্জলাল এদিক ওদিক করিতে করিতে যোগেন্দ্রনাথ ভতুয়ার কথা বলিলেন। তখন কুঞ্জলাল বলিল, "ভাই আমার ঘাট হইয়াছে ক্ষমা কর। সে সকল ঠিক ঠাক্ হইয়া গিয়াছে।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেমন করিয়া ঠিক্ ঠাক্ হ'ল?"

কুঞ্জলাল। পত্র লিখিয়া।

যোগেন্দ্র। সে তোমাকে পত্র লিখিয়াছে?

কুঞ্জলাল। লিখিয়াছে।

যোগেন্দ্র। সে পত্র তোমার কাছে আছে?

কুঞ্জলাল। আছে।

যোগেন্দ্র। দেখি।

কুঞ্জলাল একটা টীনের বাক্স খুলিয়া পত্র বাহির করিয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে দিল। যোগেন্দ্রনাথ পত্র পাইয়াই স্ত্রীলোকটার নাম কি তাহাই দেখিলেন। নাম বসুমতী—বসুমতী? যোগেন্দ্রনাথের প্রাণে যেন কেমন একটা ভাবের আবির্ভাব হইল। যোগেন্দ্রনাথ পত্রখানির আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, "কুঞ্জলাল! আমি একবার সে বাড়িতে যাইব।"

যোগেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া কুঞ্জলাল ভাবিল, বুঝি পত্র পড়িয়া তাহার উপর যোগেন্দ্রনাথের লোভ হইয়াছে। কুঞ্জলাল কোন উত্তর করিল না দেখিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কুঞ্জলাল ভাবিও না, আমি যে তোমাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা নহে। আমার ইচ্ছা, আমি দেখিব সেই স্ত্রীলোকটি কেমন সুন্দরী ও রসিকা এবং তোমরাই বা কেমন প্রেমালাপ কর। আমি ভতুয়ার সহিত যোগ করিয়া স্বতন্ত্র একটা ঘরে থাকিব।"

কুঞ্জলাল স্বীকৃত হইল। বলা বাহুল্য, সে ঘরে আর কেহই ছিল না। ভতুয়াকে সেই স্থানেই ডাকা হইল। ভতুয়া সেখানে উঠিয়া আসিল। তখন কুঞ্জলাল বলিল, "কি সম্বাদ?—এ বাবুকে গোপন করিবার কিছুই নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে বল।"

ভত্যু একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি চলুন—আমাদের বাবু এখন বাসায় নাই।"

কুঞ্জলাল। কোথায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে?

ভত্যু। নীচের আমার ঘরে।

কুঞ্জলাল। সেখানে তোমার বাবু কখন আসে?

ভত্যু। কখন না।

কুঞ্জলাল। তার কাছে আর ঘর আছে?

ভত্যু। কেন?

কুঞ্জলাল। দরকার আছে।

ভত্যু। কেন ও বাবু সঙ্গে যাবেন না কি?

কুঞ্জলাল। হাঁ।

ভত্যু। তা আমি এমন জায়গায় রাখিয়া দিব যে, সেখানে দাঁড়াইলে উনি তোমাদিগকে বেশ দেখিতে পাইবেন, কিন্তু আপনারা দেখিতে পাইবেন না।

"তবে কি এখনই যাইতে হইবে?" কুঞ্জলাল এই কথা বলিলে ভত্যু বলিল, "হাঁ এখনই বই কি?"

তখন কুঞ্জলাল ও যোগেন্দ্রনাথ উভয়েই উঠিলেন, ভত্যু তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল। ক্রমে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ভত্যু তাড়াতাড়ি যোগেন্দ্রনাথকে একটা ঘরে পূরিয়া তাহার খিল আটিয়া দিতে বলিল,—যোগেন্দ্রনাথ খিল আঁটিয়া দিল। ভত্যু তখন নিজের ঘরে কুঞ্জলালকে বসাইয়া উপরে বসুমতীকে সম্বাদ দিতে গেল। বসুমতী তখন সাজ সজ্জা করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিল। ভত্যুকে দেখিয়া বলিল, "সম্বাদ কি?"

ভত্যু বলিল "সম্বাদ ভাল, এসেছেন।"

বসুমতী স্বর্গ হাতে পাইল, তাহার বুকের ভিতর যেন সুখের উর্ম্মি নাচিয়া নাচিয়া উঠিল, বলিল, "কোথায়?"

ভত্যু বলিল, "আমার ঘরে বসিয়া আছেন।"

বসুমতী মৃদু অথচ ত্বরিতপদে ভত্যুর ঘরে গমন করিল। যাইবার সময় চৌকাটে বড় একটা হুঁচোট লাগিল—প্রথম

ভাবিল, বাধা পড়িল—শেষ মনে মনে স্থির করিল, "আমার আবার বাধা বিঘ্ন কি?"

এদিকে ভতুয়ার ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া কুঞ্জলাল জাগ্রতে কতই মধুর স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছে, আহ্লাদে আনন্দে তাহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিতেছে—এমন সময় কুঞ্জলাল দেখিল, নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে, অনন্ত সুন্দরী বসুমতী আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। যোগেন্দ্রনাথ অপর গৃহ হইতে দেখিল—বসুমতী সুন্দরী বটে। স্থিরকর্ণে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

কুঞ্জলাল প্রথমতঃ কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া নিস্তব্ধে থাকিল। বসুমতীই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, "এসেছ? মনে ছিল!"

কুঞ্জলাল কথা কহিল,—বলিল, "এ জনমে কি ভুলিতে পারিব। এখন তোমার মনে থাকিলেই হয়।"

বসুমতী বলিল, "আমার মনে থাকিবে না, আমার মন যদি ভুলিবারই হইত, তবে এ দশা আমার কেন হইবে?"

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় সেই বাড়ির ভিতর কে এক জন প্রবেশ করিল। যোগেন্দ্রনাথের চক্ষুই সর্ব্বাগ্রে সে দিকে গেল। যিনি আসিলেন, তাহাকে দেখিয়া যোগেন্দ্রনাথের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—প্রাণ পুলকিত হইল, মনে মনে বলিলেন, "মা দুর্গতিহারিণি দুর্গে—তোমার ইচ্ছা মা!"

যে আসিল সে দেবেন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথ যেন একখানি কাষ্ঠপুত্তলী, মুখে ধূলা উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষুর্দ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট, কপোলপ্রদেশ অল্প অল্প স্বেদাক্ত। আজি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় নাই, তাই পাঁচ হাজার টাকা জামিনে আজি দেবেন্দ্রনাথ মুক্তি পাইয়াছেন। কিন্তু মোকদ্দমার যে রূপ গতিক তাহাতে নিশ্চয়ই দেবেন্দ্রকে জেলে যাইতে হইবে। দেবেন্দ্রনাথের উকীলও তাহা দেবেন্দ্রকে বলিয়াছে,—তাই দেবেন্দ্র কাষ্ঠপুত্তলীবৎ।

দেবেন্দ্রনাথ বরাবর দ্বিতলের উপর উঠিলেন। সকল ঘর অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, বসুমতী কোথাও নাই,—ঝিও নাই।

ঝি বসুমতীর কৌশলে পূর্ব্বাহ্নেই স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ভত্যুরও খোঁজ পাইলেন না—ভত্যু তখন বাজারে মদ আনিতে গিয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া ভাবিলেন, ভত্যু বোধ হয় ঘরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, দেবেন্দ্র উপর হইতে নামিয়া ভত্যুর ঘরে ভত্যুকে ডাকিতে গেলেন,—ঘরের দ্বার বন্ধ। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দেবেন্দ্র শুনিল, কাহারা কথা কহিতেছে। স্থির-কর্ণে একাগ্র মনে শুনিল, স্বর বসুমতীর কণ্ঠনিঃসৃত,—আর এক অপরিচিত পুরুষকণ্ঠস্বর। দেবেন্দ্রনাথের মস্তক ঘুরিয়া গেল, চক্ষু কর্ণ নাসিকা দিয়া প্রবল বেগে তাড়িত প্রবাহ বাহির হইতে লাগিল।

দেবেন্দ্রনাথ পার্শ্বে গিয়া একটা মুক্ত জানালায় মুখ দিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, যথার্থই বসুমতী ও এক অপরিচিত যুবক।

দেবেন্দ্রনাথ চাহিতেই কুঞ্জলালের চোখচোখি পড়িল। কুঞ্জলাল যদিও তাঁহাকে চিনিত না, তথাপি পাপচিত্ত বড়ই ভীত,—সে আর মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব না করিয়া দ্বারের খিল খুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রিয়তমকে ছুটিয়া দৌড়িতে দেখিয়া বসুমতী কিছু চঞ্চলচিত্ত হইল। সে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল, দেবেন্দ্রনাথ দ্বার খোলা দেখিয়া গৃহপ্রবেশ করিয়া বসুমতীর গলা টিপিয়া ধরিল। বসুমতী দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া নিতান্ত আসন্ন বিপদ বুঝিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল। বসুমতী ভীতি বিকম্পিতান্তরে বলিল, "ছাড় ছাড় আমাকে তুমি বৃথা মের না, আমি মন্দ অভিপ্রায়ে এ যুবকের সহিত কথা কহি নাই, তোমারই মোকদ্দমার সাহায্য জন্য ইহার সহিত কথা কহিয়াছি।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি আমার উপপত্নী ভিন্ন আর কিছুই নহ, যে অভিপ্রায়েই আসিয়া থাক, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই, আমার সঙ্গে উপরে এস।"

বসুমতী বিষন্নচিত্তে ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠিল।

যোগেন্দ্রনাথ ব্যাপার দেখিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন,—বিন্দু মাত্রও ভীত হইলেন না, দেবেন্দ্রনাথ ও বসুমতী উপরে উঠিলে যোগেন্দ্রনাথ খিল খুলিয়া ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতল প্রাসাদে উঠিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:঳:০—

গুপ্তকাণ্ড।

আমায় কিছু বলোনা, আমায় কিছু বলোনা।
এ নব যৌবন তাহে নবীন সমীরণ।
কত সুখ উপভোগিব—এখন আমায় কিছু বলোনা।
নহে তুমি আর আমায় পায়ে রেখোনা।

গ্র—।

দেবেন্দ্রনাথ বসুমতীকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিয়া একটা প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সম্মুখে বসুমতী, নদীস্রোত বিকম্পিতা বেতসীর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ মৃদুস্বরে বলিল, "বসুমতি!"

বসুমতী বলিল, "হাঁ।"

দেবেন্দ্রনাথ। তোমাকে গুটিকতক কথা বলিব—শুনিবে?

বসুমতী। শুনিব না কেন, বল।

দেবেন্দ্র। তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি?

বসুমতী। কিছুই না, বেগে পড়িয়া মরিয়া যাইতেছিলাম, দয়া করিয়া বাচাইয়াছিলে, শেষে স্বামী লইতে চাহিল না, তুমি সঙ্গে করিয়া এখানে আনিয়া রাখিয়াছ।

দেবেন্দ্র। বসুমতি! মনে আছে, তোমার জন্য আমি সোণার

সংসার, বৃদ্ধা মাতা, রাজার মত শ্বশুর, মান সম্ভ্রম, জাতি কুল সব পরিত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি বসুমতী, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া চির উদাসীন হইলাম? তুমি কি বসুমতী, যে তোমার জন্য সংসারে যে সার, জগতে যে অতুলনীয়া, দুঃখে যে শান্তি, যন্ত্রণার যে উপশম, হৃদয়ের যে প্রেম—সেই স্নেহজ্যোৎস্নারূপিণী আমার কুসুমলতাকে পরিত্যাগ করিলাম?

বলিতে বলিতে দেবেন্দ্রনাথের নয়নকোণে জল আসিল,—সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দেবেন্দ্রনাথ আর দুঃখ ও ক্রোধবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—বসুমতীর তলপেটে এক পদাঘাত করিলেন,—বসুমতী বসিয়া পড়িল। কিছু বলিল না, কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহার চক্ষুর জল দেবেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বসুমতি, উঠিয়া দাঁড়াও।"

বসুমতী উঠিয়া দাঁড়াইল। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বসুমতী তোমাকে হৃদয় চিরিয়া ভালবাসিয়াছি, প্রেমোপহার দিয়া পূজা করিয়াছি, কিন্তু তুমি তাহার বিনিময়ে আজি আমার হৃদয়ে অনন্ত গরল ঢালিয়া দিলে। এখন তোমাকে কি করিব?"

বসুমতী বলিল, "ইচ্ছা হয় পায়ে রাখ, না হয় পরিত্যাগ কর।"

দেবেন্দ্রনাথের চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল, বলিল, "না বসুমতী, তোমাকে পরিত্যাগও করিব না, পায়েও রাখিব না।

বসুমতী চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল, "তবে কি করিবে?"

দেবেন্দ্র। কাটিয়া ফেলিব।

বসুমতী। সেও মন্দ নহে, তোমার কাছে অবিশ্বাসী হইয়া আমার বাঁচিয়া ফল নাই।

"তবে দাঁড়াও।" এই কথা বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাক্স খুলিয়া একখানি শাণিত ছোরা বাহির করিলেন। সেখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বসুমতীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কেমন বসুমতী—তোমাকে কাটি?"

বসুমতী মৃত্তিকা সংলগ্ন চক্ষুতে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিতে

লাগিল। ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল, "মরিব কেন? মরিতে গেলাম কেন? না হয় দেবেন্দ্রনাথ পরিত্যাগ করিবেন? এত টাকা এত ঐশ্বর্য্য কার? দেবেন্দ্রনাথের কি? সকলই ত আমার—উনি ত্যাগ করেন করুন। মরিব কেন?"

বসুমতী বলিল, "দেবেন্দ্রনাথ আমাকে তুমি যথেষ্ট ভাল-বাসিয়াছিলে, আমি না বুঝিয়া যদিই এক কাজ করিয়া থাকি, ক্ষমা কর। আর যদি ক্ষমা করিতে না পার, তবে তুমি দেশে যাও—তুমি বেটা ছেলে, তোমার ত আর জাতি যাইবে না? আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই ঘটিবে। আমাকে কাটিও না, আমি মরিব না।"

দেবেন্দ্রনাথ। মরিব না,—তোমাকে সুখে রাখিয়া, বেশ্যা-বৃত্তি করিতে রাখিয়া—আমি যাইব?—এই যাইতেছি।

এই বলিয়া দেবেন্দ্র ছোরা উঠাইলেন। বসুমতী কাঁদিয়া উঠিল। "কাটিও না কাটিও না। নবে যৌবনতরঙ্গে তরী সাজাইয়াছি, এ সময়ে—এ সুখের সময়ে আমাকে কাটিও না। তোমার কি? আমি ত তোমার স্ত্রী নই—কেহ নই। আমার টাকা, আমার সব—তুমি কাটিও না, কাটিও না।"

দেবেন্দ্রনাথ সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, বসুমতীর দক্ষিণ স্কন্ধে সজোরে অস্ত্রাঘাত করিলেন। শাণিত অস্ত্র বসু-মতীর দক্ষিণ স্কন্ধে বসিয়া পড়িল। বসুমতী ভূপতিতা হইয়া পড়িল।

দেবেন্দ্রনাথ ছোরাখানি ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অতি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ যখন সোপান দিয়া নিম্নে নামিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। দেবেন্দ্রনাথ ভয়ে আশ্চর্য্যে পশ্চাৎ ফিরিলেন,—তাঁহার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে রক্তপ্রবাহ ছুটিল—দেখিলেন যোগেন্দ্রনাথ।

যোগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথের শ্যালক,—কুসুমলতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। যোগেন্দ্রনাথ কুসুমলতাকে থানা হইতে মুক্ত করিয়া

আনিযাছিলেন,—পাঠক সে ব্যাপার অবগত আছেন, কিন্তু নাম জানিতেন না। যোগেন্দ্রনাথ কলিকাতায কাজ করেন। কত দিন—কত দিন ভগ্নীপতির অনুসন্ধান করিযাছিলেন, কিন্তু কলিকাতা সহরে কে কাহার সন্ধান পায? কুঞ্জলালের পত্রে বসুমতীর নাম দেখিযা যোগেন্দ্রনাথের মনে খট্‌কা লাগিযাছিল; যোগেন্দ্রনাথ জানিতেন বসুমতীকে লইযা দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায আছেন। তাই বসুমতীর নাম দেখিযা অনুসন্ধান লইবার জন্য যোগেন্দ্রনাথ কুঞ্জলালের সঙ্গে আসিযাছিলেন,—অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল না।

অকস্মাৎ যোগেন্দ্রনাথকে দেখিযা দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বাঙ্গ দিযা তাড়িত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। দেবেন্দ্র কাঁদিযা ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ভাই যোগেন্! পাপের প্রাযশ্চিত্ত হইযাছে—আমি নারকী। উচিত প্রতিফল পাইয়াছি। আমি জানিতাম, তুমি আমার বাটীর নিকটেই আছ। কত দিন তোমাকে দেখিযাছি—কিন্তু মোহে মত্ত হইয়া এক দিনও তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। তুমি দেখিবে ভাবিযা, সুপথ পরিত্যাগ করিযা কুপথে গিযাছি। তার ফল পেযেছি, এখন আমার উপায কি ভাই?"

যোগেন্দ্রনাথেরও চক্ষু দিযা দর দর ধারে জলপ্রবাহ ছুটিল। কোঁচার কাপড়ে চক্ষুর জল মুছিযা বলিলেন, "এখানে দাঁড়াইযা কাঁদা উচিত নহে, বিপদ ঘটিবার বিশেষ সম্ভব। শীঘ্র চল—আমার বাসায গিযা সকল কথা হইবে।"

উভযে দ্রুতপদে বাটী হইতে বাহিরে গেলেন।

দণ্ড চারেক পরে ভৃত্য মদ লইযা ফিরিল। তাহার ঘরে আসিযা দেখিল—গৃহ শূন্য। কারণ বুঝিতে পারিল না, উপরে গেল। গিযা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণ বিচলিত হইল,—সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। ভৃত্য দেখিল, বালক নখর বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ বসুমতীর দেহ ভূমে লুটাইতেছে।—কেহ কোথাও নাই।

অনেকক্ষণ ভৃত্য সেখানে দাঁড়াইযা দাঁড়াইয়া ভাবিল।

ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিল, বোধ হয় বাবু বাড়ি আসিয়াছিলেন,— আসিয়া সব জানিতে পারিয়া বসুমতীকে কাটিয়াছেন। সে ছুটিয়া বাড়ির বাহির হইল। পুলিস ডাকিয়া আনিয়া উপরে গেল। পুলিস অনেক নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া ডাক্তার আনাইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তখনও বসুমতীর পাপ প্রাণ তাহার দেহ পরিত্যাগ করে নাই।—একটু একটু ক্ষীণ নিঃশ্বাস বহিতেছে। তখনি তাহাকে ডাক্তারখানায় প্রেরণ করা হইল। এ দিকে পুলিসের তদন্ত চলিল। ভত্যুর কাছে, এজাহার লওয়া হইল। ভত্যু প্রকৃত বিষয় কিছুই গোপন রাখিল না। সে বলিল, "বাবু বাড়িতে ছিলেন না, মাঠাকরুণের চরিত্র খারাপ ছিল, তাঁহার নিকট আর একটি বাবু আসিয়াছিল, আমি মদ আনিতে গিয়াছিলাম। আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া পুলিসে সম্বাদ দিলাম। কে কাটিয়াছে—ঠিক জানি না।" পুলিস শেষে বাবুর নাম জিজ্ঞাসা করিল, ভত্যু বলিল, তাহা আমি জানি না।" পুলিস তখন ভত্যুর নিকট জানিতে চাহিল, "বাবুর চেহারা কেমন ?"

ভত্যু ভয়ে ভয়ে তখন যাহা মনে আসিল, তাহাই বলিয়া দিল। ফলতঃ সে বর্ণিত চেহারার বা বয়সের সহিত দেবেন্দ্র নাথের কিছুই মিল থাকিল না।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০::০—

প্রাণের ভাব।

"ঊষার আলোক যথা, নিবিড় কুহেলি হ'তে।
অস্ফুট আঁধারে মাখা, ধীরে ধীরে ধীরে ফোটে
সন্ধ্যার নীরব কোলে, বসিয়া নীলিমাতলে

নিবিড় তমসে ঢাকা, হৃদয় আকাশ কোলে,
অস্ফুট স্মৃতির আলো, তেমনি সুধীরে জ্বলে,
সময়ের সনে আহা, বিলুপ্ত হ'য়েছে যাহা,
স্মৃতি সে কুহকবলে তাঁহারে ফিরায়ে আনে,
একটি একটি ক'রে, কত কি জাগায় প্রাণে।"

ন—ভা।

দেবেন্দ্রনাথকে লইয়া যোগেন্দ্রনাথ বাসায় আসিলেন। কুঞ্জলাল, যোগেন্দ্রনাথের সহিত অপরিচিত ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া কত কি মনে ভাবিতে লাগিল। সেত আর দেবেন্দ্রকে ভাল করিয়া দেখে নাই, সে ভাবিল কি জানি কে?

যোগেন্দ্রনাথ সকলকে কিছুক্ষণের জন্য উপরে যাইতে নিষেধ করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া উপরে গেলেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেবেন্দ্র বাবু।"

দেবেন্দ্র ভগ্নকণ্ঠে উদাসভাবে বলিলেন, "হাঁ।"

যোগেন্দ্র। এখন কি করিবেন?

দেবেন্দ্রনাথের যত্নরুদ্ধউৎস ছুটিয়া গেল। দেবেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কি আর করিব?—মরিব। মৃত্যু ভিন্ন আমার মত পাপীর আর উপায় কি?"

যোগেন্দ্র। বাড়ি কি আর যাবে না?

দেবেন্দ্র। কি বলিয়া মুখ দেখাইব?

যোগেন্দ্র। তা'তে আর দোষ কি, আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব। যাইব কি অদ্যই রাত্রের ট্রেনে যাইতে হইবে, পুলিসে অবশ্য খুন তদারক করিবে।

দেবেন্দ্রনাথ যেন আর একটা কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। গলা যেন বন্ধ হইয়া গেল। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল।

যোগেন্দ্রনাথ আরও কত কথা পাড়িলেন, কত কথা বলিলেন, কিন্তু কুসুমলতার কথা কিছুই পাড়িলেন না।

অনেকক্ষণ পরে—অনেক দিনের পরে—ঘামিয়া মুখলাল

করিয়া ঢোক গিলিয়া, ধরা ধরা ভরা ভরা আওয়াজে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যোগেন্দ্র বাবু, তোমার ভগ্নী কোথায়?"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভাল!—এতদিন পরে তাহার কথাটি যে মনে হইয়াছে, সেও ভাগ্য। কিন্তু বলিতে কষ্টবোধ হয় দেবেন্দ্র বাবু! তুমি তাহাকে ফেলিয়া আসিলে সে, দিন দিন ক্ষীণ হইযা যাইতে লাগিল, দেখিযা আমি তাহাকে ও তোমার মাতাকে বাড়িতে আনিলাম। কুসুমলতাকে চিকিৎসা করিতে চিকিৎসক নিযুক্ত করিলাম; কিন্তু পীড়ার আর কিছুতেই উপশম হয় না। সম্বাদ পাইযা তোমার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি এক দিন আমাদের বাড়িতে আসিলেন, দেখাসাক্ষাৎ করিয়া তোমার ভগ্নী তোমার মাতাকে লইযা বাড়ি গেলেন। কিয়দ্দিবস পরে সেখানে তোমার মাতা স্থূলদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। কুসুমলতার পীড়া অদ্যাপি সারে নাই।—তোমার ভাবনাতে ভাবনাতে সে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইযাছে।"

মাতার সুদারুণ কথা শুনিযা দেবেন্দ্রনাথ যে কতদূর মর্ম্মাহত ও শোকান্বিত হইলেন, তাহা লিখিযা জানাইবার নহে। আজি যদি দেবেন্দ্রনাথ সুখে থাকিতেন, যদি বসুমতী বিশ্বাসহন্ত্রী না হইত,—আজি যদি তিনি না বুঝিতেন যে, তিনি যে কার্য্যে এত দিন লিপ্ত ছিলেন, সেখানে সুখ নাই—মনুষ্যের পুণ্যময় কার্য্য ভিন্ন সুখ নাই—যেখানে পাপ সেখানে কেবলই অনন্ত দুঃখ। তাহা যদি আজি দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ঙ্গম না হইত, তবে বুঝি এ সম্পাদ প্রাপ্তে দেবেন্দ্রনাথের মর্ম্মস্থল এতদূর বিলোড়িত হইত না। কিন্তু এ সময়ে এ সম্পদে দেবেন্দ্রনাথ বড়ই মর্ম্মাহত,—বড়ই শোকাকুলিত হইলেন। সেখানে বিছানা পাতা ছিল, তাহার উপরে শুইয়া পড়িলেন। একটা চাদর ছিল, তুলিযা চাপা দিলেন। আপাদ মস্তক ঢাকিযা কাঁদিতে লাগিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ উঠিযা দ্বার খুলিযা বাহিরে গেলেন। বামুন ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "সন্ধ্যার সময় আমি বাড়ি যাইব, সন্ধ্যার মধ্যে দুইটী ভাত দিতে

হইবে। আমরা দুইজনে আহার করিব।" তখন বেলা গিয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাড়াতাড়ি রাঁধিবার যোগাড়ে গেল।

সন্ধ্যা হইল, কলিকাতার গ্যাস কোম্পানী কলিকাতা সহরকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া পরিচয় দিবার জন্যই যেন শত শত প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। আলোকাধারের কাছে গেল না, কেহ জানিল না শুনিল না—নিঃশব্দে বিনাড়ম্বরে আলোকাধার হইতে আলোক রাশি বহির্গত হইতে লাগিল। গাড়ির লপটানি, লোকজনের বক্ বকানি, কাঁসর ঘন্টার ঠন্ ঠনানি, ঘোড়া গরুর দপ্ দপানি, "চাই ক্রাচিন তেল" প্রভৃতি ফেরিওয়ালার প্রাণ ফাটান চেঁচানি বাড়িয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইতে দেখিয়া যোগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্র আহার করিতে বসিলেন। আহার সমাপ্ত করিয়া দুইজনে শেয়ালদহ অভিমুখে ছুটিলেন। যথাসময়ে টিকিট লইয়া গাড়ী আরোহণ করিলেন,—গাড়ী উত্তর মুখে ছুটিল।

যথাসময়ে গাড়ী রাণঘাট ছাড়াইয়া আড়ংঘাটের ষ্টেশনে আসিল। দেবেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আজি যদি আবার তেমনি করিয়া এখানে গাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়,—আজি যদি আবার প্রাণটা সেই আঘাতে বাহির হইয়া যায়, তবে আমার সকল যন্ত্রনা, সকল জ্বালা বিদূরিত হয়।" কিন্তু জগদীশ্বর কাহারও কথা শুনিয়া কাজ করেন না, সুতরাং গাড়ী সেখানে ভাঙ্গিল না। গাড়ী আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া আরও কতকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যে ষ্টেশনে নামিবেন, গাড়ী সেই স্থানে গিয়া পৌঁছিল। তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া একখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করতঃ বিজয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যদিও তাঁহারা জানিতেন, বিজয়পুরে কুসুমলতা বা আর কেহই নাই, তথাপি তাহারা বিজয়পুরেই চলিলেন। ষ্টেশন হইতে দেবেন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ি যাইবার পথেই বিজয়পুর, সুতরাং তাহারা বিজয়পুরের জন্যই গাড়ি ভাড়া করিয়া লই-লেন। গরুর গাড়ি চ্যাকস্ চ্যাকস্ করিতে করিতে চলিল।

সমস্ত রাত্রি পথে কাটাইয়া উষাকালে গাড়ি গিয়া বিজয়পুরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখনও বিজয়পুরের লোকজন জাগ্রত হয় নাই,—দুই এক'জন উঠিয়াছে। কোথাও শাশুড়ি ননদ উঠিবার আগে নববধূ, স্বামীশয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়াছে, কোন বাড়ীর গৃহিণী সকাল সকাল উঠিয়া কাজ সারিয়া লইবেন বলিয়া উঠিয়াছেন, চাষাপাড়ায় কৃষকগণ উঠিয়া গাভী সকলের জাব মাখিয়া দিতেছে।

দেবেন্দ্রনাথদিগের গাড়ি গিয়া তাঁহাদিগের বাড়ির সম্মুখে লাগিল। তাঁহারা গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। গাড়ি হইতে নামিয়া দেবেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, তাহার সদরের চণ্ডীমণ্ডপে চামচিকায় বাসা করিয়াছে, ইঁদুরে মাটি তুলিয়াছে,—শৃগাল কুকুরে বিষ্টাদি পরিত্যাগ করিয়াছে। দেখিয়া তাহার মন বিচলিত হইল—নয়ন জলভারাক্রান্ত হইল! উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন,—দেখিলেন প্রত্যেক গৃহের দ্বার বন্ধ। দাওয়ায় কত রাশি রাশি আবর্জ্জনা জমিয়াছে, ইঁদুরে সাধের লেপিত দেওয়ালে গর্ত্ত করিয়াছে, চালের স্থানে স্থানে খড় নাই, সুতরাং সেই সেই স্থান দিয়া জল পড়িয়া ভিত্তির স্থানে স্থানে খাল হইয়াছে ও স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে। উঠানে কত ক্ষুদ্র বৃহৎ গাছ গজাইয়াছে, দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। একটা গৃহের দরজা খুলিয়া উভয়ে গিয়া বসিলেন। পাড়ার দুই একজন আসিয়া জুটিল, কেহ দেবেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া হাসিল, কেহ বিদ্রূপ করিল—কেহবা দুঃখ করিল। পাড়ার একজন প্রতিবাসী তাঁহাদিগকে দ্বিপ্রহরে তাঁহার বাটীতে আহার করিতে বলিয়া গেলেন, সুতরাং সে বিষয়ে আর তাঁহাদিগকে উদ্‌যোগ করিতে হইল না।

সেদিন তাঁহারা বিজয়পুরেই থাকিলেন। দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে কি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছিল—তাহা সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কাহারও জানিবার উপায় নাই। বিজয়পুর সেইরূপ আছে—সেইরূপ চাঁদের আলো, সেইরূপ শ্যামলবর্ণ, নিবিড় পল্ল-

বাচ্ছাদিত ঘন বৃক্ষশ্রেণী, শ্যামলবর্ণ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর, পাপিয়ার আকাশভেদী চীৎকার, ক্রীড়াশীল বালকদিগের আনন্দসূচক ধ্বনি, যুবতীদিগের মৃদু মধুর হাস্য সকলই সেইরূপ আছে,—কেবল দেবেন্দ্রনাথের সুখের সংসার কাননে অজগর প্রবেশ করিয়াছে,—সাধের দেবমন্দির শ্মশানে পরিণত হইয়াছে;—বসন্তের সুনির্ম্মল গগণে দারুণ কুহেলিকা আবৃত হইয়াছে। বিজয়পুর দেবেন্দ্রনাথের নিকট অগ্নিকুণ্ডবৎ বোধ হইতে লাগিল।

পর দিন প্রত্যুষে উঠিয়া গোযানে আরোহণ করিয়া যোগেন্দ্র নাথ দিগের বাড়ি যাত্রা করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:::০—

দেখাত পেলাম না।

গেলনা কেন প্রাণ

—সইরে তার বিচ্ছেদে।

সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই,—সূর্য্যদেব পশ্চিমগিরির চূড়ায় বসিয়া আজিকার মত বিদায় লইবার জন্য গম্ভীরভাবে সরসীবালা নলিনীর বদন পানে চাহিয়া আছেন। নলিনী কিন্তু প্রাণ থাকিতে প্রাণপতিকে বিদায় দিতে সম্মত হইতেছে না। কেই বা হয়? প্রণয়ের কেমন এক মহৎ স্বভাব,—একের জন্য অপরের প্রাণ ব্যাকুলিত হয়—ফাটিয়া যায়। প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে বসতি করিয়া আমরা যদি প্রেমের এমন মহত্ত্ব না বুঝিতে পারিতাম,—তবে কি আমরা পশু হইতে বিভিন্ন হইতে পারিতাম? কিন্তু জগতের ভালবাসার ভিতর সু ও কু দুইই আছে। অন্য ভালবাসা নহে—স্ত্রীপুরুষের। মানব সমাজে

স্ত্রীপুরুষের মিলন একটি অতি অদ্ভুত বিষয়। ইহাতে ভগবানের মহিমা বড়ই সুন্দর উপলব্ধি হয়। এই স্ত্রীপুরুষের মিলন সাধারণতঃ দুইটি বিষয় লইয়া—ইন্দ্রিয় সম্ভোগেচ্ছা ও অনুরাগ। মানব সমাজে এই দুইয়ের মিশ্রনোৎপন্ন ভালবাসায় উক্ত দুই বিশ্লিষ্টভাব বর্ত্তমান। মানব নীতি, সমাজ নীতি বা ধর্ম্মনীতিতে বলিয়া থাকে, মিশ্রনোৎপন্ন ভালবাসায় একটি বিষয় বড়ই মন্দ তাহা সাধুলোকের সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। আর যদি নিতান্ত পরিত্যাগ করিতে কাহারও আপত্তি থাকে, তবে উহা যে সংযমের সহিত পরিতৃপ্তি করিবার যোগ্য, সে কথায় কাহারও আপত্তি নাই; কিন্তু ভগবানের অদ্ভুত নিয়মে, ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগেচ্ছার সহিত রমণীর প্রতি রমণীয় অনুরাগ এমনই সুন্দর রূপে জড়িত যে, তাহা লইয়া মানুষকে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। এই ভালবাসার মিশ্রনের কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি—ইহার একটি নিতান্ত কু—অন্যটি নিতান্ত সু। একটির উৎকর্ষে দেবতাও পশু হয়, অন্যটির উৎকর্ষে পশুও দেবতা হয়। একটীতে আমাদিগকে ধীরে ধীরে সয়তানের নিকট লইয়া যায়, অন্যটীতে আমাদিগকে দেবতার নিকট উপস্থিত করে। এই দুইটী মিশ্রনের জিনিষ জগতে বড়ই কঠিন সমস্যার বিষয়।—এই সমস্যা লইয়া আমাদিগের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভগ্নীপতি সহ যোগেন্দ্রনাথ বাটি আসিলেন। অনেকদিনের পর জামাই আসিল,—কিন্তু কাহারও মনে স্ফূর্ত্তি হইল না—কাহারও মুখে হাসি দেখা দিল না—সকলেরই চক্ষু যেন জলভারাকীর্ণ,—সকলেরই মন যেন স্ফূর্ত্তিহীন। সকলেরই চিত্ত যেন দেবেন্দ্রনাথের উপর রাগান্বিত।

দেবেন্দ্রনাথের মনের ইচ্ছা, প্রাণের ব্যগ্রতা একটীবার সেই স্নেহ কুসুমসৌরভপূরিতা কুসুমলতার সহিত সাক্ষাৎ করে। বহুদিন পরে একবার সেই চাঁদমুখ খানি দেখিয়া বহুদিনের সন্তপ্তপ্রাণে শান্তিবারি ক্ষেপণ করে। একবার সেইরূপ আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা অর্দ্ধেক লজ্জা, অর্দ্ধেক দন্তমাখান কথা শুনিয়া কর্ণ শীতল করে। একবার সেই পবিত্র দেহ

আলিঙ্গন করিয়া আপনার সমস্ত পাপ বিদূরিত করে। কিন্তু—কেমন করিয়া কাহাকে কুসুমের কথা জিজ্ঞাসা করে? জিজ্ঞাসা করিবার কি আর যো আছে? যো না থাকুক, কিন্তু কলিকাতায় যোগেন বাবু বলিয়াছিলেন "কুসুমের বড় ব্যারাম।"

"তাহার ব্যারাম কি আরোগ্য হয় নাই?" এ সংবাদটা পাইলেও দেবেন্দ্রনাথ স্থির হইতে পারিতেন। কিন্তু কেহই সে সংবাদ প্রদান করিল না। যোগেন্দ্রনাথ বাটীর মধ্যে গিয়াছিলেন, অনেকক্ষণ পরে তিনি দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিলেন।

দেবেন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথের বদন প্রতি চাহিল, দেখিল সে আনন গম্ভীর—তাহাতে যেন বিষাদ রাশি পরিপূরিত। দেবেন্দ্রনাথের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভগ্নীর ব্যারামের কথা যে বলিয়াছিলে, এখন আরোগ্য হইয়াছে ত?"

যোগেন্দ্রনাথ কোন উত্তর না করিতে করিতে, একটি বালক পার্শ্বে বসিয়াছিল, সে উত্তর করিল বলিল, "মেসোমহাশয়! সে খোঁজে আপনার কাজ কি?"

দেবেন্দ্রনাথ সে কথায় কোন উত্তর দিলেন না। অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

বালক কোন উত্তর পাইল না, তথাপিও সে আবার বলিতে লাগিল। "মেসোমহাশয়, আমার মাসীর কথাই যদি আপনার জানিবার আবশ্যক হইত,—আমার মাসীর দুঃখই যদি আপনি বুঝিতেন, আমার মাসীর চক্ষুর জলেই যদি আপনার প্রাণ বিচলিত হইত—তবে আমাদের এতুর্দ্দশা কি হইত?"

দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে সেই কথাগুলি শেল সম ফুটিতে লাগিল। প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু নীরব।

অতঃপর সকলেই নীরব। জামাইবাবু আসিয়াছেন বলিয়া পাড়ার দশজন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল কিন্তু সকলেরই যেন ভাবান্তর। কেহই যেন তাঁহার সহিত ভাল করিয়া প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিল না।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। আহারাদির ডাক পড়িল; সকলেই আহারাদি করিতে গেলেন।

আহারান্তে বৈঠকখানায় বসিয়া দেবেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন, অতঃপরই কুসুমলতার সাক্ষাৎ পাইব। কিন্তু তাঁহার প্রাণের আশা পূরিল না, কেহই তাঁহাকে ডাকিল না,—সেই বৈঠকখানাতেই একটা বিছানা হইল,—দেবেন্দ্রনাথ বিষণ্ণচিত্তে তাহাতেই শয়ন করিলেন। ভাবনা চিন্তাতেই তাঁহার সে নিশা অতিবাহিত হইল।

পর দিন প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, যোগেন্দ্রনাথের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যোগেন্দ্র বাবু সত্য কথা বলিও—তোমার ভগ্নী কি নাই?"

যোগেন্দ্র। আছে—

দেবেন্দ্র। আছে—বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে যে?

যোগেন্দ্র। জীবিত আছে, কিন্তু—

দেবেন্দ্র। কিন্তু কি ভাই? আর কষ্ট দিওনা, প্রকৃত কথা বল।

যোগেন্দ্র। প্রকৃত কথা বলিতে বুক ফাটিয়া যায়।

দেবেন্দ্র। তবু বলিতে হইবে। আমি বুঝিয়াছি, এ পাপের পর আমি কিছুতেই বিমল শান্তি উপভোগ করিতে পাইব না।

দেবেন্দ্র কাঁদিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্রনাথ ও কাঁদিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভাই, সে কথা বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়। তোমা বিহনে সে স্বর্ণলতা ছিন্ন হইয়াছে, সে চারুপ্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে। আমি তোমাকে কলিকাতায় তাহার যে, উন্মাদ রোগের কথা বলিয়াছিলাম, বাড়ি আসিয়া শুনিলাম, সে সেই রোগে নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া ছুটিয়া ছুটিয়া বাড়ি হইতে কোথায় চলিয়া যাইত,—আবার সকলে ধরিয়া আনিত। কিন্তু আজি চারি দিন হইল, সে যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কত অনুসন্ধান হইতেছে, কেহই তাহার খোঁজ পায় নাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ও সেখানে পড়িয়া অনেক দিনের পর কুসুম

লতার নাম করিয়া বালকেব ন্যায চীৎকাব করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "আমাব শান্তিরূপিণী কুসুম, আমার দরিদ্রের নিধি কুসুম। তুমি আমাব আজি কোথায? আমি পাপিষ্ঠ--তোমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিযাছিলাম—কিন্তু প্রাণাধিকে, তুমি যে আমার জন্য পাগল হইযাছ—একবার এস দেখিবে।"

উভযে বসিযা বসিযা অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। শেষ যোগেন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথকে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "ভাই এখন আর অমন কবিযা কাঁদিলে কি হইবে, স্থির হও অনুসন্ধান কবিযা দেখা যাউক।"

যোগেন্দ্রনাথ কুসুমলতাব অনুসন্ধানের জন্য চাবিদিকে লোক নিযুক্ত কবিলেন। কিন্তু প্রায মাসাবধি অনুসন্ধানেও কোম ফল হইল না—কেহই কুসুমলতাব অনুসন্ধান পাইল না।

তখন হতাশ হইযা যোগেন্দ্রকে দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, 'ভাই, কপালে যা ছিল, তাই ঘটিল, তবু তুমি অনুসন্ধান কর, আমি একবার দেখিযা আসি।" যোগেন্দ্রনাথ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ভগ্নীর বাড়ী গেলেন। প্রায ছযমাস পবে সেখান হইতে ফিবিযা আসিয়া শুনিলেন "অদ্যাপিও কুসুমেব কোন সন্ধান পাওযা যায নাই।'

শুনিযা দেবেন্দ্রনাথ অনেক কাঁদাকাটিব পব যোগেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "ভাই, আব কেন? আমাকে বিদাও দায—জগতের সকল সাধ আমাব মিটিযাছে। আমি সন্ন্যাসী হইব।"

যোগেন্দ্রনাথ সে কথা শুনিযা বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন।

যোগেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন, তাই তাঁহার কথায বড় ব্যাথা পাইযা বলিলেন, "দেবেন্দ্র বাবু, তোমাকে বুঝাইবাব আমার আব কিছুই নাই। কুসুমলতা উন্মাদিনী হইযা কোথায চলিযা গিযাছে, শুনিযা আমি যে কষ্ট অনুভব কবিতেছি,—তুমি সন্ন্যাসী হইলে তাহা হইলে সহস্র গুণ কষ্ট পাইব। আমি, বলিতেছি, আমি যেমন কবিযা পারি তোমাব আবাব বিবাহ দিই, আবার ঘর সংসার পাতাই।"

দেবেন্দ্র। ভাই, আমি যেমন লোক তাহার উপযুক্ত কাজ

সেটা বটে। কিন্তু এখন আর তাহা পারিবনা। আমার কুসুমলতা আমার জন্য উন্মাদিনী হইয়া পথে পথে ফিরিতেছে, আর আমি বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইব।

যোগেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নিস্তব্ধে থাকিলেন। শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তবে চল, এখন কলিকাতায় যাই—পরে ভগবান্ যাহা করেন, তাহাই হইবে।"

অতঃপর তাহাই স্থির হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

শিখেছি।

সকলি শিক্ষার বস্তু জগত মাঝারে।

গ্র—।

দেবেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। কুঞ্জলাল তখন বাড়ি গিয়াছিল।

একদা দেবেন্দ্রনাথ যোগেন্দ্রনাথকে কহিলেন, "আমি একবার ছদ্মবেশে আমার ছাপাখানায় গিয়া দেখিয়া আসি তাহার এখন কিরূপ অবস্থা। আমার মোকদ্দমারই বা কি হইয়াছে? সেটা জানিতে আমার বড় কৌতুহল জন্মিতেছে।"

যোগেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া বলিলেন, "তুমি না, আমি দেখিয়া আসি। কিজানি তোমাকে যদি কেহ চিনিতে পারে।"

দেবেন্দ্র। তবে তাহাই যাও—তাহার ঠিকানা * * * নম্বর ষ্ট্রীট্। আমার কাগজখানির নাম ছিল * * *।

যোগেন্দ্রনাথ সেখানে গমন করিবার জন্ত উঠিলেন। যথা বিহিত সাজ সজ্জা করিয়া বহির্গত হইলেন।

সেখানে যাহা জানিলেন, তাহা শুনিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে বাড়ীর দরজা কি বন্ধ?"

যোগেন্দ্র। হাঁ।

দেবেন্দ্র। কেহ নাই?

যোগেন্দ্র। কেহ নাই। দরজা বন্ধ, উপরে লেখা আছে, এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে।

দেবেন্দ্র। কি শুনিলে? কি বা বলিলে?

যোগেন্দ্র। তাহার পাশের বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেম, এখানে যে একটা ছাপাখানা ছিল, সেটা আছে কি?

দেবেন্দ্র। কি উত্তর করিল?

যোগেন্দ্র বলিল, না। তাহা আর ওখানে নাই। গবর্ণমেণ্ট তাহা বিক্রয় করিয়া লইয়াছে।

দেবেন্দ্র। কেন তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

যোগেন্দ্র। সে আপনিই বলিল। বলিল "কোন সাহেব সম্পাদকের নামে মানহানির নালিশ করিযাছিল। মোকর্দ্দমার বেগতিক দেখে প্রেস ট্রেস সব ফেলে ঝেড়ে তিনি পালিযে গিয়াছেন।"

দেবেন্দ্র। তাই কি গবর্ণমেণ্ট বিক্রয় করিয়া লইয়াছে?

যোগেন্দ্র। হাঁ।

দেবেন্দ্র। আর এখন তাহা হইলে সম্পাদক দায়ী নহে? একথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

যোগেন্দ্র। হাঁ করিয়াছি।

দেবেন্দ্র। কি বলিল?

যোগেন্দ্র। বলিল, হাঁ এই প্রেস ও কাগজের সত্ব এবং তাহার বাসা বাড়ির সমস্ত দ্রব্যাদি নিলামে বিক্রয় করিয়া যাহা হইয়াছে, তাহাতেই সে মানহানির দাবির টাকার সঙ্কুলান হইয়াছে।

দেবেন্দ্র। বাসা বাড়ির সব নিযাছে। আচ্ছা বসুমতী কি সেই আঘাতেই মরে গিযাছে?

যোগেন্দ্র। সেটা ঠিক করিতে পারিলাম না। সেখানেও আমি গিযাছিলাম। সে বাড়ির দ্বার বন্ধ। নিকটস্থ বাসেন্দা লোক দেখিয়া অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে বিশেষ কিছুই বলিতে পারিল না।

দেবেন্দ্র। কিছুই বলিতে পারিল না?

যোগেন্দ্র। কেবল বলিল, গবর্ণমেণ্টের লোক আসিযা দ্রব্যাদি নিলামে বিক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। আর কোনও খবর রাখি না।

দেবেন্দ্রনাথ আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। মৌনাবলম্বন করিযা থাকিলেন।

এই দিন বৈকালে কুঞ্জলাল বাসায় আসিল। কুঞ্জলালের বাড়ি কলিকাতার নিকট কোন স্থানে।

কুঞ্জলাল আসিযা যোগেন্দ্রনাথের নিকট দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার ভগ্নীপতি।"

কুঞ্জলাল মনে মনে ভাবিল, "লোকটাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি।"

যোগেন্দ্রনাথ কুঞ্জলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তার পর! তোমার সে বিসুমতীর কি হইল, আর খোঁজ খবর কিছু রাখ?"

কুঞ্জলাল হাঁসিল।

যোগেন্দ্রনাথও মৃদু হাঁসিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ হাঁসিলেন না,—বুঝি সে মুখে আর হাঁসি আসিল না।

যোগেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন, "খোঁজ খবর বলিতে পার?"

কুঞ্জলাল বলিল, "পারি বৈকি।"

যোগেন্দ্র। তবে বল দেখি।

কুঞ্জলাল। সে অনেক কথা।

যোগেন্দ্র। অনেক কথা কি? আমাদের শুনিতেও নাই?

কুঞ্জলাল। শুনিতে আছে লাভ নাই।

যোগেন্দ্র। লাভের জন্যই কি জগতে সকলে সকল কাজ করে বা কথা শুনে ?

কুঞ্জলাল। প্রায়ইত।

যোগেন্দ্র। তুমি বসুমতীর নিকটে কি লাভ পাইয়াছ ?

কুঞ্জলাল। অনেক পাইয়াছি।

যোগেন্দ্র। কি রকম ?

কুঞ্জলাল মৃদু হাঁসিয়া বলিল, "তবে শোন।"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কুঞ্জলালের কথা।

যে যেমন কর্ম্ম করে, তাব তেম্নি ফল ধরে
এই বিধি বিধাতার কথন খণ্ডান ভাব।

গ্র—

কুঞ্জলাল বলিল, "বাবুটী যখন বাসায় আসিয়া জানেলার নিকট দাঁড়াইয়া শব্দ করিল, তখনই আমি সবেগে চম্পট দিলাম, তাহার পরে যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কি হইল, সে খোঁজ অবশ্য রাখিতে পারিলাম না।

তাহার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে শুনিলাম, সে বাড়িতে পুলিস আসিয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য দর্শকের মত আমিও সেখানে গেলাম। গিয়া দেখি বসুমতী অজ্ঞান—হত চৈতন্য। পুলিসের লোকে তাহাকে নীচে আনিয়া নামাইয়াছে। দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, তাহার দক্ষিণ হস্তের ক্ষতস্থান দিয়া অনর্গল রুধির ধারা পড়িতেছে। তখনই তাহাকে হসপিটলে পাঠান হইল,—পুলিসের লোকে অনেক দ্রব্যাদি লুটিয়া পুটিয়া লইয়া গেল। সেদিন এই র্য্যন্ত।

দিন চারিক পরে একদিন ডাক্তারখানায় অনুসন্ধান করিতে গেলাম, লোকটা মরিল কি বাঁচিল। সন্ধানে জানিতে পারিলাম, জীবিত আছে,—এখনও সম্পূর্ণ সারে নাই। তবে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বিশ্বাস আছে আরোগ্য হইবে। এই কথা শুনিয়া সেদিন ফিরিয়া আসিলাম।

মাসখানেক পর আবার একদিন গেলাম, শুনিলাম তাহার ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে।

আবার দিন কতক পরে অনুসন্ধান করিতে গিয়া শুনিলাম, সে আরোগ্য হইয়া এখান হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে —আর একবার—একদিন আর একবার লোকটাকে দেখিতে পাইলাম না; মনে একটু দুঃখ রহিল।

মনে একটু দুঃখ রহিল, কথাটা শুনিয়া বোধ হয় তোমরা ভাবিতেছ, তাহার উপর আমার তখনও পূর্ব্বভাব কিছু ছিল;—বস্তুতঃ তাহা নহে। তখন আমার মন যে, কেন তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিতেছিল, তাহা আমি নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। মনকে নির্জ্জনে, নিভৃতে, নিঃশব্দে, নিস্তব্ধে কত প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি,—মন যেন তাহার একটা সদুত্তর দিতে পারে নাই। কোন সময়ে যেন বোধ হইয়াছে, লোকটার শেষ দশাটা কি তাহাই কেবল দেখিবার বাসনা। কখন যেন তাহার জন্য একটু একটু দুঃখও হইয়াছে, কখনও রাগ হইয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও তাহার সন্ধান পাইলাম না। তাহার সন্ধানের জন্য আমি তিন চারি দিন কাজ কর্ম্মও বন্ধ করিয়াছিলাম। কলিকাতার সকল স্থানে, সকল গলিতে খুঁজিয়াছি, কিন্তু কোথাও সন্ধান মিলিল না,—কোথাও তাহার খোঁজ পাইলাম না।

তুমি জান, আমার খুব ভোরে উঠে একটু বেড়ান অভ্যাস। সেদিন একটু রাত্রি থাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—আর ঘুমাইলাম না। ঘুমাইতে ইচ্ছাও হইল না,—শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহের বাহির হইলাম। তখনও সমস্ত লোকজন জাগ্রত হয় নাই। যাহারা ভোরের ট্রেণে উঠিয়া স্থানান্তরে যাইবে, তাহারাই কেবল,

কেহ বা ব্যাগ হাতে করিয়া, কেহবা নগদা মুটের মাথায় রাশি-কৃত বোঝা চাপাই ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিতেছে। ছেকড়া-গাড়ির হুড়োহুড়ি সকল সময়েই সমান, তাহারা সওয়ার জুটাই-তেছে, হাঁক ছাড়িতেছে, বকাবকি করিতেছে, সওয়ার জুটাইয়া—সফলকাম হইয়া, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ভাবে ঘোড়া গুলিকে চাবুক হাঁকাইতেছে। মনের দুঃখে, প্রাণের অভিমানে, ঈশ্বরকে গালি দিতে দিতে ও তাহাকে পাছুকার পা তুলিয়া লাথি দেখাইতে দেখাইতে ঘোড়া ছুটিতেছে।

তখন ও ভোর হয় নাই—কিন্তু রাত্রিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রজনীকান্ত কুমুদিনীর সহিত প্রেমালাপে সমস্ত নিশা অতিবাহিত করিয়া এখন তাহাকে বিরহ-সলিলে ভাসাইয়া অস্তা-চলের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতে চলিলেন। খানিক পরেই অগ্রজ দিবাকর উদয় হইবেন,—গুপ্ত কাজ প্রকাশ হইয়া পড়িবে,—এই ভয়েতেই, এই লজ্জাতেই যেন,—মলিন হইয়া মুখ লুকাইতে শশব্যস্ত হইলেন। কুমুদিনীও সমস্ত রজনী পরপতি নিশাপতি সহ রঙ্গরস করিয়া এখন একটু লজ্জা পাইয়া—কুলটা নায়িকার মত—এলোকেশী,—ছিন্ন ভিন্ন,—শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ছিলেন,—এখনি জগতের লোকে তাহার এই দশা দেখিবে, এই ভাবিয়া সে অধোমুখী হইল। চন্দ্রদেবকে এই কুকর্ম্ম করিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া, আর শ্রীভ্রষ্ট, অধোমুখী কুমুদিনীর দুর্দ্দশা দেখিয়াই যেন, পাখীগণ শত সহস্র ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। তাহারা ছি! ছি! ছি! বলিয়া ধিক্কার দিতে দিতে কুলায় পরিত্যাগ করিল।

নিশাচর পশু পক্ষীগণ সমুদয় যামিনী কুকর্ম্মে নিরত ছিল, সহস্ররশ্মি একটু পরেই সকল দেখিতে পাইবেন,—রক্তমুখ রুক্ত-মুখে বহ্নিবর্ষণ করিয়া পাতকী দলকে বিদগ্ধ করিবেন, এই ভয়ে তাহারা তাড়াতাড়ি জলের ভিতরে, বৃক্ষের কোটরে, গভীর বনান্ত-রালে, পর্ব্বতের গুহায় লুক্কায়িত হইল।

উদয়াচলে রবির রক্তিম ছবি দেখে ঊষাসতী নিচুমুখে একটু মধুর হাসি হাসিলেন। সেই সুমধুর ঈষৎ হাসি, সকলের মনে

সুখদ বলিয়া বোধ হইল না সে রজনী প্রভাত হইলে, এজগৎ সংসারে কতজনের নূতন বাজা ধন প্রাপ্ত হইবে, কত নূতন রাজা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে, কত দরিদ্র অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইবে, কত বন্ধ্যা পুত্র লাভ করিবে, কত লোকের বিবাহ হইবে,কত বিপদী বিপদ জাল ছিন্ন করিয়া সুখের সরসিতে সাঁতার দিবে, কত বিরহী মিলনসুখে সুখী হইবে, কত লোকের পুত্রের শুভান্নপ্রাশন হইবে।—আবার কত রাজ্য শ্মশানে পরিণত হইবে, কত রাজা পথের ভিখারী হইবে, কত জননীর সংসারের অবলম্বন হৃদয় পিঞ্জরের পড়াপাখী চিরদিন তরে তাহার হৃদয় খাঁচা শূন্য রাখিয়া উড়িয়া যাইবে, কত প্রণয়ীর প্রাণের প্রতিমা বিসর্জ্জন হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বাগানের ফুলগাছ গুলি নবভাবে বিভোর। ফুলগাছে বিবিধ প্রকারের কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইযা আলোকিত করিয়া রহিযাছে। বিন্দু বিন্দু নীহার আসিযা পাতার আগায় জমাট বাঁধিযাছে, বোধ হইতেছে যেন, ফুলগাছ গুলি পত্ররূপ নাসিকাতে একটি একটি মুক্তার নোলক পরিযা নবীনকামিনী সাজ ধরিযাছে—মোহিনী বেশে ভূষিতা হইযাছে। প্রস্ফুটিত কুসুমকলি—তাহাদের নবীন ভাব, নব যৌবন। ভ্রমর আর মৌমাছিগণ সৌরভে আকুল হইযা মধুলোভে চারিদিকে ঘুরিযা ঘুরিযা বেড়াইতেছে। এক একবার মত্ত হইযা ফুলে ফুলে দুলে দুলে বসিতেছে, আর উড়িতেছে। সুমধুর প্রভাত সমীরণ থাকিয়া থাকিয়া বৃক্ষ গুলি দোলাইতেছে। গাছেরা যেন হেলে দুলে লজ্জাশীলা নবকুলকামিনীর ন্যায আননত করিতেছে,—বেহায়া ভ্রমর ঝঙ্কার করিযা বার বার প্রেম সম্ভাষণ করিতে আসিতেছে,—সেই লজ্জাতেই যেন এক এক বার মুখখানি নিচু করিতেছে। ভ্রমর যখন একটু সরিযা যাইতেছে, তখনই আবার তাহারা মুখ তুলিতেছে।

ক্রমে বিভাকর নিজ বিভা বিস্তার করিযা ধরাতলে প্রকাশ হইলেন। গাছে গাছে, পাতায পাতায সৌধশিখরে চারিদিকেই অল্পে অল্পে সুবর্ণ বর্ণ রৌদ্র প্রকাশিত হইল।

রাত্রি থাকিতে উঠায় আমি অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছিলাম। তবে তখন হইতে রীতিমত হাঁটিলে দুই তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে পারিতাম, কিন্তু আমি সেরূপে যাইতেছিলাম না। ধীরে ধীরে পায়চালী করিতে করিতে যাইতেছিলাম। চিৎপুর রোড্ দিয়া বরাবর বাগবাজারের পোষ্টাফিসের কাছ দিয়া খালের ওপারে গিয়া রৌদ্র উঠিতে দেখিয়া সেখান হইতে ফিরিলাম। আসিবার সময়,—খাল পার হইয়া খানিক এলে যে অশ্বত্থের চারা আছে, তাহার তলায় দেখি কতগুলি লোক জড় হইয়া কি দেখিতেছে। দর্শকগণ কেহ হাততালি দিতেছে, কেহ দৌড়ে গিয়া এক মুঠা ধূলা কুড়াইয়া লইয়া তাহার মাঝে ছড়াইয়া দিতেছে। যেন সেখানে ভারি একটা আনন্দ লাগিয়াছে,—অনুমান এক-শতের কম লোক সেখানে জড় হয় নাই।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এ কে?

যেন রে বিকট শ্মশান মাঝারে,
ঘোররবে দানা দৈত্যদল নাচে,—
তেমতি জগৎ কর্ম্মক্ষেত্রে ওরে,
পাপীদল নাচে তাথেই তাথেই।
কিন্তু হায়। সময়ের ফের বিধাতার বিধি
মহাপাপ করিয়া কেহ নিরবধি
জগতে কি সুখে থাকিতে পারে?

গ——।

ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইলাম। আমিও সেখানে উপস্থিত হইলাম। লোক ঠেলিয়া ভিড় ভাঙ্গিয়া তাহার

মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি একটী স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকটীর বয়স অধিক নহে,—যুবতী। কিছু ক্ষিপ্তা—আরও সকলে তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে শীর্ণা, বিবর্ণা, শতগ্রন্থিযুক্তা মলিন বসন পরিধান করিয়া বসিয়াছে।—এ কে?

কে এ?—যেন কোথায় দেখিয়াছি। দেখিয়াছি কি। ঠিক ত দেখিয়াছি। দেখিয়াছি ত,—কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি? আমার চিত্ত এইরূপ সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান হইতেছে, এমন সময় একটা লোক,—লোকটা বড় ফাজিল, বড় নিষ্ঠুর, নির্ম্মম,—লোকটার হাতে একগাছি পিচের ছড়ি ছিল, সে সেই ছড়িগাছটা দিয়ে সেই দীনবেশা পাগলিনীর গায়ে কৌতুক করিয়া গুঁতা মারিল। সে চীৎকার,—বিষম চীৎকার করিয়া উঠিল। শুধু চীৎকার নহে, লাফাইয়া লাফাইয়া শেষ মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। বোধ হইল যেন, তাহার কোথায় বেদনা ছিল, সেই স্থানে আঘাত লাগিয়াছে। আমি কয়েকটি লোকের পিছনে ছিলাম, সুতরাং বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য আরও অগ্রগামী হইলাম। তাহার নিকট গিয়া দেখি, তাহার দক্ষিণ হস্তখানি কাটা,—সেই ক্ষত স্থানে প্রবল গুঁতা মারিয়াছে, সেই স্থান দিয়া প্রবলবেগে রক্ত ছুটিতেছে। লোকটাকে তখন চিনিলাম,—সে বসুমতী।

বসুমতী যখন যাতনায় অস্থির হইয়া মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল, তখন দর্শকমণ্ডলী হাততালি দিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। কেহ কেহ বা ধূলা আনিয়া তাহার গায়ে দিতে লাগিল, কেহ কেহ বা দুই একটা ছোট খাট ঢিল আনিয়া ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। এ দৃশ্য দেখিয়া পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হয়,—আমি ত কোন্ ছার।

তবে যদি বল যাহারা মারিতেছিল, তাহাদিগের চিত্ত কি পাষাণ হইতেও কঠিন? এক শত লোকের মধ্যে কাহারও দয়া হইল না, কাহারও প্রাণ বিচলিত হইল না, তোমারই বা হয় কেন?

তাহার একটা কারণ আছে। যে নিজে নিষ্ঠুর কাজে রত হয়, সে আমোদ উপভোগ করে,—অন্যের তাহাতে কষ্ট হয়। যে পাখী মারে, তাহার তাহাতে আনন্দ, যে দেখে তাহারই কষ্ট। তবে সকল দর্শকই যে আহ্লাদিতমনে তাহা দেখিতেছিলেন, এমনও নয়। কাহারও কাহারও যে একটু একটু দুঃখ হইতেছিল, তাহার প্রমাণ আমি পাইয়াছি।

যাহা হউক বসুমতীর যমযন্ত্রণা দেখিয়া মনে বড়ই ব্যথা পাইলাম। কিন্তু সে সকল লোকের আমোদ ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে তাহাকে যে পরিত্রাণ করিয়া দেই, এমন ক্ষমতা আমার কি আছে? তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা পরামর্শ স্থির করিলাম। পরামর্শ স্থির করিয়া ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। খানিক যাইতেই দেখি, পুলিস সার্জ্জন। তাঁহাকে বলিলাম, "মহাশয়! ঐ গাছতলায় একটা পাগলী এসেছে, তাহার হাত কাটা। কয়েক জন নিষ্ঠুরে তাহার সেই ক্ষত স্থানে আঘাত করতেছে,—যন্ত্রণায় যখন সে অস্থির হইতেছে, তখন তাহারা হাততালি দিয়া হো হো করিয়া হাসিতেছে; কেহ কেহ আবার সেই সময় তাহার গায়ে ধূলা দিতেছে, ঢিল ছুড়িয়া মারিতেছে।

সার্জ্জন সাহেব আমার কথা শুনিয়া তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিলেন না,—ঘোড়া ছুটাইয়া সেখানে গেলেন। আমিও ফিরিয়া তাহার ঘোড়ার পাছে পাছে গেলাম। তিনি তফাৎ হইতে লোকের ভিড় দেখিয়া পুলিসের হাঁকে বলিলেন, "—ওঃ! গোলমাল মৎ ক'—র।"

দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে দু চার জন মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। দুই এক জন বা চলিয়া গেল, কেহ কেহ বা সে হাঁকানি গ্রাহ্য করিল না। তাহারা দাঁড়াইয়া যাহা করিতেছিল, তাহাই করিতে লাগিল।

সার্জ্জন ক্রমে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। দু দশ জন গেল, কেহ কেহ বা একটু একটু দেঁতোর হাঁসি হাঁসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

সার্জ্জন এবার একটু রাগিয়া কট্‌মট্‌ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, "ভাগ্‌ যাও, ভাগ্‌ যাও—"

এবারও অনেক গেল। কিন্তু সব গেল না তখনও দু দশ জন আছে।

এবার সার্জ্জন চাবুক তুলিলেন। আর কেহই দাঁড়াইল না। সকলেই চলিয়া গেল। কেবল বসুমতী মাটিতে পড়িয়া লোটাইতেছে। সার্জ্জনও স্থানান্তরে গমন করিলেন,—কেবল আমি বসুমতীর নিকট। জনশূন্য দেখিয়া বসুমতীকে গুটি কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল। এ দিক ও দিক করিয়া, বলিলাম, "বসুমতি। চিনিতে পার?"

বসুমতী বোধ হয় শুনিতে পাইল না।

আবার ডাকিলাম, "বসুমতি।"

বসুমতী এবার উঠিয়া বসিল, বসিয়া বলিল " কে বসুমতী, কে দেবেন্দ্রনাথ? আমি নই, আমি নই, বড় ক্ষিধে—হাঃ হাঃ!"

বিকট হাসি হাসিল। সে যখন উঠিয়া বসিল, তখন তাহার গায়ের গন্ধে আমি নিকটে দাঁড়াইতে পারিলাম না। অনেক দূরে সরিয়া গেলাম। সরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কিছু খাবে?"

"খাব খাব খাব—বড় ক্ষিধে বড় ক্ষিধে।"

বসুমতী এই কথা বলিয়া আবার শুইয়া পড়িল, আবার গড়াইতে লাগিল।

আমি তখন নিকটের একখানি খাবার দোকানে গিয়া আধ সের খাবার লইয়া বসুমতীকে দিয়া বিদায় হইলাম।

একটু দূরে গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম। দেখি, বসুমতী সে গুলি মাটিতে রাখিয়া খাইতেছিল, কিন্তু সহসা একজন মুদী একটা কুকুর সঙ্গে করিয়া আনিয়া সেই খাবার গুলির উপর ইঙ্গিত করিয়া দিল। কুকুরটা "হাউ হাউ" করিয়া পড়িল। বসুমতী উঠিয়া ভোঁ দৌড় দিল। কুকুরটা সেগুলি খাইতে লাগিল।

আমি আর কি করিব, ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আর এক দিন।

—আবার দেখিনু সেই পাপরূপ,
মর্ম্মস্থল মোর উঠিল আলোড়ি।

গ্র——।

আর এক দিন আমি বরাহনগরে কোন কার্য্যোপলক্ষে গিয়েছি, কাজ সারিয়া বাসায় ফিরিতেছি, এমন সময় দেখি বরাহ-নগরের বাজারের পার্শ্বে পড়িয়া বসুমতী ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। দেখিয়াই বেশ চিনিতে পারিলাম। নিকটে গিয়া দেখি, এমন দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে যে, টেঁকা ভার। কি বিভৎস কাণ্ড। বসু-মতী উলঙ্গ। আর—আর বলিতে লজ্জা করে, ছি। ছি।—

আমি তফাতে দাঁড়াইয়া ঘাড় নীচু করিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় একটি ভদ্র লোক,—তিনি কলিকাতা হইতে গাড়ি করিয়া আসিয়া সেখানে নামিলেন। বসুমতীকে দেখিয়া, একজন মুদীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সাধু, এ বেটী এখানে অমন ক'রে প'ড়ে রয়েছে কেন? নাড়িয়ে উঠিয়ে দেনা।"

সাধু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ্ঞে আমরা সকাল হ'তে কত মার মেরেছি, ও বেটী কিছুতেই উঠেনি, বোধ হয় আর উঠি-বার ক্ষমতাও নাই।"

বাবুটী কিছু বিরক্তভাবে বলিলেন, "তবে জন কয়েক লোক ডাকাইয়া গঙ্গার দিকে রেখে আসিবার বন্দোবস্ত কর। গন্ধেতে যে প্রাণ বাচিবে না।"

সাধু। আজ্ঞে ওর যে ব্যারাম, কেউত ছুঁতেও চায় না।

বাবু। সুযোরের মযা ফেলতে হয ফেলো, নয গন্ধে মরিবে। কাজেই তোমাকেই কিছু খবচ কবিযা উহাকে তফাৎ কবিতে হইবে। ভাল কথা উহাকে গঙ্গাব দিকে যেন রাখা না হয—পাছে শেযাল কুকুবে টানিযা উহার হাড গঙ্গায ফেলে;—অমন পাপীব গঙ্গাপ্রাপ্ত হলে যে, সব মিথ্যা হবে।

"অমন পাপীর গঙ্গাপ্রাপ্ত হইলে সব মিথ্যা হবে," কথাটা শুনিযা ভাবিলাম, বাবুটি বোধ হয বসুমতীব বৃত্তান্ত অনেক জানেন,—অনেক রহস্য বোধ হয, ইহার নিকট অবগত হইতে পারিব।

মনে মনে এইরূপ ভাবিযা তাঁহাব নিকট গিযা কৌতূহলচিত্তে জিজ্ঞাসা কবিলাম, "মহাশয! এ লোকটা এমন কি কঠিন পাপে পাপী যে, উহাকে গঙ্গায দিতে ও নিষেধ, শুনিতে আমাব বড় কৌতুহল হইতেছে, অনুগ্রহ প্রকাশে তাহা বলিয়া আমাকে সুখী করুন।"

বাবুটি একটু মৃদু হাসিযা বলিলেন, "পাপেব কথা ও তাহার কষ্টেব কথা লোকদিগকে জানানই কর্ত্তব্য। কেন না তাহা হইলে, লোকে প্রাণপণে সে পথে পদার্পণ কবিবে না। কিন্তু এখন আমার সময অতি অল্প, আপনি একদিন আমাব * * * স্থানেব বাসায যাইবেন, সমস্ত কথা বলিব,—সে অনেক কথা।"

কথাটা তখনই শুনিতে বডই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি যদি না বলিলেন, তবে আর শুনিব কি প্রকাবে? তাহাকে বলিলাম, "মহাশয! আপনি কোন্ সমযে বাসায থাকিবেন, আমি কখন যাইব?"

বাবু। সমস্ত পূর্ব্বাহ্নই আমি বাসায থাকি, বৈকালে কেবল স্থানান্তরে যাই।

আমি। কালি আসিব?

বাবু। যবে সুবিধা বোঝ।

এই কথা বলিযা বাবুটী চলিযা গেলেন, আমিও কলিকাতায় আসিলাম।

তার পরদিবস কার্য্য গতিকে যাওয়া হইল না। দুইদিন পরে বরাহ-নগরে গেলাম। বাবুটীর বাসা অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই চিনিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "এসেছেন?"

আমি। আজ্ঞা হাঁ, শুনিবার জন্য বড় কৌতূহলী হইয়াছি।

বাবু। বসুন, বলিতেছি।

অতঃপর তিনি একজন ভৃত্যকে তামাকু দিতে বলিলেন, ভৃত্য তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। তিনি ধূমপান করিয়া হুঁকাটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "উহার কথা কিছুই কি আপনি শুনেন নাই?"

আমি। কিছু না।

বাবু। ও মহা পাপিষ্ঠা,—ওর নাম বসুমতী।

আমি মনে মনে ভাবিলাম, কথাটা ঠিক্‌তো। শুনিবার আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িল।

বাবু। ওর নাম বসুমতী। ওর পিতৃ আবাস ইষ্টারান বেঙ্গল ষ্টেট্‌ রেলওয়ের কোন ষ্টেশনের ধারে। ওর বাপ ছোট-খাট গোছের জমিদার।

আমি। এখানে কি ওর শ্বশুর বাড়ি?

বাবু। না।

আমি। তবে বুঝি ওর স্বামী এখানে কাজ করিত?

বাবু। না, আমি বলি শোন।

আমি। বলুন।

বাবু। নিকটস্থ কোন এক গ্রামের এক যুবকের সহিত বাহির হইয়া কলিকাতায় আইসে। আমি সন্ধান রাখি, সে যুবক উহাকে খুব যত্নে, আদরে রাখিয়াছিল। কিন্তু দুশ্চরিত্রা নারীর কিছুতে আযান নাই, কিছুতেই তাহার প্রাণের পাপ পিপাসা পূর্ণ হয় না,—শুনিলাম, যে বাড়িতে উহারা ছিল, তাহার পাশের বাড়ির একটি লোকের সহিত উহার আবার গুপ্তপ্রণয় হয়, প্রতিপালক যুবক তাহা জানিতে পারিয়া উহার প্রাণনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বিষম অস্ত্রাঘাত করিয়া পালায়। কিন্তু

উহার পাপ প্রাণ তাহাতে বাহির হয় নাই, পুলীশ আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দেয়, সেখানে কিছু দিন থাকিয়া চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি আমার হাত হইতে হুঁকা লইয়া আবার ধূমপান করিতে লাগিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে হুঁকাটি আমাকে দিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "ডাক্তারখানা হইতে আরোগ্য হইয়া আসিয়া মেছুয়া-বাজারে একটা ঘর ভাড়া লইয়া সেখানে থাকিয়া বারোয়ারি ব্যবসা আরম্ভ করিল।"

আমি। শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বলিলাম, "তার পর?"

বাবু। তারপর, মাস দুই সেখানে থাকিয়া আপন মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিল। সহসা প্রকৃতি উহাকে প্রচুর দণ্ড দিলেন।

আমি। সে দণ্ড কি?

বাবু। গরমীর পীড়া।

আমি। সেটা হইবার কারণ?

বাবু। আশ্চর্য্য! বেশ্যার আবার গরমীর পীড়া হইবার কারণ কি? যে বেশ্যার হয় নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া যদি বলা যায়, ইহার গরমীর পীড়া না হইবার কারণ কি? তবেই হয়।

আমি। সে পীড়ার কি কোন চিকিৎসা হইল না?

বাবু। হইল—পারা। আর কি হইবে।

আমি। তার পর?

বাবু। পারা খেয়ে গরমাই সারা, আর স্ত্রী বেচে ছেলের বিবাহ দিয়া কুটুম্ব বাড়ান উভয়ই সমান।

আমি। সেটা ঠিক্।

বাবু। সেই পারার ব্যাবামের কিছু উপশম হইল বটে, কিন্তু হাতের সেই ক্ষত পচিয়া উঠিল। পারায় দিন কয়েক গরমাই ও চাপা ছিল, আবার পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইল। দেখিয়া শুনিয়া বাড়িওয়ালী তাড়াইয়া দিল।

আমি। সেই অবধি বুঝি এই পথে পথে বেড়াইতেছে?

বাবু। তা বৈ কি।

আমি। ও যে মেছুয়া বাজারে প্রথম প্রথম রোজগার করিয়াছিল, তাহা কি করিল?

বাবু। কিছু খাইয়াছিল, কিছু দ্রব্যাদি কেনেছিল, ব্যারামেও কিছু খরচ পত্র হইয়াছিল।

আমি। সে জিনিস পত্র গুলি?

বাবু। জিনিষ পত্র গুলি বাড়িওয়ালী নিয়েছে।

আমি। কেন ও পুলাশে জানায় নাই।

বাবু। কশুর করে নাই, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বাড়িওয়ালী ঘরের ভাড়া বলিয়া কাটিয়া লইয়াছে।

আমি। তবেত ও ভয়ঙ্কর লোক।

বাবু। ভয়ঙ্কর বলে ভয়ঙ্কর।

আমি। তবে এখন কষ্ট পাইবে, তার আর কথা আছে?

বাবু। হাঁ তা আর বলিতে।

আমি। বোধ হয় আর দুই একদিন মধ্যেই মরিয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া বাবু চাকরকে তৈল আনিতে বলিলেন। আমাকে বলিলেন, "বেলা অধিক হইয়াছে, এবেলা এই স্থানে স্নানাহার করুন। আমি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলাম, "বাসায় অনেক গুলি কাজ আছে। আমাকে এখনই যাইতে হইবে। কিন্তু একটি কথা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি? সেটা শুনিতে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিতেছে।"

বাবু। কি বলুন?

আমি। আপনি উহার আগা গোড়ার পরিচয় এতদূর কোথা হইতে পাইলেন?

আমি মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, ইনিই হয়ত বসুমতীকে বাহির করিয়া আনিয়া আমাদের বাসার পাশে ছিলেন, ইনিই হয়ত আমার সুখের পথে কাঁটা দিয়াছিলেন, — ইনিই হয়ত বসুমতীর এই দুর্দ্দশার মূল কারণ। কিন্তু তাঁহার ভাব দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া সত্বরেই আমার সে ভাব অন্তর্হিত হইল।

তিনি বলিলেন, "মহাশয়। আপনার সে পরিচয় লইবার কোন আবশ্যক নাই। আর আপনার আবশ্যক থাকিলেও আমি তাহা বলিতে প্রস্তুত নহি।

আমি। শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু আপনি যখন বলিলেন না, তখন আর আমি শুনিব কি প্রকারে।

বাবুটী যেন আমার কথায় কিছু অন্যমনস্ক হইলেন, বলিলেন, "মোটের উপর বলিতেছি, বসুমতী আমার কেহ ছিল।"

আমি। আপনিই কি উহাকে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন ?

বাবুটি অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "হু।" আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নাম কি ?

বাবুটি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন পুলীসে দেবে নাকি ?"

আমি কিছু অপ্রতিভ হইলাম। বলিলাম "সেকি মহাশয় ?"

বাবু। তবে যে এতক্ষণ পরে নাম জিজ্ঞাসা ?

আমি। আপনি যখন বিশ্বাস করিয়া আমাকে এতটা কথা বলিলেন, তখন যে উহা ভাবিবেন আমার বিশ্বাস ছিল না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

বাবু। আমার নাম কৃষ্ণ কিশোর মুখোপাধ্যায়, নিবাস হুগলী জেলার কোন গ্রামে।

এই কথা বলিয়া তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। আমি বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আহারাদি করিয়া গেলে ভাল হইত।"

"আজ্ঞে না।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলাম।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:::০—

ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

—বিকট বিকট দৃশ্য, দেখিয়া শিখুক বিশ্ব
কভু যেন কেহ নাহি ভুলে।

গ্র—।

বাবুটির নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসায় আসিতেছি, ঠিক্ পোলের পার্শ্বে দেখি বসুমতী—এখন আর সে বসুমতী নাই। যেন কেমন বিভৎসভাব, ভয়ানক আকৃতি। বসুমতী পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, উঠিবার শক্তি নাই, কথা কহিবার ক্ষমতা নাই—কেবল ছট্‌ফট্ করিতেছে, আর গোঁ গোঁ করিয়া গোঁয়াইতেছে। একটু দাঁড়াইলাম।

ও হরি। কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কি কঠিন দণ্ড। একটা কাক— বাজারে কাকগুলা বড় দুষ্ট, কাহাকেও ভয় করে না, দৃক্‌পাতও করে না—কাকটা আসিয়া তাহার বুকের উপর বসিল, আমি তাড়া দিলেম,—ভ্রূক্ষেপও করিল না, বরং যে কাজটা ভাবিয়া চিন্তিয়া করিত, সেটা শীঘ্রই করিয়া লইল। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বড় জোরে বসুমতীর চোখে এক ঠোকর মারিয়া চোকের মণিটা টানিয়া বাহির করিয়া লইল। বসুমতী, মহা-পাপিষ্ঠা বসুমতী—চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু উঠিবার শক্তি নাই, কথা কহিবার ক্ষমতা নাই।

দেখিতে দেখিতে কয়েকটা কুকুর আসিয়া জুটিল। আসিয়াই বসুমতীর পা ধরিয়া টানিল। বসুমতী ভয়ানক গোঁ গোঁ করিয়া উঠিল। আর একটা কুকুর লাফাইয়া গিয়া তাহার পেটে এক খাবল দিল। রক্ত পড়িতে লাগিল, কিন্তু মাংস ধরিল না

ছটফট্ করিতে লাগিল,—তবু তাহার পাপ প্রাণ বাহির হইল না। তখন আমার প্রাণের মধ্যে বড়ই কেমন করিতে লাগিল। তাহার নিকটে গিয়া কুকুর গুলিকে তাড়াইয়া দিলাম।

কুকুর গুলিকে তাড়াইয়া দিয়া পুনঃপুনঃ "বসুমতী, বসুমতী" বলিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিলাম। কিন্তু সাড়াশব্দ কিছুই দিল না। তখন অগত্যা আমি চলিয়া আসিলাম।

তাহার পর দিবস সকালে উঠে যখন বেড়াতে বেরুই, সেই সময় সরানর পুলের ধারে গেলাম। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে প্রাণ বিচলিত হইল,—হৃদয় অবসন্ন হইল। দেখি শৃগাল কুকুরে বসুমতীর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—কিন্তু তথাপিও তাহার পাপ প্রাণ বাহির হয় নাই।—তখনও শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে, কিন্তু আর নড়িতেছে না, গোঁঙরাইতেছে না। মধ্যে মধ্যে এক একবার হাঁ করিতেছে। ভাবিলাম বোধ হয়, একটু জল খাইবে। আমি রুমালে করিয়া জল আনিতে গেলাম।

জল আনিয়া দেখি, একটা দুষ্ট বালক তাহার হাঁর মধ্যে এক মুঠা ধূলা দিল। দেখিয়া মন বড়ই বিচলিত হইল। তাহাকেধমক দিলাম, বালকটা ছুটিয়া দৌড় মারিল। কিন্তু আমার আর জল দেওয়া হইল না। কেন না, তখন তাহার গালপূরা মাটি, তাহার উপর জল দিলে কাদা হইয়া গলা আটকাইবে, আর আমার হাতে তাহার জীবনটা যাইবে।

কিন্তু বসুমতীও আর নড়িল না। এমন সময় দুইজন মেথর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন বলিল, "মরেছে রে, মরেছে।"

দ্বিতীয়। বাঁচা গ্যাছে, নিয়ে চল।

প্রথম। বড় গন্ধ ছিঃ।

দ্বিতীয়। তা ব'লে কর্‌বো কি, মিউনিসিপালিটির কাজ যখন নেওয়া হয়েছে, তখন আমাদিগকেই ত কর্‌তে হবে।

প্রথম। তা ত হবেই, ধর।

এই সময় বসুমতী একবার মুখ নাড়িল।

প্রথম। "মরেনি, মরেনি—এখনও আছে।

দ্বিতীয়। তুই ধর, ওর বেণী আর মরিবে না।"

প্রথম। সত্যি নাকি?

দ্বিতীয়। সত্যি নয় ত কি মিথ্যা? তুই ধর্।

দুইজনে বসুমতীকে ধরিল। উচু করিয়া তুলিল, তাছোড় দিয়া ফেলিয়া দিল।—বোধ হইল, তখনই তাহার পাপজীবন তাহার পাপ দেহ পরিত্যাগ করিল,—তখন ধরাধরি করিয়া লইয়া গেল।

আমি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পাপ ও পুণ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিলাম।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:::০—

সন্ধান।

——— পানে। অশ্রু আসে দুনয়নে
অজানা বিষাদ ভরে উথলিয়ে উঠে প্রাণ,
উদাস স্বপনে ঘেরা বোধ হয় ধরা খান।"

কুঞ্জলাল বলিল, "এখন দেখ দেখি যোগেন্ বাবু, আমি উহাতে শিখিলাম না কি?"

যোগেন্দ্রনাথ অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধে নিঃশব্দে থাকিয়া একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যদি শিখিয়া থাক, তবে অনেক শিখিয়াছ।"

কুঞ্জলাল। শুধু আমি কেন, যে এ কাহিনী শুনিবে, সেই শিখিবে, আমার এ ধারণা নিশ্চয়।

যোগেন্দ্র। সে কথা মিছে নয়।

দেবেন্দ্র এতক্ষণ একমনে, এক প্রাণে কুঞ্জলালের কথা শুনিতে ছিলেন। এতক্ষণ পরে নিঃশ্বাস ছাড়িলেন; হাই তুলিয়া বলিলেন, "জগদীশ! সকলি তোমার ইচ্ছা।"

কুঞ্জলাল কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথও গেলেন। দেবেন্দ্রনাথ একা সেই প্রকোষ্ঠে বসিয়া থাকিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা, সহস্র বৃশ্চিকরূপে তাঁহাকে দংশন করিতেছে। তিনি চিন্তায় আকুল, দুঃখে অবসন্ন, আর সহ্য হয় না—শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন, চাদর দিয়া আপাদমস্তক ঢাকিলেন। কেহ দেখিতে না পায়, কেহ শুনিতে না পায়, জানিতে না পায়— তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে,—ইহা কেহ বুঝিতে না পারে, তাই মুড়ি দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কান্না কিছু অতিরিক্ত—চক্ষুর জলে বিছানা ভিজিয়া উঠিল।

দেবেন্দ্রনাথ কাহার জন্য কাঁদিতেছেন? বসুমতীর জন্য? —বসুমতী অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা পাইয়া মরিয়াছে, সেই জন্য? না,—তাত হতেই পারে না; কেন না, সে পাপিনী,—দেবেন্দ্রনাথের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে যে দেবেন্দ্র তাহার কষ্টের কথা, তাহার দুঃখের কথা শুনি। কাঁদিবে, ইহাত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে কাহার জন্য? মায়ের জন্য? তা হ'তেও পারে।

আর কুসুমলতার জন্য। যাহাকে—যে সংসারের সার ধর্ম্মের অবলম্বন, শান্তির নিকেতন, জীবনের আশ্রয়, প্রেমরূপিনী প্রিয়তমাকে—পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন,—যে এখন তাঁহার জন্য উন্মাদিনী,—কত অনুসন্ধান করিয়া ও কত দেশ খুঁজিয়া আর যাহাকে লাভ করিতে পারিলেন না, সেই পবিত্র সুরভি পরিপূরিতা কুসুমলতার জন্য কাঁদিতেছেন।

অনেককেই এমন কান্না কাঁদিতে হয়, অনেককেই প্রথমে জলভ্রমে মরীচিকায় ঝাঁপ দিয়া শেষে প্রাণ হারাইতে হয়। কিন্তু এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটু বুঝিয়া দেখা উচিত, যে কি কার্য্যে মজিতেছি, এখানে সুধা নাই, কেবলি গরল,—

অনন্তগরল।” কখনও কোনও দেশে কোন লোকের মুখে তোমরা কেহ শুনিয়াছ যে, অমুক লোকটা অমুকের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে খুব সুখী হ'য়েছে? দু-দিন দশদিন এমনও শোনা যায়, কিন্তু শেষে? শেষ বড়ই ভয়ঙ্কর—বড়ই কঠিন সমস্যার বিষয়।

যাহা হউক, সে কথা বলিলে, দেবেন্দ্রনাথ এখন আর বুঝে কি? সে কথায় এখন আর তাহার চিত্তের শান্তনা হয় কৈ?—সে কেবলি কাঁদিতে লাগিল,—অজস্রধারে চক্ষুর জল পড়িয়া শয্যা প্লাবিত করিয়া তুলিল।

অনেকক্ষণ পরে যোগেন্দ্রনাথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কহিলেন, “দেবেন্দ্র বাবু।”

দেবেন্দ্রনাথ চক্ষুর জল মুছিয়া, বলিলেন, “হাঁ।”

তখনও কিন্তু চাদরাবৃত। যোগেন্দ্রনাথ তাহার স্বর শুনি-লেন,—দেবেন্দ্রনাথ কাঁদিতেছে। তিনি উৎকণ্ঠার সহিত বলি-লেন, “দেবেন্দ্র বাবু তুমি কাদ্‌চো?”

দেবেন্দ্রনাথ আর একবার গলা ঝাড়িয়া ধরাধরা ভরাভরা আও-য়াজে বলিলেন, “কৈ না?”

যোগেন্দ্র। আমা কাছে লুকোচ্চো।

দেবেন্দ্র। না আমি কাঁদিব কেন? ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই বুঝি আওয়াজ একটু ধরাধরা বোধ হ'য়েছে।—একটু ঘুমিয়ে ছিলেম।

যোগেন্দ্র। তবে এখন উঠ।

দেবেন্দ্রনাথ উঠিয়া বসিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, “তোমার মন বড় খারাপ হইয়াছে না?”

দেবেন্দ্র। তোমার কি রকম বোধ হয়?

যোগেন্দ্র। আমার বোধ হয় ভাল!

দেবেন্দ্র। শুন যোগেন্দ্র বাবু, আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না। কেবল তোমার স্নেহে, যত্নে, ভালবাসায় আমি এত দিন আছি, কিন্তু ভাই, আর সহ্য হইতেছে না—ক্রমশঃই আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়ে উঠলো। আর যেন কিছুই আমাকে ভাল লাগ্‌ছে না। আমাকে বিদায় দাও, আমি চলিয়া যাই।

যোগেন্দ্র। কোথায় যাইবে ?

দেবেন্দ্র। যেখানে ইচ্ছা,—যেখানে গেলে শান্তি পাইব।

যোগেন্দ্র। যাহার প্রাণে শান্তি নাই, সে কোথায় গেলে শান্তি পাবে ভাই ?

দেবেন্দ্র। না পাই পরকালের কাজ করিব। গয়া কাশী শ্রীবৃন্দাবন যাইব।

যোগেন্দ্র। সে মন্দনয়। কিন্তু আমিও যাইব, আর দু'টা মাস থাক—একত্রে যাইব।

দেবেন্দ্র। হাঁ, তুমি আবার কি জন্য যাইবে ?

যোগেন্দ্র। আমায় কি যাইতে নাই ?

দেবেন্দ্র। তোমার যাইবার অনেক সময় আছে।

যোগেন্দ্র। তোমারি বুঝি সময় ফুরা'লো ?

দেবেন্দ্র। আমার আবার সময় অসময় কি ?

দুইজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় তথায় একটি ভদ্র লোক প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র যোগেন্দ্র সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আসৃতে আজ্ঞা হউক, আসৃতে আজ্ঞা হউক।"

আগন্তুক একটু মৃদু হাসিয়া, হাতের ব্যাগটি নিম্নে রাখিয়া বিছানায় আসিয়া বসিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "শীঘ্র তামাক দে।"

ভৃত্য তামাক সাজিতে গেল। তখন উভয়ে স্বগতঃ জিজ্ঞাসা হইল। আগন্তুক দেবেন্দ্রনাথকে ও স্বগতঃ প্রশ্ন করিলেন, বলিলেন, "কি বাবু, ভাল আছত ?"

দেবেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়াইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।"

আগন্তুকের নিবাস যোগেন্দ্রনাথদিগের গ্রামে—গ্রাম সম্পর্কে খুড়া—নাম হরশঙ্কর রায়।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে খুড় মহাশয়, কি মনে করিয়া কলিকাতায় আসা ?"

হরশঙ্কর। এই বাপু জন্মে কখনও কলিকাতা সহরটা দেখা

হয়নি, তাই একবার এলাম; ভাবলাম, বাবাজি যখন এখানে আছেন, তখন আর ভাবনা কি।

যোগেন্দ্র। তাত বটেই এত আপনাদেরই বাসা।

হরশঙ্কর। সে কি আর মিথ্যা। আমার কাছে মতিও যে, তুমিও সেই।

মতি হরশঙ্কর রায়ের ছেলের নাম।

যোগেন্দ্র। বাবা বাড়ি টাড়ি এসেছিলেন?

হরশঙ্কর। এসেছিলেন,—আহা অমন সদাশিব লোকের মনেও কি অমন কষ্ট হয়,—

যোগেন্দ্র ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খুড়ো মহাশয়—কি কষ্ট?"

হরশঙ্কর মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "এই কুসুমের জন্যে। আহা। দাদা বাড়ি এসে কুসুমের জন্য কত কান্নাই কাঁদিলেন। বুঝিয়ে কি রাখা যায়।"

হরশঙ্কর যখন এই কথা বলিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথের চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা জল পড়িল। হরশঙ্কর তাহা দেখিতে পাইলেন না। যোগেন্দ্রনাথ তাহা দেখিলেন। ঘাড় নাড়িয়া দেবেন্দ্রকে কাঁদিতে নিষেধ করিয়া খুড়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুসুমের তরে আর খোঁজখবর কিছুই পাওয়া যায় নাই?"

হরশঙ্কর। কৈ আর পাওয়া গিয়াছে?

যোগেন্দ্র। আর কি কেহ সন্ধান করিয়াছিল?—

হরশঙ্কর। হাঁ ভাল কথা, আজি দিন পনর হইল এক উড়ো খবর পাওয়া গেল যে, আলমডাঙ্গা ইষ্টেশনের নিকট বেলগাছি গ্রামে না কি একটা পাগলি মেয়ে আজি দশ বার দিন ধ'রে রয়েছে। খবর শুনে শ্রীহরি আর তারাপদ দুজনকে সেই রাত্রেই বেলগাছি পাঠিয়ে দিলাম।

এই সময় ভৃত্য তামাক সাজিয়া হুঁকা লইয়া আসিল। যোগেন্দ্র নাথের হাতে হুঁকা দিতে যাইতেছিল, যোগেন্দ্র বলিলেন, "খুড়া মহাশয়কে দে।"

ভৃত্য ভাবিল, বাবুর খুড়ে খুব বড় বাবু। না জানি যাবার দিন

কিছু বক্‌সিসই বা মিলিবে। যেন খুব বিশ্বাসী, খুব তুখড় চাকর, এইরূপ ভাব ভঙ্গী জানাইয়া হুঁকাটি খুড়বাবুর হাতে দিয়া যোগেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "জলখাবার আন্‌তে যেতে হবে না কি?"

জল খাবার আনা সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথের কত দূর মনের ভাব ছিল, সেটা আমরা ঠিক বলিতে পারি না; ইতিহাসেও সেটা লেখে না। বিজ্ঞানশাস্ত্র মন্থন করিয়াও তাহার মীমাংসা কিছুই করিতে পারা যায় নাই, তবে কোন কোন দর্শনকার বলেন, যে "যে দেশের লোক কলিকাতায় থাকে, সে দেশের লোক আসিলে জানান উচিত—যে আমিই যেন কলিকাতার নায়েব।" এই আভাসটুকুর জোরে আমি বলিতে পারি যোগেন্দ্রনাথের জলখাবার দিবার তত ইচ্ছা ছিল না। কথাটা অনুমানিক, যদি ভ্রম হইয়া থাকে—আপনারা ক্ষমা করিবেন।

জলখাবারের কথাটা যদি সে পাড়িল, তখন অগত্যা যোগেন্দ্রনাথকেও বলিতে হইল, "হাঁ, আন্‌তে হবে বই কি—নিয়ে আয়।"

সে জলখাবার আনিতে গেল। এ দিকে আবার কথা আরম্ভ হইল। কথা বন্ধ হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথের নিঃশ্বাসও যেন এতক্ষণ বন্ধ ছিল—আরম্ভ হইল দেখিয়া দম ছাড়িলেন;—দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কথা শুনিতে লাগিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাঁ, তার পর বেলগাছি গিয়ে কি হইল?"

হরশঙ্কর। তিন চারি দিন পরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বেলগাছি ছিল বটে, সেখান হইতে কয় দিন হ'ল চ'লে গিয়েছে।"

ব্যস্তভাবে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে যে কুসুমলতা তাহা ঠিক জানিল কি প্রকারে?"

হরশঙ্কর। সে গ্রামের লোক তার আকার প্রকার যেরূপ ব'লেছিল—তাতে কুসুমলতাই ঠিক।

যোগেন্দ্র। সে এখন কি রূপ অবস্থায় আছে?

হরশঙ্কর। ঘোর উন্মাদ। কাহারও কথার প্রত্যুত্তর দেয় না, কেবল বিকট হাসি হাসে, গান গায়—বড় ক্ষিধের সময় কেউ যদি কিছু খেতে দেয় খায়।

যোগেন্দ্রনাথের চক্ষুকোণে জল আসিল। বলিলেন, "তবে কুসুম—প্রিয়ভগ্নী আমার আজিও জীবিতা আছে।"

দেবেন্দ্রনাথও কাঁদিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে যোগেন্দ্রনাথ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর তাহারা নিকটে আর কোন গ্রামে অনুসন্ধান করেছিল ?"

হরশঙ্কর। অনেক,—কিন্তু খোঁজ পায়নি।

এই সময় ভৃত্য জলখাবার আনিয়া উপস্থিত করিল। একখানা আসন পাতিয়া জলখাবার সাজাইয়া দিল। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "উঠিয়া জল খান।"

হরশঙ্কর যোগেন্দ্রনাথের হাতে হুঁকা দিয়া—জল খাইতে বসিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ ধূম পান করিতে করিতে দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "দেবেন বাবু সব শুনলেন ?"

দেবেন্দ্রনাথ মৃদু অথচ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হাঁ সকলই ত শুনিলাম।"

যোগেন্দ্র। তবে চল আজিকার রাত্রির ট্রেণেই আমরা আলমডাঙ্গায় যাই—গিয়ে সন্ধান করিগে, যখন জীবিত আছে, তখন সন্ধান করিতেই পারিব।

দেবেন্দ্রনাথ শশব্যস্তে বলিলেন, "আমিও সেই কথা তোমাকে বলিব ভাবিতেছিলাম।"

খুড়া মহাশয়ের তত্ত্বাবধানের ভার কুঞ্জলালকে দিয়া তাঁহারা রাত্রের ট্রেণেই যাত্রা করিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—০ :: ০—

কোথা গেল।

প্রেম ভ্রম যার লেগেছে, সে কি আর সে আছে!

যে যাহার মনমত ধন, মন প্রাণ বাঁধা তারই কাছে।

রাত্রি দণ্ড চারেক থাকিতে ট্রেন গিয়া আলমডাঙ্গা ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। গাড়ী হইতে নামিয়া সে রাত্রিটুকু বাজারে গিয়া থাকিবেন বিবেচনায় বাজারাভিমুখে চলিলেন।

আলমডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে বাজার অনেক দূর—সেটুকু যাইতে যাইতে রাত্রি প্রায় প্রভাত হইল, সুতরাং তাঁহাদিগকে আর বাজারে থাকিতে হইল না, কেবল একটা দোকানে বসিয়া একটু তামাক খাইয়া বেলগাছি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তখন গ্রীষ্মকাল, গ্রাম্যপথের চারি ধারের বৃক্ষগুলি শুষ্কবৎ—ঈষৎ বায়ুভরে দুলিতেছে। শুষ্ক নীরস রজোরাশি চারি ধারে উড়িতেছে।

পথিক দুজনেরও মনের ভাব ঠিক এইরূপ। তাঁহাদেরও শান্তিবৃক্ষ শুষ্কবৎ—এক এক বার আশা বায়ুতে মৃদু দুলিতেছে, আবার নিরাশ রজোরাশি উড্ডীন হইয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহারা বেলগাছিতে পৌঁছিলেন।

বেলগাছি একখানি ছোট রকমের গ্রাম। আম, কাঁঠাল, জাম, খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষের জমাটে এক বাড়ি হইতে অন্য বাড়ি প্রায় দেখা যায় না। কয়েকটী ভগ্ন অট্টালিকা ও পুষ্করিণীর কঙ্কাল মাত্র পরিদৃষ্ট হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ উভয়ে গ্রামের মধ্যে গিয়া এক জন গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

গৃহস্থ ভদ্রলোক দেখিয়া যত্ন করিলেন। শেষ যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আমরা একটা সম্বাদ জানিতে আসিয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলেন।"

গৃহস্থ। কি?

যোগেন্দ্র। এখানে অল্পবয়স্কা এক পাগলিনী আসিয়াছিল?

গৃহস্থ। শুনিয়াছি বটে, কিন্তু দেখি নাই।

যোগেন্দ্রনাথ নীরব হইলেন।

গৃহস্থ একটী লোককে ডাকিয়া বলিলেন, "ভব গোয়ালিনীকে ডেকে আন্ত।"

লোক চলিয়া গেল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বৃদ্ধারই নাম ভব,—এ জাতিতে গোপ। ভব, বয়সের আধিক্য জন্য কাণে কিছু একটু কম শোনে, চোকেও অল্প দেখে।

গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভব, ভাল আছিস্?"

বুড়ী শুনিল, "ভব, ভাল দুধ আছে?"

উত্তরে বলিল, "দুধ আছে বই কি, গোয়ালার ঘরে আবার দুধ ছাড়া,—কেন দুধ কেন?"

গৃহস্থ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা নয়, তা নয়।"

বুড়ী শুনিল, "জামাই—জামাই।"

বলিল, "জামাই এসেছে?—তা বেশ বেশ। এ দুটীর মধ্যে কোন্‌টী জামাই? তা আমার নাৎজামাই—বলি কখন এলে?

দেবেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ ওবফে দুটি ভদ্রলোকের ছেলে, পাগ্‌লীর অন্বেষণে আসিয়াছে শুনিয়া, সেই বাটীর কয়েকটী মেয়ে দরজায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতেছিল ও পাগ্‌লী সম্বন্ধে কি কথা হয় শুনিতেছিল। বুড়ীর ঐ কথা শুনিয়া তাহারা হাসিয়া উঠিল। এক জন মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল—"অমন জামাই আবার কুলীনের ঘরে।"

দেবেন্দ্রনাথ হাসিলেন না, কথা তাহার কাণে গিয়াছে,

এমনও বোধ হইল না। যোগেন্দ্র মৃদু হাসিলেন। গৃহস্থও হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "জামাই নয়,—দুধও নয়। শুনেছিস্?"

বুড়ী কথাটা শুনিল। বলিল, "জামাই নয়,—দুধও নয়।"

কিছু হতাশ হইল। সে ভাবিয়াছিল, জামাই এসেছে, দুধ ছানা ক্ষীরের ভারটা আমার উপর পড়িল। এই দাঁওতে অবশ্য পাঁচ টাকার কাজ হইবে। ভগ্নচিত্তে কহিল, "তবে কি?"

গৃহস্থ খুব জোরে জোরে বলিলেন, "তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডেকেছি।"

বুড়ী বিরক্তভাবে বলিল, "পোড়া কপাল আমার—গরু কি আর আমি এখন দুইতে পারি যে, গরু দুইবার জন্যে আমাকে ডেকেছ। আমারই গরু ভোলার বাপ দুয়ে দেয়, তারে বচ্ছর অন্তর পূজোর সময় এক জোড়া ধুতি চাদর দিতে হয়। তা আমাকে আবার কি জন্য গরু দুইতে ডেকেছ?"

গৃহস্থ। ওরে তা নয়—তোর বাড়ীতে এক পাগলী ছিল?

বুড়ী। শ্যামলা গাই বিক্রী করিব? কেন আমার ঘরে কি ভাত নাই? সে আমার লক্ষ্মী গাই।

সে রাগে গর্ গর্ করিয়া চলিল। গৃহস্থ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুই শুনিতে পান্ না বাপু, মিছি মিছি রাগ করিস্ কেন?"

বুড়ী ফিরিল। গৃহস্থ সেই ভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তোর বাড়ি যে পাগলী ছিল,—সে কোথায় গিয়াছে?"

বুড়ী এইবার শুনিল। বলিল, "পাগ্‌লী, আমার পাগ্‌লী? পাগ্‌লী আমাকে ফাঁকি দিয়েছে।"

এই কথা বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্না দেখিয়া যোগেন্দ্রনাথেরও নয়নকোণে জল আসিল। দেবেন্দ্রনাথ নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ।

গৃহস্থ সমান জোরে বলিলেন, "পাগ্‌লী কোথায় গিয়াছে?"

বুড়ী আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল, "আমার পাগ্‌লী

কোথায় গিয়েছে, যদি তাই জাস্তে পাত্তেম, তবে কি তাহারে আস্তে যেতেম না?”

তখন যোগেন্দ্রনাথ কথা কহিলেন। গৃহস্থ যে ওজনে কথা কহিতেছিলেন, যোগেন্দ্রনাথ তাহা হইতে দুই পর্দ্দা উপরে তুলিয়া বলিলেন “সে পাগ্‌লীকে তুমি চেন?”

বুড়ী বলিল, “না বাবা আমি চিনিনে।”

যোগেন্দ্র। কোথায় তাহার দেখা পেয়েছিলে?

বুড়ী। আমি এক দিন মাঠে গরু পালে দিয়ে আস্‌ছি, বেলা তখন দুপুর—সেই সময় দেখি, সেই সোণার প্রতিমা পাগ্‌লী একটা আমের ডাল হাতে ক’রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আস্‌ছে। বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা কল্লাম, তা না বোলে হেঁসে উঠ্‌লো। বুঝিলাম পাগল, ডেকে সঙ্গে ক’রে বাড়ি নিয়ে এলাম। আমার কাছে সর্ব্বদাই থাক্‌তো, গান গাইতো। দুধ ক্ষীর দিতাম খেত, কিন্তু ভাত খেতো না। দুই একা দিন অন্তর চাটুয্যে বাড়ি থেকে খাইয়ে আন্‌তাম্,—বামুনের মেয়ে ভেবে আমিও খাও-য়াতে জেদ কত্তেম না।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বুড়ী দম ছাড়িল। যোগেন্দ্রনাথ সমস্বরে বলিলেন, “তার পর—তার পর কোথায় গেল?”

বুড়ী। এম্নিভাবে তিন চারিমাস আমার কাছে থাকিল, আমি তাকে পেয়ে ছেলের শোক ভুলে গেলাম,—তার পর একদিন বৈকালে এনাদের নলিনীর সঙ্গে পুকুরে গিয়াছিল,—আর এলোনা,—আমার বুকের ধন বুক ছেড়ে পালালো আর এলোনা?”

যোগেন্দ্র। তুমি আর খুঁজেছিলে?

বুড়ী। সেদিন গাঁর মধ্যি খুজে খুঁজে বেড়ালাম, খুঁজে পেলাম না। রাত হ’ল ব’লে সেদিন আর ভিন্ন গাঁয়ে যেতে পাল্লেম না। পরদিন সকালে উঠে, কত মাঠ, কত গাঁ, কত গেরস্থর বাড়ি উট্‌কুলেম, কিন্তু কোথাও পাইলাম না।

যোগেন্দ্র। তার বাড়ি কোথায়, সে কি লোক, তার নাম কি, তা কিছু ব’লেছিল?

বুড়ী। কিছু না, জিজ্ঞাসা কোল্লে হাঁস্‌ত, গান গাইত আর নাচ্‌ত?

যোগেন্দ্র। যে গান গাইত তা তুমি কিছু জান?

বুড়ী। আমিত বাবা কাণেই ভাল শুন্‌তে পাইনে,—আর সেও এক সময় একরকম গান গাইত না।

যোগেন্দ্র নিস্তব্ধ হইলেন।

বুড়ী বলিল, "তা বাবা সেকি তোমাদের কেউ হয়?"

যোগেন্দ্র। আমারও একটি ভগ্নী ঐ রকম পাগল হ'য়ে গিয়েছে। পরিচয় পাইলে বুঝিতে পারিতাম।

বুড়ীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তা বাবা যদি তাকে পাও, তবে আমায় সম্বাদ দিও, আর তোমাদের বাড়ি কোথায়, তার ঠেক্‌নাটা নিকে দিও—তোমাদের বাড়ি যত দূরই হোক্ আমি একবার গিয়ে তারে দেখে আস্‌ব।—আর একদিন সে মুখখানি দেখিতে আমার বড় সাধ।"

ক্রমে ক্রমে এই কথা গুলি বলিয়া বুড়ী কিয়ৎক্ষণ সেস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিল। শেষ আর কোন কথাবার্ত্তা নাই, দেখিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

তখন যোগেন্দ্রনাথ গৃহস্থকে কহিলেন, "মহাশয়, তবে আমরা উঠিলাম।"

গৃহস্থ বলিলেন, "সে কি! এত বেলায় সময় না কি ভদ্রলোকের বাড়ি হইতে ভদ্রলোক যায়। স্নানাহ্নিক করুন, আহারাদি করুন—বৈকালে যাইবেন।"

সহরবাসী ভ্রাতাগণ অন্য বিষয়ে শতসহস্র গুণ সভ্য হইলেও লোকের আদর অভ্যর্থনা বিষয়ে পল্লীবাসীর কাছে তাহারা অনেক শিখিতে পারেন,—আমাদের এরূপ বিশ্বাস। সহরে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কিহে কবে এসেছ, আছ কোথায়,—শারীরিক ভাল আছত—তোমার ওয়াইফ ভাল আছেন?—এই পর্য্যন্ত এর উপর আর বড় কেহ যান না।

যাহা হউক গৃহস্থের অভ্যর্থনা ও অনুরোধের খাতিরে এবং

এত বেলায় তাহারা কোথায় গিয়াই বা আহারাদি করিবেন এই ভাবিয়া অগত্যা সে বেলা সেখানে থাকিতে প্রস্তুত হইলেন।

তখন গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা ব্রাহ্মণ?"

যোগেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ।

গৃহস্থ। কোন্ শ্রেণী?

যোগেন্দ্র। রাঢ়ীয়।

গৃহস্থ। নিবাস?

যোগেন্দ্র। এঁর নিবাস বিজয়পুর, আর—

গৃহস্থ। বিজয়পুর!—দেবেন্দ্রনাথ ঘোষালকে আপনি জানেন?

কোন কথারই দেবেন্দ্র উত্তর করিতেছিলেন না, সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ প্রশ্নেরও কোন উত্তর করিলেন না। তিনি পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেবেন্দ্রনাথের সহিত কি জানা শুনা আছে?

গৃহস্থ। আমাদের পরমাত্মীয়।

যোগেন্দ্র। তাহাকে কখনও দেখিয়াছেন কি?

গৃহস্থ। অনেক দিন—তার বিয়ের সময়, বিবাহের রাত্রে, এক নজর।

যোগেন্দ্র। তাদের বাড়িতে?

গৃহস্থ। না তার শ্বশুর বাড়িতে। তার শ্বশুর আমার ভায়রা ভাই।—দেবেন্দ্রনাথের শাশুড়ী, আর আমার স্ত্রী এরা দুজন সহোদরা ভগ্নী।

যোগেন্দ্রনাথ উঠিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। দেবেন্দ্রনাথও প্রণাম করিলেন। গৃহস্থ কৌতূহলাক্রান্ত। যোগেন্দ্র বলিলেন, "মেসো মহাশয়, আমি আপনাকে জানিতাম না, ছোট বেলা হ'তে বিদেশে।—আমার নাম যোগেন্দ্রনাথ। আর ইহার নাম দেবেন্দ্রনাথ,—আমার ভগ্নীপতি।

গৃহস্থ আনন্দে স্ফীত হইলেন। বলিলেন, "বাপু, সেই কুসুমের বিয়ের সময় তোমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম, তখন তোমরা

নিতান্ত ছোট ছোট। দেবেন্দ্রনাথেরও বয়স তখন চৌদ্দ পনর। তাই চিনিতে পারিনি। তা বাবা তোরা যে এসেছিস্ তাতে আমি বড়ই আনন্দিত হলেম।

যে মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলীর কথা শুনিতেছিল, তাহারা ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে গিয়া গৃহিণীর কাছে সম্বাদ দিল। গৃহিণী আহ্লাদে আটখানা হইলেন। তখনি তেল মাখিয়া তিন চারি জনে স্নান করিতে গেলেন।

এদিকে কর্ত্তা মহাশয় ভর গোয়ালনীকে আবার ডাকাতে পাঠালেন। দুই জন লোক ময়রা বাড়ি গেল, এক জন মাছের জন্য ছুটিল।

এই সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া গৃহস্থ আবার আসিয়া বসিলেন। বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে পাগ্লী ?—তোমরা কাহার অনুসন্ধান করিতেছ ?

যোগেন্দ্র গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমার ভগ্নী।"

গৃহস্থ বিষন্ন মুখে, দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, "সে কি। তোমার ভগ্নী,—কোন্ ভগ্নী ?"

যোগেন্দ্র। সবে আমার একটি বোন্,—কুসুমলতা।

গৃহস্থ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কুসুম—কুসুমলতা—কুসুমলতা পাগ্লী,—কেন সে পাগল হ'ল ?"

গৃহস্থ এই কয়টি কথা বলিয়া যেন অন্যমনস্ক হইলেন।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি জানি কি কাল ব্যারাম হয়েছিল। ঐ রকমে ছুটে ছুটে পালাত, প্রতি দিন ধরে আনা হ'ত। একদিন পালালো আর পাওয়া গেল না।"

গৃহস্থ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "উঃ! কুসুমলতা পাগল হয়ে আমাদের গ্রামে এল, আমি দে[illegible]লাম না।—দেখিলেই বা কি হইত। সেত আর পরিচয় দিতে পারিত না।—ঠিক্ ঠিক্ এক দিন আমাদের গিন্নি বোল্‌ছিলেন যে, এই পাগ্‌লীকে আমি কোথায় দেখেছি। সে খুব ছোট বেলায় দেখেছিল কিনা—তাই ভাল চিনিতে পারে নাই।'

সকলেই দুঃখ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিয়া

গেল। অনন্তর কর্ত্তা বলিলেন, "ভব, ভাল দুধ, ছানা এবং ক্ষীর দিতে হবে।"

ভব এ কথা বেশ শুনিতে পাইল বলিল, "কেন? কি হবে?"

গৃহস্থ। জামাই এসেছে।

ভব। জমার খাজনার বাবদ যদি এমনতর কোরে দুধ নিয়ে শোধ কর, তবেত বেচে যাই। আমায় নগদ হাতে ক'রে দিতে হয় না।

গৃহস্থ। তাই হবে। এখন জামাই এসেছে, দুধটুধ এনে দে।

বুড়ী। কি জামাই? এই যে বোল্লে জামাই নয়। তা তখন বুঝি আমাকে ভাঁড়িয়েছিলে,—পাছে আমি নিয়ে যাই। তাকি আর তোমার জামাই নলিনীর নূতন ছবি থুয়ে আমার এই ভাঙ্গা ছবির হাল ধর্ত্তে যেতো।—তবে লাভের মধ্যে দুধ ঘি।

এই কথা বলে হাসতে হাস্তে সে দুধ ক্ষীর ছানার জোগাড়ের জন্য প্রস্থান করিল,—তাহার আশা পূর্ণ হইল বলিয়া সে বড় খুসী।

যোগেন্দ্রনাথের মাসী কুসুমলতা পাগল হইয়া কোথায় গিয়াছে শুনিয়া কাঁদাকাটি করিলেন। শেষে বুনঝিজামাই ও বুনপোর আহার প্রস্তুত করিয়া আহারাদি করাইলেন।

দ্বিপ্রহরের পর যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মেসো মহাশয় আমরা তবে এখন যাই। কুসুমলতার অনুসন্ধান করিগে।" কর্ত্তা বলিলেন, "সেকি? এদেশের তোমরা কোথায় কি জান? আমি সাত আটজন লোক ঠিক করিতে লোক পাঠাইয়াছি, তাহারা এল বোলে। সেই সকল লোক কুসুমের অনুসন্ধানে চারিদিকে পাঠাইব। তোমরা এই স্থানে দুচার দিন থাকো।"

যোগেন্দ্রনাথ সুবিধা বুঝিয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লোকজন আসিয়া জুটিল। কর্ত্তা তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "ভব গোয়ালিনীর বাড়ি যে পাগলী এসেছিল, তাহাকে তোমরা দেখেছ?"

সমস্বরে সকলে উত্তর করিল, "হাঁ দেখেছি।"

আমি তোমাদিগেরও প্রত্যেককে প্রত্যহ জনের মজুরি দিব। তোমরা নিকটস্থ সমস্ত গ্রামে আজি কালি পরশ্বঃ এই তিন দিন খুঁজিয়া দেখ, যে তাহাকে আনিয়া দিতে পারিবে, আমি তাহাকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিব।

কর্ত্তা এই কথা বলিলে তাহারা স্বীকৃত হইয়া প্রস্থান করিল। তখন দেবেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, বাটীর কর্ত্তা এবং পাড়ার দুই একজন ভদ্রলোক বসিয়া গল্প গুজব করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সূর্য্যদেব একটু একটু করিয়া পশ্চিমে হেলিতে লাগিলেন। বেলা তিন প্রহর গড়িয়ে গেল, ক্রমে ক্রমে রৌদ্রের তেজও অনেক হ্রাস হইয়া আসিল,—প্রায় পাঁচটা বাজে।—এই সময় একজন দাসী আসিয়া বলিল, "জামাই বাবুকে একবার বাড়ির মধ্যে যেতে হবে, পাড়ার মেয়েরা দেখ্‌তে এসেছেন।"

দেবেন্দ্রনাথের যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কর্ত্তা বার বার যাইতে বলিলেন, যোগেন্দ্রনাথও ইঙ্গিত করিলেন।

একটা দোউদালানের ভিতর একটা পাটী পাড়িয়াছে, তাহাতে এক পাল রমণী—আন্দাজ বার চৌদ্দজন,—বসন ভূষণে বাহার দিয়া বসিয়া আছেন। কত রকম রকম গল্প করিতেছেন,—কেহ বা পান চিবাইতেছেন, কেহ বা তামাক পোড়া মুখে দিয়া পিচপিচ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় থুথু ফেলিতেছেন, কেহ বা রোরুদ্যমান ছেলের মুখে সেইগুলি দিয়া তাহাকে চুপ করিতে অনুরোধ করিতেছেন, কেহ বা ছেলেকে মেই দিতে দিতে বলিতেছেন,—বল্‌তে নাই, আমার ছেলেটি বড় শান্ত—কাঁদ্‌তে একবারে জানে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেটিও কেঁদে উঠলো। কাহারও ছেলেরা বড় দুষ্টুমি করিতেছিল, তিনি তাহাকে রূপকথা শুনাইয়া নিস্তব্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যুবতীগণ একদিকে—তাহারা জামাই এলে কি বলিয়া মহড়া দিবে, কোন গানটা গাহিতে হইবে—এই সকল বিষয়েরই রিহার্শেল দিতেছেন।

তাঁহাদের অতি নিকটে একখানি খুব পুরু গালিচা পাড়া।

গালিচায় সম্মুখে থালায় ক্ষীর, ছানা, মাখন, সন্দেশ, রসগোল্লা—তারি কাছে গ্লাশে কর্পূরবাসিত জল।

দাসীর সহিত দেবেন্দ্রনাথ সেই গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনে তাম্বূল চর্ব্বণনিরতা রমণী ঘন ঘন পান চিবাইতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহার মুখে তামাক পোড়া ছিল, তিনি বার কতক বেশী করিয়া থুথু ফেলিলেন,—কেননা এখনি কথা কহিতে হইবে। যিনি রোরুদ্যমান ছেলের মুখে মেই দিতেছিলেন, তিনি ছেলের মুখ সরাইয়া ফেলিয়া ঠিক্ ঠাক হইয়া বসিলেন,—স্তনমুক্তানন শিশু সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যিনি নেঙটা দুষ্ট ছেলেকে নিরস্ত করিবার জন্য রূপকথা কাঁদিয়াছিলেন, জামাই বাবুর আগমনে তিনিও সেই স্থানেই উপন্যাস সমাপ্ত করিলেন,—সুতরাং অসময়ে উপন্যাসের রসভঙ্গ দেখিয়া বালক মহাক্রোধে অসূয়াসূচক বদনে ছুটিয়া দৌড় দিল। যুবতীগণ প্লে করিবার সময় উপস্থিত বুঝিয়া রিহার্সেলে ক্ষান্ত দিলেন।—দেবেন্দ্র গালিচার উপর বসিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ আসন পরিগ্রহ করিলে, একজন প্রৌঢ়া বলিলেন, "খাবার খাও—ঐ জন্যই তোমাকে ডাকা হয়েছে।"

দেবেন্দ্র মৃদু স্বরে বলিলেন, "খাইবার ইচ্ছা নাই।"

রমণী। তবু একটু খাও,—উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে।

অগত্যা দেবেন্দ্রনাথ কিছু খাইলেন। একজন এক ডিপা পান ভরিয়া দিল। ডিপা খুলিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাম্বূল বাহির করিয়া লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

একটি যুবতী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তার পর কুটুম্ব।"

এই খাপ ছাড়া প্রশ্ন শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ কিছু বিস্মিত হইলেন—কোন উত্তর করিলেন না।

যুবতী পুনরায় বলিল, "চিনিতে পার কুটুম্ব ?"

দেবেন্দ্র।—না, আমিত তোমাকে কখনও দেখিনি।

যুবতী। দেখেছিলে মনে নেই।

দেবেন্দ্র। কোথায়?

যুবতী। কেন, আমার মামার বাড়ি তুমি একবার গিয়েছিলে, তখন আমি খুব ছোট, সেই দিন তোমায় দেখেছিলাম।

দেবেন্দ্র। তা হতে পারে।

যুবতী। হতে পারে না। ঠিক্।

আর একটি রমণী বলিলেন, "উনিই এর মধ্যে তোমার আপন—এরই নাম নলিনী। নলিনী তোমার তার মাস্‌তুতো বোন্‌।"

"তোমার তার—আমার কে, কুসুমলতা—কুসুমলতা, আমার কুসুমলতা—তুমি আমার কোথায়? আর কি দেখা পাইব না। যার জন্য এত মান, এত সুখ, এত আদর সে কি আর আমায় দেখা দিবে না।" দেবেন্দ্রনাথ মনে মনে নিঃশব্দে এই কথা গুলি বলিলেন।

তাঁহাকে নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া, রমণী দল বড় অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। তাহারা যাহা চান,—যে উগ্রতা, যে রসিকতা, যে বাচালতা চান—দেবেন্দ্রনাথে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। তাঁহারা যে দিকে দেবেন্দ্রনাথকে লইতে চান, উদ্‌ভ্রান্তহৃদয়ে—দারুণ অনুতাপে, অসহনীয় শোক মোহে মুহ্যমান দেবেন্দ্র সে পথে পদার্পণ করে না। দেখিয়া শুনিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে—দুই একজন করিয়া ক্রমে ক্রমে—রমণীদল উঠিয়া গেলেন। কেবল নলিনী, আর দুইটি যুবতী এবং দাসী সে ঘরে থাকিল।

তখন নলিনী ব্যঙ্গস্বরে গম্ভীরভাবে বলিল,—"হাঁ দেবেন্দ্র বাবু, এতটা লোক তোমার জন্য—তোমার নিকটে দুটো কথা শুনিবে বোলে এতটা লোক—এসে বসেছিল, তুমি ভাল করিয়া কথা কহিলে না। কেন বল দেখি?"

দেবেন্দ্রনাথ উদাসপ্রাণে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কথা কহিব কি ভগিনি! আমার প্রাণের ভিতর অনন্ত দুঃখের গাঢ় কালিমা লেপিত, রঙ্গরস আমোদ আহ্লাদ এ সময়ে আমার আসিবে কেন?"

নলিনী বলিল, "আহা! সে কথা আর বলিতে। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, আমি কুসুমকে চিনিতাম না, না হ'লে কি আর সে যাইতে পারে। আমার সঙ্গে পুকুরে গিয়েইত পালোলো।"

দেবেন্দ্রনাথ আগ্রহচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই যে কুসুমলতা তার প্রমাণ কি?"

নলিনী। তখন বুঝিতে পারিনি, এখন বুঝিতেছি, সেই ঠিক।

দেবেন্দ্র। কিসে?

নলিনী। সে তোমার নাম করিয়া গান গাইত।

দেবেন্দ্রনাথের চক্ষু কোণে জল আসিল। বলিলেন, "শুধু আমার নাম করিত? না আর কিছু বলিত?"

নলিনী। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত না। আপন মনে যাহা বলিত।

দেবেন্দ্র। তোমার সহিত পুকুরে গিয়েই পালিয়েছে বটে। তখন গোয়ালিনীও সেই কথা বলিতেছিল।

নলিনী, দেবেন্দ্রনাথের বদন প্রতি চাহিয়া কটাক্ষ করিয়া—কটাক্ষটা যেন দেবেন্দ্রনাথের নিকট এক—টু—কেমন কু—বলিয়া বোধ হইল, কটাক্ষ করিয়া—বলিল, "হাঁ, সে ভব গোয়ালিনীর বাড়িতেই থাকিত। আমি সে দিন বিকেলে একাই পুকুরে যাইতেছিলাম, পথে তাহার সহিত সাক্ষাৎ,—আমাকে দেখিয়া বিকট হাসি হাসিয়া নাচতে নাচতে গাযিতে লাগিল, 'যেতে যমুনা জল আনতে আমার সরেনা মন—।' আমি ত আর তখন জানি না যে, আমাদের কপাল পুড়েছে,—বোল্লাম, আর পাগলী যমুনায় যাবি, শ্যাম দেখতে পাবি।"

সে তখন "মথুরাতে যাব, দাস খত দেখাইব, রাই রাজার প্রজা বলে শ্যামকে বেঁধে নিব।" এই বলিয়া গান গাহিতে গাহিতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আমি গিয়ে জলে নামিলাম, সেও নামিল। গা ধুইতে ধুইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পাগলী তোর নাম কি?"

সে তাহার উত্তর করিল না। কাহারও কোনও কথারই উত্তর দেয় না,—একবার বিকট হাসি হাসিল। আমি বলিলাম, "পাগ্‌লী, বিয়ে কর্‌বি?"

আমার কথা শুনে সে জলে সাঁতার দিল। সাঁতার দিতে দিতে গাহিতে লাগিল,—"বিয়ে কোরবো কাহারে,—শ্যাম-

চাঁদ চোলে গ্যাছে পাগল কোরে আমারে।—দেবেন্দ্র বসুমতী যেখানে, আমি যাব সেখানে।"

দেখিতে দেখিতে পুকুর পার হইয়া পড়িল। আমি কত ডাকিলাম,—কিন্তু আর চাহিল না, আর ফিরিল না। দৌড়িয়া চলিল। আমি আর কি করিব—চলিযা এলাম।

নলিনী যতক্ষণ কথা বলিল,—দেবেন্দ্রনাথ ততক্ষণ একদৃষ্টে দমিত নিঃশ্বাসে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কথা যখন সমাপ্ত হইল, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বলিলেন, "তবে ত ঠিকই, ঠিকত কুসুমলতাই বটে!"

নলিনী মৃদুকটাক্ষে দেবেন্দ্রনাথের বদন প্রতি চাহিয়া বলিল, "কুসুম যে গাইল—দেবেন্দ্রনাথ বসুমতী যেখানে আমিও যাব সেখানে, বসুমতী কে—দেবেন্দ্রনাথত তুমি!"

দেবেন্দ্রনাথ কিছু লজ্জিত, কিছু দুঃখিত, কিছু শোকান্বিতস্বরে বলিলেন, "পাগল হযেছে,—যা মনে এসেছে তাই বোল্‌ছে।"

নলিনী। তুমি আমাদের এখানে কয দিন আছ?

দেবেন্দ্র। বোধ হয—দু তিন দিন।

নলিনী, যতক্ষণ দেবেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিল, ততক্ষণ তাহার চক্ষু দুটী যেন দেবেন্দ্রনাথের উপরই থাকিল। তাহার মনের ভাব সেই জানে, আর জগদীশ্বরই জানেন,—কিন্তু নলিনী বেশ সুন্দরী। চক্ষু দুটী খুব ডাগর ডাগর, মুখ খানি ভাসা ভাসা, নাসিকাটী বাঁশির ন্যায়,—তাহাতে একটি নোলক। ঠোঁট দুখানি পাতলা পাতলা—গোলাপী রং। কাণে মাকড়ী, হাতে অনন্ত, পাযে মল, বক্ষঃস্থল সুউন্নত, কটীদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব কঠিন—এই পর্য্যন্ত। রংটী দুধে আল্‌তা গোলা, মস্তকে খুব বড় রকমের জমকাল এক খোঁপা। বয়স অনুমান ষোল সতর।

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে আমি এখন উঠি,—সন্ধ্যা হ'ল।"

নলিনী বলিল, "আচ্ছা, আবার দেখা হবে।"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—০৪৪০—

আবার কি এ ?

রমণী যে মণি ফণি হার—ও কাল ফণি হার।
দংশন করে যাহারে, সংশয় প্রাণ তাহার।

দেখিতে দেখিতে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল, লোক জন ও ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া আসিতে লাগিল, কোথাও পাগলীর সাক্ষাৎ নাই। একজন আসিয়া বলিল, 'আমি শুনিলাম সারা-ঘাটের ঐ দিকে ঐ রকম একজন পাগলী গিয়েছে।

সে কথা শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথ কর্ত্তাকে বলিলেন, "আমরা তবে সেখানে যাই।"

কর্ত্তা। তুমি যাও, আর একজন চাকর সঙ্গে করে নিয়ে যাও, জামাইএর আর গিয়ে কাজ নাই।

যোগেন্দ্রনাথ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন, দেবেন্দ্রনাথ যেন দুই চারিবার যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সকলেরই যখন তাহাতে অমত হইল, তখন আর তাহার যাওয়া হইল না।

আহারাদির পর লোক সঙ্গে লইয়া যোগেন্দ্রনাথ ষ্টেশনে গমন করিলেন। যথা সময়ে গাড়ী আসিলে তাহাতে আরোহণ করতঃ সারাঘাট যাত্রা করিলেন।

বেলা অবসান, আর রৌদ্র নাই। দেবেন্দ্রনাথ একাকী,—মন বড় চঞ্চল, বড় অস্থির। এক এক পা করিতে করিতে একটা কত দিনের পঙ্কিল, নিদাঘাতপতাপবিশুষ্ক পুষ্করিণীর তটে গিয়া বসিলেন। একাকী, জন মানব কেহ নিকটে নাই—প্রাণ উদাস। কোথায় কুসুমলতা, কোথায় মা—মা, আর দেখা হবে না, মাগো, এ পাপিষ্ঠের জন্য কত কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে, কত

যন্ত্রণা পেয়ে, কত কষ্ট পেয়েই তোমার মৃত্যু হয়েছে। ওঃ। ছেলের হাতের এক গণ্ডূষ জল—যাহার জন্য লোকে পুত্রের কামনা করে,—তাও তুমি পাওনি মা। মা একবার দেখা দাও—আর একবার দেখা দাও। মনে কি আর আসে না।

দেবেন্দ্রনাথ শোকে মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সেখানে বসিয়া,—নির্জ্জন নিভৃত পাইয়া জানুদ্বয় মধ্যে মস্তক রাখিয়া কেবলই কাঁদিতেছে। এমন সময় পশ্চিম আকাশে মেঘমালা ক্রমশঃই ঘোর হইয়া আসিল। উত্তর দিকেও অন্ধকার হইতে লাগিল, গগনমণ্ডল গাঢ় নীলবর্ণ।—বাতাসের তেজও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল,—মরুৎ কোলে একবার বিদ্যুৎ চমকাইল,—নীল মেঘ চকমক্ করিয়া উঠিল।—দেখিতে দেখিতে জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন।— স্থানে স্থানে নীল, স্থানে স্থানে পাংশু বর্ণ।—মেঘমালা চলিতেছে,—বায়ু ক্রমশঃই সজোর,—চঞ্চল।

দেবেন্দ্রনাথের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। সে আপন মনে, আপন ভাবে—আপনি বিভোর। দেখিতে দেখিতে তাঁহার গায়ে দু চার ফোটা জল পড়িল,—তখন চমক হইল। দেবেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখেন,—আকাশ ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন,—চারি দিক ঘোর অন্ধকার,—সময় প্রায় সন্ধ্যা।

দেবেন্দ্রনাথ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দ্রুতপদে বাড়ি গিয়া বৈঠকখানায় উঠিলেন। ঝমঝম করিয়া সবেগে ভারি এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। জগৎ শীতল—প্রকৃতি আবার শান্তমূর্ত্তি। দেখিতে দেখিতে আকাশে চাঁদ উঠিল, মৃদু মন্দ শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল।

বৃষ্টি থামিলে দেবেন্দ্রনাথের বাটীর ভিতরে ডাক হইল, সকলে ভোজনাদি করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের শয্যা প্রস্তুত, তিনি গিয়া শয়ন করিলেন।

দেবেন্দ্রনা[illegible] ঘরে শয়ন করেন, সেটা বাহিরের ঘর। এ কয় দিন যো[illegible] [illegible]থ ও সেই স্থানে থাকিতেন,—আজি একা। শোক দুঃখ প্রা[illegible] [illegible]কের ভয় বড় থাকে না, কাজেই তিনি

সেখানে একাই থাকিতে স্বীকৃত হইলেন।—অন্যে হইলে পারিত না।

যে গৃহে দেবেন্দ্রনাথ শয়ন করিতেন, তাহার পশ্চাৎ ভাগে একটা প্রকাণ্ড বাগান। বাগানে ঠেসাঠেসি মিশামিশি ঘন বিন্যস্ত আম, কাঁঠাল, নারিকেল, গুবাক প্রভৃতি বৃক্ষ—তলে আঁইসসেওড়া, ভাঁইট, বুঁইচ প্রভৃতি ছোট ছোট রাশি রাশি গাছ। তাহাতে কত শত লতা উঠেছে, গাছ ঝোপেছে, শাখা প্রশাখায় বাঁধন বেঁধেছে। এইত গেল দেবেন্দ্রনাথের শয়ন ঘরের পশ্চাৎ ভাগের কথা। সে ঘরের দক্ষিণপার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড—বহু কালের পুরাতন কপিত্থ বৃক্ষ, আর তাহার চারিপাশে কতক গুলি খেজুর গাছ প্রস্থ বিহীন দৈর্ঘ্য মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। গৃহের পশ্চিম দিকে বাড়ি—উত্তরে কিছু দূরে আর একখানি ঘর বা চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চাৎ আবার ভয়াবহ বন,—আম-কাঁঠালের বাগান, মধ্যে মধ্যে বাঁশের ঝাড়।

দেবেন্দ্রনাথ নির্জ্জন গৃহে একাকী; চারি দিকের গাছের ফল-পুষ্প পতন ধ্বনি, বাগানের নিশাচর পশুপক্ষীর অস্ফুট নিনাদ—তবু তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।—তিনি আপন চিন্তায় বিব্রত। ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল।

রজনী নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতেছে, দেবেন্দ্রনাথের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আপন ভাবনায়, আপন চিন্তায—আপনি বিভোর। ক্রমে তাঁহার হৃদয অবসন্ন হইয়া উঠিল; তিনি উঠিয়া দক্ষিণ দিকের একটা জানালা খুলিয়া দিয়া তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার দ্বারোদ্ঘাটন শব্দে নিকটস্থ বৃক্ষের ডালে যে সকল পক্ষীগণ নিদ্রিত ছিল, তাহারা একবার পক্ষ সাপট দিল। বৃক্ষের ক্ষুদ্র পল্লবের অন্তরালে স্তিমিতপ্রায় চন্দ্রদেবকে অনেক গুলি বৃহৎ বৃহৎ উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া শীতল নৈশবায়ু সেবন করিয়া পুনরায় আসিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া, আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া জানালার প্রতি দৃষ্টি পড়িল,—অস্ফুট চীৎকার করিয়া

উঠিলেন। দেখিলেন, জানালার দ্বারদেশে এক মনুষ্য দাঁড়াইয়া কক্ষমধ্যে উঁকি মারিতেছে। দেবেন্দ্রনাথ যদিও সাহসী তথাপিও ভীত হইলেন। অনেক ক্ষণ এক দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে সে মূর্ত্তি সরিয়া গেল।—দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন "কে এ কি? এ—মানুষ কি? মানুষ বৈ কি। কিন্তু কি করিতে আসিয়াছিল? এঘরে কি চুরি করিবে। আকার প্রকার দেখিয়া যেন খুব বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হইল না।" দেবেন্দ্রনাথ এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় গৃহের পশ্চাৎ দরজার কাছে খস্ খস্ খুস্ খাস্ শব্দ হইল, দেবেন্দ্রনাথ সে দিকে চাহিলেন, দ্বার খুলিয়া গেল। সে মূর্ত্তি গৃহে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র ভীতবিহ্বলচিত্তে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কে রে?"

উত্তর। চুপ কর আমি।

প্রশ্ন। আমি কে?—স্পষ্ট করে বল।

উত্তর। বলিতেছি স্থির হও।

প্রশ্ন। দ্বার খুলিলে কি প্রকারে?

উত্তর। সন্ধ্যার আগে খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম।

প্রশ্ন। তবে তোমার অভিপ্রায় মন্দ—আমি লোক জন ডাকি।

উত্তর। আমার অভিপ্রায় কিছু মন্দ নহে, তুমি স্থির হও।

প্রশ্ন। তুমি কে বল।

উত্তর। বলিতেছি উতলা হইও না।

দেবেন্দ্রনাথ ক্রমশঃই যেন একটু নরম হইলেন। স্বর যেন কিছু কোমল,—যেন পরিচিত। তথাপিও প্রশ্ন করিলেন, "কে তুমি শীঘ্র বল।"

"এই দেখ।"

এই কথা বলিয়া তাহার নিকটে দীপশলাকা ছিল, বাহির করিয়া জ্বালিল। দেবেন্দ্রনাথের চোখ মুখ লাল হইল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। দেখিলেন,—নলিনী।

"নলিনী! নলিনী, তুমি এখানে কেন? এই গভীর নিস্তব্ধ

যামিনীতে তুমি এখানে কেন?—একাকিনী এ নিশীথ সময়ে তুমি এখানে কেন?"

দমে দমে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে দেবেন্দ্রনাথ এই কথাগুলি বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। নলিনী প্রদীপ জ্বালিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে দেবেন্দ্রনাথের পার্শ্বে গিয়া বসিল,—দেবেন্দ্রনাথ সরিয়া বসিলেন। অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নলিনী, তুমি এখানে কেন?"

নলিনী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার কাছে আসিতে কি নাই?"

দেবেন্দ্র। এ গভীর যামিনীতে একাকিনী কি উদ্দেশ্যে?

নলিনী। কি উদ্দেশ্যে বুঝায়?

দেবেন্দ্র। ভাল না।

নলিনী। তবে ভালই না,—অন্যের পক্ষে ভাল না, তোমার আমার পক্ষে ভাল।

দেবেন্দ্র। যাহা অন্যের পক্ষে ভাল না, তাহা তোমার আমার পক্ষেও ভাল না। যাহা পাপ,—যাহা সমাজের অহিতকর—তাহাতে কাহারও সুখ নাই। আমি বেশ করিয়া দেখিয়াছি, তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার আর চারা নাই, এখন ফিরিয়া যাও।

নলিনী যেন কিছু ভগ্নোৎসাহ হইল, বলিল, "যাবনা, প্রাণ যেতে চায় না।"

দেবেন্দ্র। তবে তুমি থাক, আমি চলিলাম।

দেবেন্দ্রনাথ উঠিলেন, নলিনী কাপড় চাপিয়া ধরিল, বলিল, "যাও কেন?"

দেবেন্দ্রনাথ বিরক্তভাবে বলিলেন, "যদি বেশী বিরক্ত কর, তবে তোমার পিতাকে ডাকিব।"

নলিনী বলিল, "না অন্য কিছু নহে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

দেবেন্দ্রনাথ ফিরিলেন। বলিলেন, "কি।"

নলিনী। তুমি এরূপে ইন্দ্রিয়জয় কেমন করিয়া করিলে?

দেবেন্দ্র। ইন্দ্রিয় জয় করা কঠিন কথা নহে?

নলিনী। বটে, ইন্দ্রিয় জয় করা কঠিন নহে?

দেবেন্দ্র। না, ইন্দ্রিয় জয় করা সোজা কথা। সমাজ যাহাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালন করিতে বলিতেছে, সেই স্থানে কর— অন্য স্থানে করিও না। তাহা হইলেই ইন্দ্রিয় জয় করা হইল।

নলিনী। মুখে এলো বলিলে—বটে!

দেবেন্দ্র। মুখে আর পেটে কি, সুখ উহাতে কিছুই নাই। চুরি, জুয়াচুরি, জাল, খুন যাহা কিছু দেখিবে সকলই ঐ অসামাজিক ক্রিয়ার জন্য। যখন রক্ত, মাংস, ক্লেদ, পুঁয—এই ওর দেহ, ও হাগে, মোতে, খায়। এই দেখ আমার উপর তোমার মন পড়িয়াছে, আমার জন্য পাগল হইয়াছ,—যখন এই গভীর যামিনীতে কুলকামিনী হইয়া এখানে—আমার কাছে একাকিনী আসিয়াছ, তখন পাগল হইয়াছ বই আর কি।—আমার জন্য পাগল হইয়াছ,—ভাবিতেছ আমার সহবাসে তুমি স্বর্গসুখ লাভ করিবে। কিন্তু আমি কি? এই দেখ আমার উত্তমাঙ্গ যে মুখ, তাহা দুর্গন্ধ হইয়া রহিয়াছে, দাঁতে কতকগুলি করিয়া ময়লা জমিয়া রহিয়াছে। এই দেখ হাতে কয়খানি ঘা—তাহা দিয়া রক্ত ও পুঁয পড়িতেছে—দুর্গন্ধ ছুটিতেছে। এইরূপ সকলেরই,— সবারই। তবে কেন আমাতে তোমার এত আনুরক্তি,—কেন এত আসক্তি?

নলিনী অনেকক্ষণ স্থিরমনে অধোবদনে বসিয়া থাকিয়া শেষ বলিল, "তবে আমি এখন কেমন করিয়া বাড়ি যাই?"

দেবেন্দ্র। এলে কেমন করিয়া।

নলিনী। এখন ভয় করিতেছে, তখন করে নাই।

দেবেন্দ্র। তখন ঘোর মোহ ছিল, চল আমি তোমাদের দরজা পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিতেছি।

নলিনী। তবে চল, বাগান দিয়া যাইতে হইবে, সদর দরজা বন্ধ।

দেবেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "—একাকিনী, কুলললনা, এই বিজন, ভয়াবহ বাগান দিয়ে কেমন করে এলে?"

নলিনী কথা কহিল না। অধোবদনে বসিয়া রহিল।

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "উঠ, চল—তোমায় রাখিয়া আসি।"

নলিনী উঠিল। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি আগে আগে যাও।"

নলিনী আগে আগে চলিল, দেবেন্দ্রনাথ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

সেই বিজন বন,—কোথাও শৃগাল নড়িতেছে, পেচকে ভীষণ রব করিতেছে, কোথাও শুষ্ক পাতা পড়িতেছে, কোথাও বিস্তার বিহীন দৈর্ঘ্যমূর্ত্তি নারিকেল গুবাক বৃক্ষ সকল প্রেত-বৎ দণ্ডায়মান। চাঁদের কিরণ নিস্তেজ, জলশায়িত তরু পাতার জলে দলে দলে জোনাকীপোকা। কোথাও একটু জল বাধিয়া রহিয়াছে। তাহারা দেবেন্দ্রনাথ ও নলিনী নিঃশব্দে নিস্তব্ধে সেই স্থান দিয়া যাইতেছেন। প্রায় অন্দর দরজার নিকট গিয়াছেন,—নলিনী দরজায় পা দিয়াছে,—এমন সময় কে এক জন আসিয়া প্রবল ভাবে—খুব জোরে দেবেন্দ্রনাথের মাজায় এক লাঠি মারিল। দেবেন্দ্রনাথ বিকট চীৎকার করিয়া সেখানে পড়িয়া গেলেন।

"বাবা কি কর, কি কর" বলিয়া নলিনী চীৎকার করিয়া উঠিল।

ত্রয়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

অঘটন ঘটন ?

ঝরিল কুসুম যে শুষ্ক বৃন্ত হ'তে।
প্রবল ঝটিকা যবে, বহেছিল সাগরতরঙ্গে
রঙ্গে। তখনও আছিল তরি। এবে গেল
নিবাত নিষ্কম্পময় সামান্য সলিলে ডুবি।

গ্র—।

নলিনীর পিতা দেবেন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিয়া মাথায় হাত দিয়া সে স্থানে বসিয়া পড়িল। নলিনী ছুটিয়া গিয়া মাতাকে সম্বাদ দিল। নলিনীর মাতা ও আর জন কয়েক সেস্থানে ত্বরিতপদে আলো লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দেবেন্দ্রনাথ—সটানভাবে অন্ধকার বন আলো করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

মরিল কি আছে, দেখিবার জন্য নিঃশ্বাস পরীক্ষা করা হইল, তখনও তাহার জীবনপ্রবাহ ধীরে ধীরে বহিতেছে। তখনই তাহাকে হাতাহাতি করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। কেহ বাতাস দিতে লাগিল, কেহ কেহ মাথায় জল ঢালিতে লাগিল। কেহ চিকিৎসক ডাকিতে গেল।

ডাক্তার আসিতে আসিতে রাত্রি প্রভাত হইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "যে রূপ দেখিতেছি, তাহাতে বাঁচা শক্ত।—তবে ঔষধ ব্যবহার করান যাউক—যাহা হয়।"

ডাক্তার ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন। বলকারক ঔষধে দেবেন্দ্রনাথের একটু একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল।

নিভৃতে নির্জ্জনে নলিনীকে তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নলিনী, কর্ত্তা জামাইকে ওরূপে মাল্লে কেন, আর তুইই বা কেমন কবিযা জানিতে পারিলি ?"

নলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অকপট হৃদয়ে প্রকাশ করিল।

মাতা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথকে শত ধন্যবাদ দিয়া তাহার জন্ত অশ্রুরাশি পবিত্যাগ করিলেন। কর্ত্তাকেও নিভৃতে পাইয়া সে কথা জানাইলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "মেয়ের দোষ কি, উহার দোষ না জেনে শুনে, অমন ক'বে কি মারিতে আছে, এই দেখ তোমাব একটুখানি অধৈর্য্য জন্য একটি নিবপ-রাধী পরমাত্মীয নষ্ট হইল।"

কর্ত্তা। ও যে দেবেন্দ্রনাথ তা আমি বুঝি নাই। তাহা হইলে কি অমন কাজ কবিতাম।

গৃহিণী। না হয় অন্যই হইল, কিন্তু সে দোষী কি নির্দ্দোষী সেটা দেখা আবশ্যক।

এ দিকে ক্রমে দিবা দ্বিপ্রহব হইল,—দেবেন্দ্রনাথের একটু জ্ঞান হইয়াছে। অবস্থা দেখিযা সকলে বলিতেছেন, রক্ষা পাইবে। বেলা প্রায অবসান হইযা আসিল। এখনও দেবেন্দ্র-নাথের উত্থানশক্তি হয নাই। জ্ঞানও পূর্ব্ববৎ।

দেখিতে দেখিতে বেলাটুকু কেটে গেল। দুঃখের সময়েও মহৎ লোক বিবর্ণ হযেন না,—এইটী জগজ্জনকে শিক্ষা দিবার জন্তই যেন পদ্মিনীবান্ধব এ সময়েও রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইলেন। নলিনী অভিমানে ঘোম্‌টা টানিলেন। ঘোম্‌টা টানিলেন বটে, কিন্তু প্রাণেশ্বর একেবারে পরিত্যাগ করিযা যান কি আবার ফিরিযা আসেন, তাই দেখিবার জন্তই যেন এক একবার আড়ে আড়ে চাহিতে লাগিলেন। দুরাবস্থার সময বিপক্ষের অভাব থাকে না, মধুলোভী অলিকুল সময় পাইযা মধুমতী নলিনীকে উপহাস করিতে লাগিল। কুমুদিনী একটু একটু ফুটে উঠিল। আর একটু পরে রজনীকান্ত আসিবেন বলিয়া প্রকৃতি সতী রজনীকে সাজাইবার জন্ত মল্লিকা, জুঁই, রজনীগন্ধা, যোজনগন্ধা,

গন্ধরাজ প্রভৃতি কুসুমরত্ন গুলি ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত করা ইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের আধখানি ডুবে গেল। ক্রমে আরও ডুবিল;—একটু মাত্র দেখা যাইতেছে, বোধ হইল যেন, আমি গেলে জগতের লোকেরা কি করে, তাই দেখিবার জন্য দিবাকর আড়াল থেকে উঁকি মারিতেছেন। ক্রমে সমস্তই অদৃশ্য। পদ্মিনীও নিরাশ হইয়া চোক বুজিলেন। পাখীগণ যেন দিবাকরকে যাইতে বারণ করিবার জন্যই না, না, না, রবে—চেঁচিয়ে উঠিল। পেঁচারা বেকুল, বাদুড়েরা উড়ে উড়ে ভাল ভাল ফলের গাছে আশ্রয় করিল। দিবাপতি বিদায় হইলেন কি না দেখিবার জন্যই যেন, দুই একটী নক্ষত্র নীল আকাশে উদয় হইল। মন্দ মারুত যেন রজনীর সঙ্গে বিহার করিবার ইচ্ছাতেই সর্ব্বাঙ্গে পরিমল মাখিয়া নিশাপতির আগে আগেই আসিয়া হেল্‌তে দুল্‌তে লাগিল। গাছের পাতাগুলি একটু একটু নড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন, প্রকৃতি সতী পবনের ঐ দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে বারণ করিয়া বলিতেছেন,—ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও—জগতের যত চুরি, জুয়াচুরি, জাল, খুন, সকলই ঐ অসামাজিক ক্রিয়া হইতে। ক্রমে ক্রমে নিশানাথ মোহনসাজে রজনীকে আলিঙ্গন করিলেন। যামিনীর আর হাসি ধরে না,—রাত্রি চারি দণ্ড।

দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা ক্রমে মন্দ, আবার ডাক্তারের ডাক হইল, ডাক্তার আসিলেন, নাড়ী টিপিলেন। বলিলেন, "অবস্থা ভাল নহে, আর বেশী সময় নাই।"

গৃহস্থ। তবে উপায় ?

ডাক্তার। উপায় ত আর কিছুই নাই।

এই কথা বলিয়া আবার বলকর ঔষধ সেবন করাইলেন। দেবেন্দ্রনাথ আবার একটু বল পাইলেন, ক্ষীণস্বরে, ধীরে ধীরে আবার দুই একটা কথা বলিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

সকলের শেষ।

"চপলা চকিতে চেয়ে পলকে মিশায় কায়।
তুলিয়া আকুল আঁখি, হরিণী তরাসে চায়।"

ন—ভা।

রজনী দ্বিপ্রহর। জগৎ ভরা জ্যোৎস্না, প্রকৃতি গম্ভীর—ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা ক্রমশঃই মন্দ; মুখ দিয়া দুই একবার ফেণা উঠিতেছে,—এক একবার গোঁ গোঁ করিতেছে। আশে পাশে চারিদিকে অনেক লোক। নলিনী শিয়রদেশে বসিয়া হাতে করিয়া দেবেন্দ্রনাথের মুখনির্গত ফেণারাশি ধরিতেছে, ফেলিয়া দিতেছে। ডাক্তার নিকটে ঘন ঘন ঔষধ সেবন করাইতেছে।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার বাবু, সামান্য একটু আঘাতে এরূপ কাণ্ড কেন ঘটিল?"

ডাক্তার বাবু মুখ বিকৃত করিয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আঘাত কেমন করিয়া লাগিয়াছিল?"

কর্ত্তা। দেবেন্দ্রনাথ যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার উপর আড়ায় একটা বাঁশ ছিল—হঠাৎ—গ্রহবৈগুণ্যে, উনি উপুড় হইয়া বোধ হয় শয়ন করিয়াছিলেন, বাঁশটা মাজায় পড়িয়াছিল।"

এখন ইহাই প্রকাশ। কথাটা যে মিথ্যা তাহা পাঠক। জানেন। ডাক্তারটী বিজ্ঞ; তিনি বলিলেন, "বোধ হয় আর কোন কারণে ইঁহার শরীর একেবারে সারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ প্রবলাঘাতে এরূপ ঘটিয়াছে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া বলিল, "কর্ত্তামহাশয়! যোগেন্দ্রবাবু আসিয়াছেন, তাঁহার পাগল ভগ্নীকেও পাওয়া গিয়াছে।"

কর্ত্তা আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করিলেন না। ছুটিয়া বাহিরে গেলেন। দরজার ধারে যোগেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া ছিলেন,—হাতে একটা লণ্ঠন। তাহার ঈষৎ দক্ষিণে উন্মাদিনী কুসুমলতা।—বসন্ত নিকুঞ্জ প্রহ্লাদিনী তপ্তকাঞ্চন বর্ণাঙ্গী কুসুমলতা। কুসুমলতা স্থির গম্ভীর—ভাস্বর কটাক্ষ বিশিষ্টা। আগুলফ বিলম্বিত কেশরাশি রুক্ষ—বাতাস ভরে উড়িতেছে, দুলিতেছে।

কর্ত্তাকে দেখিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মেসো মহাশয়, দেবেন্দ্র বাবু কোথায়?"

এ দৃশ্য দেখিয়া এবং আগাগোড়া মনে করিয়া কর্ত্তার চক্ষুতে জল আসিল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দে—বেন্দ্র, নাথের নিদান কাল—বু—"

যোগেন্দ্রনাথ শশব্যস্তে, উদাস প্রাণে, ত্বরিত বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি! সে কি! কি হ'য়েছে?"

কর্ত্তা। কাল রাত্রে ঐ ঘরে একা শুয়েছিলেন, সন্ধ্যার সময় জল হ'য়ে গিয়েছিল, কিরূপ ভারি টাবি হয়ে একখানি বাঁশ তাঁর মাথায় পড়েছিল,, তারি আঘাতে সংশয় জীবন।

যোগেন্দ্রনাথের প্রাণ আকুল হইল। কুসুমলতাকে সঙ্গে করিয়া দ্রুতপদে যে ঘরে দেবেন্দ্রনাথের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তাও সেই সঙ্গে গেলেন।

দেবেন্দ্রনাথের বদন প্রতি চাহিয়া আকুলিত প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সকলে বিবিধ বিধানে বুঝাইতে লাগিল।

কুসুমলতা—উন্মাদিনী কুসুম, দেবেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া উদ্‌ভ্রান্তস্বরে বলিতে লাগিল, "দেবেন্দ্র, প্রাণধন—অনেক দিন পরে দেখা দিলে, কিন্তু কথা কি কহিবে না?—তোমার শিয়রে ওকে, বসুমতী? বসুমতী কি আমার সহিত তোমাকে কথা

কহিতে নিষেধ করিতেছে? বসুমতী—ভগ্নী বসুমতী, তোর পায়ে পড়ি, দেবেন্দ্রকে বারণ করিস্ না, একটি বার আমার সহিত কথা কহিতে দাও বোন্—আমার পাগল প্রাণ শীতল হউক।"

প্রবীণ ডাক্তারের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। তিনি মনে ভাবিলেন, রোগীর জীবনাশা কিছুতেই নাই। তবে একটু ঔষধ খাওয়াই—যাহার ক্রম হীনে উহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইবে, কিন্তু এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান হইবে,—কথা কহিবে।—একবার জন্মের শোধ পাগলিনীর আশা পূর্ণ হউক।

ভাবিয়া চিন্তিয়া ঔষধ সেবন করাইলেন। একটু পরে, ঔষধ ধরিল, দেবেন্দ্রনাথ ধীরে, ধীরে ধীরে কথা কহিলেন,—"জল খাইব।"

যোগেন্দ্রনাথ যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন, ডাকিলেন, "দেবেন্দ্র, জল খাবে?"

দেবেন্দ্র। খা—ব।

কে এক জন একটু জল দিল। যোগেন্দ্রনাথ ডাকিলেন, "দেবেন্দ্র।"

দেবেন্দ্র। কে,—যো—গেন বাবু? ভাই জন্মের মত গিয়েছি। আর প্রাণ পাইলাম না—কুসুমলতার সহিত আর দেখা হইল না।

যোগেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। রুদ্ধকণ্ঠে কম্পিত-স্বরে বলিলেন, "ভয় কি? সেরে যাবে।"

দেবেন্দ্র। সারিবে না,—সারিবে না। পাপের ঠিক ফল পেয়েছি, যে পাপ তাহারি প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে। কিন্তু দুঃখ রহিল—জন্মের শোধ একবার কুসুমকে—আমার প্রাণাধিকা পাগলিনী কুসুমকে দেখিতে পেলাম না।

যোগেন্দ্র। তোমার কুসুমকে পেয়েছি, কুসুম এই কাছেই আছে।

দেবেন্দ্র। মিথ্যা কথা,—মৃত্যুকালে, এ পাপীর মৃত্যুকালে তাহাকে দেখিতে পাইব কেন? মিথ্যা কথা, তোমার মিথ্যা—ক—থা—।

ডাক্তার দেখিলেন, ঔষধের ক্রম কম পড়িতেছে, আর এক মাত্রা ঔষধ সেবন করাইলেন। আবার জ্ঞান হইল।

দেবেন্দ্র। মিথ্যা কথা—সে আসিবে কেন?

যোগেন্দ্র। এই যে সে আমার কাছে।

দেবেন্দ্র। এ সময় আমার কাছে মিথ্যা কহিও না, যদি সে আসিয়া থাকে, তবে একবার আমাকে দেখাও,—সে মুখখানি একবার জন্মের শোধ দেখি। আমার উঠিবার ক্ষমতা নাই,—আমার শিয়রদেশে দাঁড় করাও।

দমে দমে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে দেবেন্দ্রনাথ কথাগুলি বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া প্রবল জলধারা পড়িয়া গণ্ডস্থল বিপ্লাবিত করিল। নলিনী স্বীয় অঞ্চলে তাহা মুছাইয়া দিল।

যোগেন্দ্রনাথেরও নয়ন হইতে জলস্রোত বহিল, তিনি উন্মাদিনী কুসুমলতাকে ধরিয়া দেবেন্দ্রনাথের শিয়রদেশে লইয়া দাঁড় করাইলেন। কুসুমলতার মূর্ত্তি তখন বড় স্থির, বড় গম্ভীর—যেন প্রবল বাতা-বিকম্পিতা তটিনী স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে—নদীর যেমন উপর শান্ত ভিতর ঘূর্ণী পাকে অস্থির,—কুসুমলতারও এখন ঠিক সেই অবস্থা। কুসুমলতা স্থিরভাবে উদাসপ্রাণে দেবেন্দ্রনাথের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেবেন্দ্র, চাহিয়া দেখ, কুসুমলতা তোমার শিয়রদেশে।"

দেবেন্দ্রনাথ চক্ষু উলটিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার চক্ষু দিয়া জল বহিয়া পড়িতে লাগিল। বলিলেন, "প্রাণাধিকে! কুসুম আমার এসেছ, বড় কষ্ট দিয়েছি, বড় যাতনা দিয়েছি—সব ভুলে যাও, আমার মাথার কাছে সরে এস, তোমার হাত দুখানি আমার বুকে দাও—আমার কানের কাছে একবার হরি হরি বল। তোমার পবিত্র হাত দুখানি বুকে রাখিয়া, তোমার মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে আমি যাই—ই—ঈ।"

কুসুমলতা আর দাঁড়াইতে পারিল না। ঘুরিয়া আসিয়া

বসিয়া পড়িল। দুই হাতে দেবেন্দ্রনাথের কণ্ঠ জড়াইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সেই উন্মাদ অজ্ঞান চক্ষু হইতে সহস্র ধারায় অশ্রু রাশি যুবকের বক্ষে মতির হার পরাইতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথও অবশ হাত দুখানি ধীরে ধীরে তাহার গায়ে তুলিয়া দিলেন— দুঃখে, আনন্দে, বিস্ময়ে দেবেন্দ্রনাথের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, ক্রমে হস্ত শিথিল হইয়া গেল,—কুসুমলতা তাঁহার বক্ষঃ-চ্যুত হইয়া মাটিতে লুটিয়া পড়িল,—সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথেরও জীবন প্রদীপ জন্মের মত নির্ব্বাণ হইল।

দর্শকবৃন্দ চতুর্দ্দিকে কোলাহল করিতে লাগিল। ডাক্তার বলি-লেন, শব দুটীকে বাহির করিয়া ফেল—উভয়েরই শরীর পূর্ব্ব হইতে সারশূন্য ছিল, হঠাৎ সুখদুঃখের আতিশয্যে প্রাণত্যাগ হইয়াছে। জীবনশূন্য দেহে চিকিৎসা করা বৃথা!

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:::০—

চিতা শয্যা।

স্বপন ছুটিয়া গেছে, ফুরায়ে গিয়াছে খেলা,
ডুবিয়া গিয়াছে তার জীবনের ভোর বেলা।

ন—ভা।

শবযুগল গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। অনেকে কাঁদিতে লাগিলেন, অনেকে স্তম্ভিত হইয়া এই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিতে লাগিলেন। কান্নার ভাগ নলিনীর ও যোগেন্দ্রনাথের কিছু বেশী।

অনেকক্ষণ পরে শবযুগল শ্মশানে প্রেরিত হইল। কুমারনদের তীরে নিদাঘ নিশীথ শ্মশানক্ষেত্রে চিতা প্রস্তুত হইল। দম্পতির

শবযুগল এক চিতায় শায়িত করা হইল,—যোগেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিয়া, প্রবল প্রবাহিত চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, মরিবে!—এমন দৃশ্য তোমাদের জীবন্তে দেখিতে পাইলাম না, আমরি! আমরি! কৌমুদীবিভাসিত মধুযামিনীতে তোমরা চিতাশয্যায় শয়ন করিয়া ঘাট উজ্জ্বল করিয়াছে,—যামিনী-শোভা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছ। ভাই রে দেবেন্দ্র! প্রাণোপমা কুসুম! তোমরা একবার উঠ—একবার আমার সহিত কথা কও—আর নয় সঙ্গে করিয়া লও। হায় রে! কে জানিত যে সহসা এমন অশনি পতন হইবে,—আমার আশা লতিকা অঙ্কুরেই বিশুষ্ক হইবে। একবার উঠ—একটিবার কথা কও।"

একজন আসিয়া চিতায় আগুণ জালিয়া দিল,—দম্পতি যুগল বক্ষে করিয়া চিতার আগুণ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

যোগেন্দ্রনাথ ঊর্দ্ধমুখে, যুক্ত করে, অশ্রুপূর্ণলোচনে, কাতর-কণ্ঠে কহিলেন, "এই পাগলিনী, প্রেমোন্মাদিনী, পতিপরায়ণা পাগলিনী কুসুমলতা,—দেবেন্দ্র, বহু দুঃখ জর্জ্জরিত, আত্মানু-শোচনায় জর্জ্জরিত—আহা! পৃথিবীতে এ হৃদয় দুটী দুঃখে কষ্টে জ্বালাতন হইয়া এখন এই দুঃখময়—পাপময় সংসার ছাড়িয়া,—যে লোকে পাপ নাই, দুঃখ নাই, বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই, নীচ নাই উচ্চ নাই—সেই দিব্যলোকে গিয়া মিলিত হইয়াছে। হে দয়া-ময় ভগবান্! এই তাপিত পবিত্র হৃদয় দুটীকে তুমি তোমার চরণে রাখিয়া শীতল কর।"

উপসংহার।

বইখানির নাম "কনক-প্রতিমা" রাখা হইল,—কিন্তু কেন রাখা হইযাছে, তা বই পড়িযা অনেকে খোঁজ পাইবেন না। তবে যাঁহারা উপাখ্যানের স্তবভেদ করিয়া পড়েন, তাঁদের কাছে যে কিছু লুকান যায়, সে কথা আমি সাহস করিযা বলিতে পারি না।

কুসুম আমাদের কনক-প্রতিমা,—এমন কনক-প্রতিমা অনেক আছে,—তবে জহুরী না হইলে কি জহর চিনে? অনেকে আছেন,—যাঁহারা চিনি ফেলিয়া চিটের আদর করেন। শেষ ফল যা হয়,—তাই ইহাতে দেখান হইযাছে। যৌবন অতি বিষমকাল,—ভোগ তৃষ্ণা প্রবল, উন্মত্ততা পদে পদে,—সাবধান। সাবধান। পাপের পথ আশু কুসুমাস্তৃত হইলেও শেষ বড় ভযঙ্কর!

আর একটী কথা, উপন্যাস লিখিতে আজি কালি কেহ বড় ভয় করেন না। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, লেখার মধ্যে উপন্যাস লেখাই বড় সোজা কাজ। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে,—উপন্যাস পড়া, লোকচরিত্র শিক্ষার জন্য। বহু দর্শন, বহু বিজ্ঞতায যাহা হয,—উপন্যাস পাঠে তাহাই শিখা যায়, সে বিষয়ে কত দূর কি করিতে পারিযাছি, বলিতে পারি না।

সম্পূর্ণ।